পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 181 Saturday, 1 June, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ১৮১ সংখ্যা ✱ ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১, শনিবার, ১ জুন, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাকে পছন্দ? অবশেষে এল খাড়্গের জবাব

নয়াদিল্লি, ৩১ মেঃ লোকসভা নির্বাচনের ভোটপ্রক্রিয়া শুরু হওয়ার অনেক দিন আগে থেকেই শুরু হয়েছে জল্পনা। রাজনৈতিক মহলে একটাই প্রশ্ন, বিজেপি জিতলে তো মোদিই হবেন প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু ইন্ডিয়া জোট জিতলে কী হবে? কে হবেন প্রধানমন্ত্রী? কেন্দ্রের শাসক দল এই নিয়ে কটাক্ষ করতেও ছাড়েনি কংগ্রেস তথা বিরোধীদের। অবশেষে জবাব দিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে। এনডিটিভি-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মল্লিকার্জুন খাড়্গে জানিয়েছেন, নরেন্দ্র মোদি উত্তরসূরী হিসেবে রাহুল গান্ধিকেই দেখতে চান তিনি। সেই সঙ্গে তিনি আরও উল্লেখ করেন, প্রিয়াঙ্কা গান্ধিরও ভোটে লড়া উচিত ছিল। খাড়্গে জানান, প্রিয়াঙ্কা গান্ধিকে টিকিট দেওয়ার বিষয়ে

সমর্থন ছিল তাঁর। রায়বরেলি থেকে প্রার্থী করার কথাও হয়েছিল। কিন্তু পরে সেই আসনে প্রার্থী করা হয় রাহুল গান্ধিকে। প্রধানমন্ত্রী মুখ সম্পর্কে বলতে গিয়ে খাড়্গে বলেন, ''যিনি ভারত জড়ো যাত্রায় নেতৃত্ব দিয়েছেন, যিনি প্রতিনিয়ত বিরোধীদের সঙ্গে মঞ্চ ভাগ করেন, নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে কড়া আক্রমণ শানান, তিনিই পছন্দের তালিকায় সবার ওপরে থাকবে।'' তবে বিরোধী জোট অর্থাৎ ইন্ডিয়া ব্লকের সদস্য হিসেবে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত কোনও বার্তা দিতে চাননি তিনি। খাড়্গে বলেন, ''আমরা একসঙ্গে লড়াই করছি। ভোটে জিতলে সবাই একসঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে যে কে হবেন প্রধানমন্ত্রী।'' সম্প্রতি অন্য এক ইন্টারভিউ-তে খাড়্গেকে একই প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন, এটা যেন কউন বনেগা ক্রোড়পতি-র মতো প্রশ্ন।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নয়া বিজ্ঞপ্তিতে উঠছে প্রশ্ন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মেঃ একাদশ শ্রেণিতে অতিরিক্ত ভর্তিতে নেতার সুপারিশই যথেষ্ট? উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নতুন নোটিস ঘিরে তৈরি হয়েছে তুমুল বিতর্ক। মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষে এবার একাদশ শ্রেণিতে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির তোড়জোড় চলছে। সাধারণত সরকারি স্কুলগুলিতে একাদশ শ্রেণিতে পড়ুয়া ভর্তির অনুমোদিত ঊর্ধ্বসীমা ৩০০ জনের। অর্থাৎ, ৩০০ জন পড়ুয়া পর্যন্ত স্কুলগুলি নিজেরা ভর্তি নিয়ে নিতে পারে। এরপর অতিরিক্ত ভর্তির প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে স্কুলের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে হয়। কিন্তু বৃহস্পতিবারই একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তরফে। সেখানে বলা হয়েছে জেলা স্কুল পরিদর্শক কিংবা স্থানীয় বিধায়ক বা সাংসদের সুপারিশের ভিত্তিতে আরও ১০০ জন অতিরিক্ত পড়ুয়াকে ভর্তি নিতে পারবে স্কুলগুলি। তারপরও যদি আরও পড়ুয়া ভর্তি করাতে হয়, অর্থাৎ ৪০০-র বেশি পড়ুয়া ভর্তি নিতে গেলে তখন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের আঞ্চলিক অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। একমাত্র ৪০০-র বেশি পড়ুয়া ভর্তি নিতে গেলে, তখনই সংসদের থেকে প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে স্কুলের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখা হবে। এই বিজ্ঞপ্তি ঘিরেই তৈরি হয়েছে বিতর্ক। তাহলে কি স্কুলে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো না থাকলেও, ক্লাসরুম-বেঞ্চ পর্যাপ্ত থাকুক বা না থাকুক শুধুমাত্র বিধায়ক-সাংসদের সুপারিশেই ভর্তি হয়ে যাবে পড়ুয়ারা? যদিও এ বিষয়ে নিজস্ব ব্যাখ্যা রয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদেরও। সংসদের তরফে সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানাচ্ছেন, ''ভোটের কারণে বর্তমানে ডিআই'রা খুবই ব্যস্ত। সেই কারণে এটিকে কিছুটা শিথিল করা হয়েছে। ৩০০-র বেশি এবং ৪০০-র কম পড়ুয়া ভর্তি করতে হলে ডিআই-এর সুপারিশ কিংবা বিধায়ক বা সাংসদের সুপারিশ লাগবে।''

৪৫ ঘণ্টা মৌনব্রত

কন্যাকুমারীতে ধ্যানে মগ্ন প্রধানমন্ত্রী

কন্যাকুমারী, ৩১ মেঃ ধ্যানে বসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। লোকসভা নির্বাচনের প্রচারপর্ব মিটতেই আধ্যাত্মিক যাত্রা প্রধানমন্ত্রীর। বৃহস্পতিবার তিনি তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারীতে অবস্থিত বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়ালে ধ্যান করতে বসেন। একটানা ৪৫ ঘণ্টা ধরে তিনি ধ্যান করবেন। আগামিকাল, ১ জুন তিনি ধ্যান ভঙ্গ করবেন। ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে প্রধানমন্ত্রীর ধ্যান করার ছবি ও ভিডিয়ো। আগামিকাল, ১ জুন সপ্তম তথা শেষ দফার ভোট গ্রহণ। বৃহস্পতিবার, ৩০ মে ভোট প্রচার শেষ হয়েছে। এরপরই ধ্যানে বসেন প্রধানমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার কন্যাকুমারীতে পৌঁছেই তিনি ভগবতী আম্মান মন্দিরে যান। সেখানে পুজো দেওয়ার পর বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়ালে ধ্যান মণ্ডপে ধ্যান করতে বসেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। গতকাল সন্ধে ৬টা ৪৫ মিনিট নাগাদ ধ্যানে বসেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তখন থেকে একটানা ধ্যানে বসে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আগামিকাল, ১ জুন সন্ধে পর্যন্ত ধ্যান করবেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট হওয়া ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, গেরুয়া বসনে, বিবেকানন্দের মূর্তির সামনে প্রধানমন্ত্রী মোদি বসে ধ্যান করছেন। হাতে জপমালা। এদিন সকালে প্রধানমন্ত্রীকে সূর্য নমস্কার করতেও দেখা যায়। কন্যাকুমারী দেশের শেষ প্রান্ত, সেখানে দাঁড়িয়েই সূর্যকে প্রণাম করে জলদান করেন নমো। জানা গিয়েছে, ধ্যানের সময় কোনও অন্ন গ্রহণ করবেন না প্রধানমন্ত্রী মোদি। সম্পূর্ণ তরল ডায়েটে থাকবেন তিনি। শুধুমাত্র ডাবের জল, আঙুরের জ্যুস ও অন্যান্য পানীয় পান করবেন। ৪৫ ঘণ্টার এই পুরো সময়টাই মৌন ব্রত পালন করবেন প্রধানমন্ত্রী। অন্যদিকে হস্পতিবার সন্ধ্যায় তিরুমালা পৌঁছে যান অমিত শাহ। তিরুপতি দেবস্থানমের এক্সিকিউটিভ অফিসার এ ভি ধর্ম রেড্ডি তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন। ভাকুলা গেস্ট হাউসে রাত্রিবাস করেন শাহ। শুক্রবার সকালেই তিরুপতি মন্দিরে পুজো দেন শাহ। এছাড়া তিরুমালা মন্দিরে অভিষেকম সেবাতেও অংশগ্রহণ করেন তিনি। শুক্রবার বিকেলে তিরুপতি এয়ারপোর্ট থেকে রাজকোট যাওয়ার কথা তাঁর। বৃহস্পতিবার সকালে সত্য গিরিশ্বর মন্দির ও কোট্টাই ভৈরাবর মন্দিরে পুজোও দেন অমিত শাহ।

শেষ দফায় শুধু বুথের পাহারায় ৯৬৭ কোম্পানি!

কমিশনের নজরে তিন কেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মেঃ আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। শনিবার শেষ দফায় ভোট হবে কলকাতা ও দুই ২৪ পরগনা জেলায়। এদফায় উত্তর কলকাতা, দক্ষিণ কলকাতা, দমদম, বারাসত, বসিরহাট, যাদবপুর, ডায়মন্ড হায়বার, মথুরাপুর ও জয়নগরে ভোট হবে। কমিশন সূত্রের খবর, শেষ দফায় রাজ্যের ৯টি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য শুধু বুথের পাহারায় থাকবে ৯৬৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। মোট বাহিনীর সংখ্যা ১০২০ কোম্পানি। অর্থাৎ নজিরবিহীন নিরাপত্তার ঘেরাটোপে অনুষ্ঠিত হবে শেষ দফার ভোট। কমিশনের বিশেষ নজর রয়েছে কলকাতা, বসিরহাট ও ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র। বাড়তি নজর থাকবে ভাঙড়েও। ফি বারই ভোটে উত্তপ্ত থেকেছে ভাঙড়। শুক্রবারও রাজনৈতিক সংঘর্ষের সাক্ষী থেকেছে এই তল্লাট। অশান্তি ঠেকাতে তাই ভাঙড়ের জন্য আলাদা করে মোতায়েন করা হয়েছে ১৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। এবারের ভোটের আগেই কলকাতা পুলিশ এলাকার সঙ্গে জুড়েছে ভাঙড়। ভাঙড় বিধানসভার বেশিরভাগটাই রয়েছে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে পাশাপাশি কিছু বুথ রয়েছে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে। শনিবার বারাসত পুলিশ জেলায় ৮১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি থাকছে ২৭১৬ জন রাজ্য পুলিশ। ব্যারাকপুর পুলিশ জেলায় মোতায়েন করা হয়েছে ৮১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। রাজ্য পুলিশ থাকছে ২৬৬২ জন। বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সন্দেশখালি বিধানসভার প্রতিও বাড়তি নজরদারি রেখেছে প্রশাসন। বসিরহাটে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকছে ১১৬ কোম্পানি। এছাড়াও ৩ হাজার ১২০ জন রাজ্য পুলিশ কর্মী থাকবেন। একভাবে বারুইপুর পুলিশ জেলায় ১৬০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী ও ৪৩৬৬ জন রাজ্য পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় ৫৯ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি রাজ্য পুলিশ থাকছে ২০৩৪ জন। ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলায় ১১০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি ৩হাজার ৯২৫ জন রাজ্য পুলিশ কর্মী থাকছে। এছাড়াও সুন্দরবন পুলিশ জেলায় ১১৪ কোম্পানি কেন্দ্রিয় বাহিনী ও ৩১৫৭ জন রাজ্য পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বুথের বাইরের ঝামেলা মেটাতেও নজিরবিহীনভাবে এবার মোট ক্যুইক রেসপন্স টিমের সংখ্যা ১৯৫৮টি। এরমধ্যে কলকাতা পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় ৬০০টি, বিধাননগর কমিশনারেট এলাকায় ৩২টি, বারাসাত পুলিশ জেলায় ৬৬টি, ব্যারাকপুর পুলিশ জেলায় ৬০টি, বারুইপুর পুলিশ জেলায় ১৪২টি, বসিরহাট পুলিশ জেলায় ১০৩টি, ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলায় ৯৭টি এবং সুন্দরবন পুলিশ জেলায় ১০৩ টি কিউআরটি রাখা থাকছে।

শিলিগুড়িতে জল নিয়ে হাহাকার! পুরসভার সামনে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩১ মেঃ পানীয় জলের হাহাকারকে ঘিরে শুক্রবার দুপুরে রণক্ষেত্রর চেহারা নিল শিলিগুড়ি পুরসভা চত্বর। গত কয়েকদিন ধরেই শিলিগুড়ি শহরে পানীয় জলের হাহাকার দেখা দিয়েছে। জলসঙ্কটের মোকাবিলায় পুরসভা এখন পর্যন্ত কী কী পদক্ষেপ করেছে, তা জানাতে শুক্রবার দুপুরে পুরসভায় সাংবাদিক বৈঠক ডেকেছিলেন মেয়র গৌতম দেব। মেয়রের সেই বৈঠক চলাকালীনই পুরসভার সামনে বিক্ষোভ শুরু করে বিজেপি। আন্দোলনকারীরা মেয়রের কুশপুতুলও নিয়ে এসেছিলেন। অভিযোগ, পুলিশ আন্দোলনকারীদের কাছ থেকে সেই কুশপুতুল ছাড়িয়ে নেয়। এরপরই পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন আন্দোলনকারীরা। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুরসভা চত্বরে তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয়। বিশৃঙ্খলার খবর পেয়ে মাঝপথে

সাংবাদিক বৈঠক থামিয়ে দেন মেয়র গৌতম দেব। বিজেপির অভিযোগ, মেয়রের নির্দেশেই শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে হামলা চালিয়েছে পুলিশ। ঘটনার প্রতিবাদে থানার সামনে অবস্থানে বসেছে বিজেপি। এ ব্যাপারে পুলিশের অবশ্য কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবারও পুরসভার সামনে ধুন্ধুমার কাণ্ড বেঁধেছিল। জলের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল সিপিএম। মেয়রকে দেখে 'চোর চোর' স্লোগানও ওঠে। মহানন্দার জল পরিশ্রুত করে সরবরাহ করা হয় শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকায়। সেই জলের মান নিয়ে সংশয় দেখা দেওয়ায় পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল। মঙ্গলবার রিপোর্ট হাতে আসার পরেই জানা যায় জলের মান খুবই খারাপ। তারপরেই পুরসভার সরবরাহ করা জল পান করতে বারণ করেন মেয়র। বিকল্প হিসাবে জলের পাউচ বিলি করা হচ্ছে শহর জুড়ে। সেই জল বিলিতেও দলবাজি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

সরকারি কর্মীর পদোন্নতির অধিকার সাংবিধানিক নয়, সংবিধানে কোনও বিধান নেই

রায় সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৩১ মেঃ পদোন্নতি সাংবিধানিক অধিকার নয়। সাফ জানাল সুপ্রিম কোর্ট। পদোন্নতির অধিকার নিয়ে একটি আবেদন জমা পড়েছিল সর্বোচ্চ আদালতে। তার রায়ে শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে এক বেঞ্চ বলে, পদোন্নতি নিয়ে সংবিধানে স্পষ্ট কিছু বলা নেই। আবেদনে সব সরকারি কর্মচারীর পদোন্নতিকে সাংবিধানিক অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়ার আর্জি জানানো হয়। সুপ্রিম কোর্ট রায়ে বলেছে, পদোন্নতি সাংবিধানিক অধিকার নয়। এটা সম্পূর্ণত আইনসভা ও নির্বাহী কর্মকর্তাদের বিষয়। কারণ সংবিধানের কোনও অংশে পদোন্নতির বাধ্যবাধকতা নিয়ে কিছু লেখা নেই। সরকারি কর্মচারীদের পদোন্নতির অধিকারের বিষয় আইনসভা, কেন্দ্রের ক্ষেত্রে সংসদ এবং রাজ্য সরকারের ক্ষেত্রে বিধানসভার এক্তিয়ারে পড়তে পারে। সংসদ ও বিধানসভাই এ সংক্রান্ত আইন পাশ করার অধিকারী। আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে না। সুপ্রিম কোর্ট নির্দিষ্ট করে জানিয়েছে, সংবিধানে কোনও বিধি লিপিবদ্ধ নেই সরকারি কর্মচারীদের পদোন্নতি নিয়ে। প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় বলেন, ''ভারতে সরকারি কর্মচারীদের পদোন্নতির অধিকার নিয়ে কোনও সাংবিধানিক অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া নেই। কার পদোন্নতি হবে বা হবে না এ নিয়ে পর্যালোচনাও করবে না সুপ্রিম কোর্ট।'' আইনসভা ও নির্বাহী বিভাগগুলির নিজস্ব এক্তিয়ার আছে পদোন্নতির বিষয়ে। কাজের ধরন, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং নিয়োগ সংক্রান্ত পদোন্নতি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী তারাই। তবে শীর্ষ আদালত এও বলেছে, এ ধরনের আবেদন একমাত্র বিবেচিত হতে পারে সংবিধানের ১৬ নম্বর ধারা অনুসারে। যেখানে সরকারি দফতরে সব কর্মীকে সমানাধিকারের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সমদৃষ্টিতে সমান ব্যবহারের অধিকার প্রয়োগ করে আবেদন করা যেতে পারে। সিনিয়রিটি কাম মেরিট এবং মেরিট কাম সিনিয়রিটির ধারণা নিয়েও সুপ্রিম কোর্ট বলেছে। সম্প্রতি একটি রায়ে প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ বলেছে, কর্মীদের পদোন্নতি হয়ে থাকে সাধারণত অভিজ্ঞতার নিরিখে। কারণ আশা করা হয় যে, একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাজের অভিজ্ঞতা তাঁর দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে। শুধু তাই নয়, এই পদ্ধতি কর্মক্ষেত্রে স্বজনপোষণের সম্ভাবনা রোধ করতে পারে।

বাংলায় পা রাখছে বর্ষা

আগামী চার-পাঁচদিন কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মেঃ রাতে তুমুল বৃষ্টির পর সকাল থেকেই মুখ ভার আকাশের। ঝিরিঝিরি বৃষ্টিও চলছে। এদিকে রাতভর বৃষ্টিতে সাময়িক গরম কমল দক্ষিণবঙ্গে। হাওয়া অফিস বলছে, কলকাতায় ৬.৫ ডিগ্রি কমল সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। একদিন আগে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৩০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শুক্রবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৩.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সকালের আপডেট বলছে আলিপুরে বৃষ্টির পরিমাণ ৫৩.৬ মিলিমিটার। আর এদিন হাওয়া অফিস দিল বড় সুখবর, বাংলায় বর্ষার যাত্রা শুরু। ৭ দিন আগেই বর্ষা চলে এল উত্তরবঙ্গে। গোটা দার্জিলিং, কালিম্পংয়ে শুরু বর্ষার বৃষ্টি। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারেও পা রেখেছে বর্ষা। দুই দিনাজপুরের কিছুটা অংশেও বর্ষার আগমন দেখা গিয়েছে। বর্ষা ঢুকে পড়েছে সিকিমেও। সাধারণত জলপাইগুড়িতে বর্ষা আসার কথা ৭ জুন। কিন্তু, এক সপ্তাহ আগেই শুরু বর্ষার বৃষ্টি। আগামী ৩-৪ দিন উত্তরে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। তবে দক্ষিণবঙ্গে আপাতত বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টি চলবে, এমনটাই জানাচ্ছেন হাওয়া অফিসের কর্তারা। শনিবার দুই বর্ধমান ও বীরভূমে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। তবে বৃষ্টি হলেও দক্ষিণে ভ্যাপসা গরমও থাকবে। ইতিমধ্যেই প্রাক বর্ষার বৃষ্টিতে ভিজতে শুরু করেছে কলকাতা। বৃহস্পতিবার রাত থেকেই দফায় দফায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তাতে এক ধাক্কা বড়সড় পারাপতন দেখা গিয়েছে। আগামী চার থেকে পাঁচদিন কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকাতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। হাওয়া অফিস বলছে, বর্তমানে একটি অক্ষরেখা রয়েছে উত্তর প্রদেশ থেকে থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত। যেটি মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে গিয়েছে। ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে অসম, উত্তর প্রদেশের উপর। এদিকে বৃহস্পতিবারই ভারতের মূল ভূখণ্ডে ঢুকে পড়েছে মৌসুমী বায়ু। অন্যদিকে আবার তিন দিন আগেই আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে পা রেখেছে বর্ষা। এবার ভিজবে বাংলা।

রেমাল পরবর্তী ধাক্কা কাটাতে বাংলা ও উত্তর-পূর্বের পাশে মোদি

নয়াদিল্লি, ৩১ মেঃ ঘূর্ণিঝড় রেমাল পরবর্তী দুর্যোগে বাংলাসহ একাধিক রাজ্যে ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও অসম, মনিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম ও ত্রিপুরায় রেমাল পরবর্তী ধাক্কায় ঝড়বৃষ্টি হয়েছে প্রচুর। বাংলা-সহ উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলির এই পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। এক্স হ্যান্ডেলে উদ্বেগ প্রকাশ করে, ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য প্রার্থনা করছেন মোদি। প্রধানমন্ত্রী আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন, পরিস্থিতির উপর তিনি নজর রাখছেন। বিপর্যয়ের ধাক্কা কাটাতে রাজ্যগুলিকে এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে প্রয়োজনীয় সবরকম সাহায্যের বার্তাও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ঘূর্ণিঝড় রেমাল ল্যান্ডফলের আগে থেকেই পরিস্থিতির উপর নজর রেখে যাচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ঘূর্ণিঝড় রেমাল কোন পথে এগচ্ছিল, কী পরিস্থিতি রয়েছে উপকূলীয় এলাকায়, সব কিছুর উপর নজর রাখছিলেন তিনি। রেমালের দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি নিয়ে দিল্লিতে গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠকে বসেছিলেন মোদি। প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সচিব, ক্যাবিনেট সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর ডিজি-সহ আরও একাধিক শীর্ষ পদাধিকারীরা উপস্থিত ছিলেন ওই বৈঠকে। সেদিনের বৈঠকেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে প্রধানমন্ত্রী বার্তা দিয়েছিলেন, পরিস্থিতির উপর সর্বক্ষণ নজর রাখার জন্য। এনডিআরএফ-কেও আরও টিম প্রস্তুত রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন মোদি। যাতে প্রয়োজন হলে এক ঘণ্টার মধ্যে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী সেই টিম মোতায়েন করতে পারে।

গাঙ্গুলিবাগানে আক্রান্ত 'সিপিএম', পুলিশের সঙ্গে তর্কাতর্কি সৃজনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মেঃ ভোটের আগের দিন যাদবপুরে দফায় দফায় উত্তেজনা। সিপিএম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্যের এজেন্টের স্বামীকে মারধরের অভিযোগ। গাঙ্গুলিবাগানে তিন বাম কর্মীকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। পোলিং এজেন্টের ফর্মও ছিঁড়ে ফেলা হয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গেলে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন তৃণমূল কর্মীরা। সিপিএমের অভিযোগ, নির্বাচনের দিন ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর পাটুলি থানার অধীনের সমস্ত এলাকায় একের পর এক অশান্তির খবর আসছে। ক্যান্সার আক্রান্তকে মারধর করা হয়েছে, তারপর আবার তাঁর নামেই থানায় ডায়েরি হয়ে যাচ্ছে। শুক্রবার সকালে প্রণব দাস ও শান্তিরঞ্জন সাহা নামে দুই সিপিএম কর্মী পাড়ার মধ্যেই আক্রান্ত হয়েছেন বলে

অভিযোগ। সকালের এই ঘটনার পর দুপুরের আরেক দফায় উত্তেজনা ছড়ায়। অজিত সেন, আশুতোষ মল্লিকদেরও মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। পোলিং প্যাকেটও ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। সিপিএম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্যের বক্তব্য, ''এই জায়গার মানুষকে ভোট দিতে দেবে না, এরকম একটা পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে। ওরা বুঝতে পারছে না যে ওরা এটা করে উঠতে পারবে না। মানুষ সঙ্গে আসে। কালকে এখানে ভাল করে ভোট হবে।'' পুলিশের বিরুদ্ধেও নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছেন তিনি। যদিও এই নিয়ে তৃণমূলের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে পাটুলিতেও সিপিএম কর্মীদের মারধরের অভিযোগ উঠেছিল। ওই প্রসঙ্গ টেনে সৃজন বলেন, ''সে সময় এক দুষ্কৃতীকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। পুলিশের উচিত ছিল অভিযুক্তর সঙ্গে আর কে বা কারা রয়েছে, তাদের খুঁজে বের করে গ্রেফতার করা। কিন্তু পুলিশ অপরাধীদের আশ্রয় দিচ্ছে।''

'তৃণমূল কর্মীরা জানেন কোথায় কোন মিক্সচার দিতে হবে', ভোটের আগে ফের ফর্মে মদন মিত্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মেঃ শেষ দফা ভোটের আগে জেগে উঠলেন মদন মিত্র। নির্বাচনী প্রচারে এবার তাঁকে দেখা যায়নি। কিন্তু ভোটের আগের দিন হঠাৎ করে ফের ফর্মে দেখা গেল তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ককে। কামারহাটির বিধায়কের মুখে শোনা গেল দমদম দাওয়াইয়ের কথা। মদন মিত্র এদিন বলেছেন, তৃণমূল কর্মীরা জানেন কোথায় কি দাওয়াই দিতে হবে। কোথায় কোন মিক্সচার দিতে হবে সেটা তৃণমূল কর্মীরা জানেন। মদন মিত্রের এই মন্তব্যের পরেই রাজনৈতিক পারা চড়েছে। এদিকে আবার বরানগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষের মুখে শোনা গেল কেষ্টর চড়াম চড়াম দাওয়াই। মদন মিত্র বলেছেন, ''দমদম মানে দাওয়াই ধোলাই তো বলছি না। তবে কোথায় কোন মিক্সচার দিতে হবে তা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা ভাল করে জানেন।'' এমনকী কেন্দ্রীয় বাহিনী বেশি বাড়াবাড়ি করলে তাকে শিক্ষা দিতেও ছাড়বে না তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মদন মিত্র। এর আগে একুশের বিধানসভা ভোটেও একাধিক বিতর্কিত মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছিল মদন মিত্রকে। লোকসভা ভোটের একেবারে শেষ পর্যায়ে ফের ফর্মে দেখা গেল মদন মিত্রকে। তিনি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ওআরএস দাওয়াই দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। মদনের একটি বার্তাতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। বিজেপি কটাক্ষ করে বলেছেন, বেশ তো গান বাজনা নিয়ে

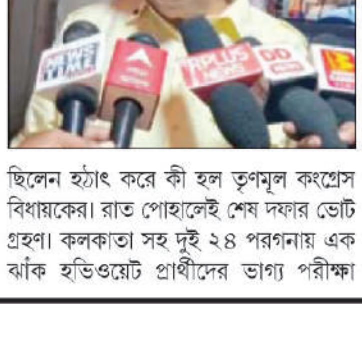

ছিলেন হঠাৎ করে কী হল তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়কের। রাত পোহালেই শেষ দফার ভোট গ্রহণ। কলকাতা সহ দুই ২৪ পরগনায় এক ঝাঁক হভিওয়েট প্রার্থীদের ভাগ্য পরীক্ষা আগামীকাল। কলকাতাবাসী আগামীকাল ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। দমদম লোকসভা কেন্দ্রে এবারও প্রার্থী সৌগত রায়। সৌগত রায়ের সঙ্গে মদন মিত্রের খুব একটা যে সদভাব আছে তা নয়। মদন মিত্রকে দেখাও যায়নি সৌগত রায়ের প্রচারে। এমনকী কামারহাটিতেও তাঁকে দেখা যায়নি তেমন প্রচার মিছিলেন। হঠাৎ করে গতকাল ফের ফর্মে দেখা গিয়েছে তাঁকে। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে হুঁশিয়ার করে মদন মিত্র বলেছেন, ''কেন্দ্রীয় বাহিনী, তারাও তো মানুষ। মানুষ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে আমি তাঁকে ওআরএস দেওয়ার পক্ষে। কেন্দ্রীয় বাহিনী যদি মনে করে বড় বড় ওই লাঠি দিয়ে, স্টেইন গান দেখিয়ে আমাদের স্টলে এসে বলবে ওআরএস দাও, তাই হয় নাকি! লাঠি দেখিয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা করলে, সেই লাঠি কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা তৃণমূলের ছেলেদের আছে।'' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য শেষ দফার ভোটের বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। ৯৬৭ কোম্পানি বাহিনী তিন জায়গায় মোতায়েন থাকে। তার সঙ্গে বুথে বুথে ওয়েব কাস্টিং নিয়েও কড়া নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ক্যামেরা বন্ধ হয়ে গেলে ভোট বন্ধ হয়ে যাবে বলে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রিসাইডিং অফিসারকে। এবং ওয়েব কাস্টিং করার দায়িত্ব প্রিসাইডিং অফিসারের। কোনও কারণে ক্যামেরা বন্ধ হলে জবাব দিতে হবে প্রিসাইডিং অফিসারকে।

মোদী থেকে অনুরাগ, অন্তিম দফার ভোটে ভাগ্য নির্ধারণ একঝাঁক তারকা প্রার্থীর

নয়াদিল্লি, ৩১ মে ঃলোকসভা নির্বাচনের সপ্তম তথা অন্তিম দফায় আগামী ১ জুন, শনিবার ৯০৪ জন প্রার্থীর ভাগ্যপরীক্ষা। এই ৯০৪ জন প্রার্থীর মধ্যে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, শনিবার ভাগ্যপরীক্ষা হবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুরেরও। বারাণসীতে হবে মোদীর ভাগ্যপরীক্ষা। এই পর্বে অন্যান্য তারকা প্রার্থীরা হলেন - গোরক্ষপুরের বিজেপি প্রার্থী রবি কিশান। পাটনা সাহিবের বিজেপি প্রার্থী রবিশঙ্কর প্রসাদ। বিহারের পাটলিপুত্রের আরজেডি প্রার্থী মিসা ভারতী। হিমাচল প্রদেশের হামিরপুরের বিজেপি প্রার্থী অনুরাগ সিং ঠাকুর, এই রাজ্যের মান্ডি আসনের বিজেপি প্রার্থী কঙ্গনা রানাউত। পশ্চিমবঙ্গের ডায়মন্ড হারবার আসনের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। বারাণসীঃনরেন্দ্র মোদী (বিজেপি), অজয় রাই (কংগ্রেস) গোরক্ষপুরঃ রবি কিশান (বিজেপি), কাজল নিষাদ (সমাজবাদী পার্টি)। চান্দাউলিঃমহেন্দ্র নাথ পান্ডে (বিজেপি) পাটনা সাহিবঃরবিশঙ্কর প্রসাদ (বিজেপি)। পাটলিপুত্রঃমিসা ভারতী (আরজেডি), রাম কৃপাল যাদব (বিজেপি)হামিরপুরঃঅনুরাগ ঠাকুর (বিজেপি)। মান্ডিঃকঙ্গনা রানাউত (বিজেপি) ডায়মন্ড হারবারঃঅভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (তৃণমূল কংগ্রেস)। কলকাতা উত্তরঃ তাপস রায় (বিজেপি), সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (তৃণমূল কংগ্রেস)। বারাসাতঃকাকলি ঘোষ দস্তিদার (তৃণমূল কংগ্রেস), স্বপন মজুমদার (বিজেপি)। বসিরহাটঃরেখা পাত্র (বিজেপি), হাজী নুরুল ইসলাম (তৃণমূল কংগ্রেস) চণ্ডীগড়ঃমনীশ তিওয়ারি (কংগ্রেস), সঞ্জয় টান্ডন (বিজেপি)।

'রুদ্রম ২'-এর পরীক্ষা সফল!শত্রুর বুকে ভয় ধরিয়ে রাডার বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রের সফল উৎক্ষেপণ

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি রাডার বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষায় সাফল্য পেল ভারতের 'গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা' (DRDO)। ওড়িশার চাঁদিপুর উপকূলে রুদ্রম-২ (Rudram II)-এর সফল উৎক্ষেপণে শুভেচ্ছা জানালেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং (Rajnath Singh)।অ্যান্টি র‍্যাডিয়েশন সুপারসনিক এই মিসাইল সুখোই ৩০এমকেআই যুদ্ধবিমান থেকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তাতেই সাফল্য পেয়েছে ভারত। চিন বা পাকিস্তানের যে কোনও রাডারকে এক পলকে গুঁড়িয়ে দিতে পারে এই মিসাইল। রুদ্রম-১ এর পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ চার বছর আগে করা হয়েছিল। এবার রুদ্রম ২ নিয়ে গর্ব বোধ করবে ভারতবাসী। ডিআরডিও জানিয়েছে, যে যে বিষয়ে এই মিসাইল পরীক্ষা করা হয়েছে তার সবকটিতে সফল হয়েছে এটি। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আছড়ে পড়া, লক্ষ্যমাত্রা স্থির রাখা, প্রপালশন সিস্টেম সহ একাধিক পরীক্ষা করা হয়েছে এই মিসাইলের। শত্রু শিবিরের রাডার, ট্র্যাকিং সিস্টেম ধ্বংস করতে পারদর্শী এই মিসাইল। শুভই নতুন আগ্নেয়াস্ত্রের সফল পরীক্ষা নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, ''এটা দেশের জন্য বিরাট সাফল্য।'' দেশও প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে পরনির্ভরতা ধীরে ধীরে কাটিয়ে ফেলছে এবং এখন থেকে আরও বেশি স্বনির্ভরতার দিকে এগোচ্ছে বলেও মনে করছেন তিনি। প্রসঙ্গত, বর্তমানে ভারত রাশিয়ার তৈরি অ্যান্টি র‍্যাডিয়েশন মিসাইল 'কেএইচ ৩১' ব্যবহার করছে। 'রুদ্রম ২' এবার সেই মিসাইলের জায়গায় আসতে চলেছে।ডিআরডিও-র তরফে জানানো হয়েছে, আকাশ থেকে নিক্ষেপ করা এই মিসাইল নানা দিক থেকে শত্রুঘাঁটির একাধিক সিস্টেমকে নিমেষে ধ্বংস করে দিতে পারে। ১০০ কিলোমিটারেরও বেশি রেঞ্জ রয়েছে এর, শত্রু পক্ষের রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি এবং রাডার থেকে সংকেত নিতে পারে এই মিসাইল। একই সঙ্গে, নির্দিষ্ট কোনও উচ্চতা নয়, 'রুদ্রম ২' বিভিন্ন উচ্চতা থেকে নিক্ষেপ করা যেতে পারে।

এবার জিআই ট্যাগ পাওয়ার চেষ্টা চলছে বারুইপুরের পেয়ারা,দুই জায়গায় হবে ফ্রুট প্রসেসিং হাব

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ' পেয়ারা সব জায়গায় সমাদৃত। এই পেয়ারার জিআই ট্যাগ পাওয়ার জন্য চেষ্টা চলছে। আমরা করব। এর আগে জয়নগরের মোয়া জিআই পেয়েছে। পেয়ারার রপ্তানি বাড়াতে হবে।' বারুইপুরের ফুলতলায় সাগর সঙ্ঘের মাঠে এক সভায় এ কথা বলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, 'সাগরের তরমুজ, লঙ্কা বিখ্যাত। বারুইপুরের পেয়ারাও রয়েছে। তাই বারুইপুরে, সাগরে হবে ফ্রুট প্রসেসিং হাব। বারুইপুরের পাশাপাশি কৃষকেরা এর সুবিধা পাবেন। আর সাগরে হলে কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমার মানুষও উপকৃত হবেন। বারুইপুরে কোল্ড স্টোরেজও নির্মাণ করা হবে। যাতে সব ফল, সবজি ভালো থাকে।' আর এই গোটা বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী দলের বিধায়ক তথা বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখতে বলেন।একটি বেসরকারি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্য অনুসারে, বারুইপুরের ১৯টি পঞ্চায়েতে এলাকার বেশিরভাগেই রয়েছে পেয়ারা চাষের রমরমা। চাষিরা কেউ জমি লিজ নিয়ে, তো কেউ আবার নিজস্ব জমিতে পেয়ারা চাষ করেন। উৎপাদিত পেয়ারা বিক্রির জন্য নিয়ে যাওয়া হয় বারুইপুরের কাছারি বাজার বা কুলপি রোডে। সামনেই পেয়ারার ভরা মরশুম। ফলে ব্যাপকভাবে বেচাকেনাও শুরু হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে মরশুম শুরুর ঠিক আগেই মুখ্যমন্ত্রীর মুখে এই কথা শোনার পর, খুব স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বাস চাষিদের মধ্যে। চাষিদের অনেকেই মনে করছেন, আগে থেকেই বারুইপুরের পেয়ারার চাহিদা ক্রেতাদের মধ্যে রয়েছে। স্থানীয় চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী জেলা, এমনকী ভিন রাজ্যেও এখানকার পেয়ারা রফতানি করা হয়। সেক্ষেত্রে জিআই ট্যাগ পেলে তা রফতানিতে আরও সুবিধা হবে বলেই মনে করছেন চাষিরা।এর আগে ২০২২ সালে জিআই ট্যাগ পায় দক্ষিণ ২৪ পরগনারই জয়নগরের মোয়া। সেই সময় জয়নগরের শিবনাথ শাস্ত্রী ভবনে ৪৯ জন মোয়া কারিগরের হাতে জিআই শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। এলাকার সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল জিআই স্বীকৃতির জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনিই কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরবর্তীতে চলতি বছরের শুরুতেই জিআই ট্যাগ পেয়েছে সুন্দরবনের মধুও। আর এবার বারুইপুরের পেয়ারার জন্যও সেই চেষ্টা চলছে বলে জানা গেল মুখ্যমন্ত্রীর মুখ থেকে।

মিছিল শেষে কুণাল-সুদীপকে আলাদা ডেকে কী বললেন মমতা !

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ লোকসভা নির্বাচনের মধ্যে বারবার সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কুণাল ঘোষের সম্পর্ক সংবাদের শিরোনাম উঠে এসেছে। বারংবার বিতর্কে জড়ানোর কারণে নেওয়ার কারণে শেষ পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদকের পদও হারাতে হয়েছে কুণাল ঘোষকে। এই আবহেই বুধবার পদযাত্রা শেষে প্রকাশ্যে কুণাল ঘোষকে ডেকে আলাদা করে কথা বললেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেখানে হাজির ছিলেন উত্তর কলকাতার তৃণমূল প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ও। সুদীপের সামনেই কুণালকে ডেকে খোদ দলনেত্রী কী কথা বলা যে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ, তাই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ ।গতশনিবার শেষ দফায় ভোট রয়েছে কলকাতার দুই কেন্দ্রে । তার আগে গত বুধবার শ্যামবাজার থেকে বিবেকানন্দের বাড়ি পর্যন্ত মিছিল করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মিছিল শেষেই হঠাৎ করে তিনি ডেকে নেন কুণাল ঘোষকে। যখন এই ঘটনা ঘটছে সেই সময় মুখ্যমন্ত্রীর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন উত্তর কলকাতার তৃণমূল প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ও। কুণাল রাস্তার উল্টো দিকে দাঁড়িয়েছিলেন। দলনেত্রী তাঁর খোঁজ করছে জানতে পেরে তড়িঘড়ি সেখানে হাজির হন কুণাল। এরপরই দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কুণাল ঘোষকে কিছু কথা বলছেন। দলনেত্রী কী বলেছেন তা নিয়ে অবশ্য সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বা কুণাল ঘোষের কেউই মুখ খোলেননি। তবে তৃণমূল সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে, উত্তর কলকাতার লড়াইয়ে দু'জনকে মিলে কীভাবে আসন জেতা যায় তার পরিকল্পনা করতে বলেছেন নেত্রী। আর নির্বাচনের ঠিক আগের মুহূর্তে দলনেত্রী স্বয়ং যে পদক্ষেপ নিলেন তা যদি বাস্তবিক হয়, তবে তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে তৃণমূল।লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন কুণাল ঘোষ ও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্কে একটা শীতলতা যে তৈরি হয়েছিল এমনটা মনে করেন রাজনৈতিক মহলের অনেকেই। নির্বাচনের আগে দলনেত্রীর উত্তাপকের পাশে নিয়ে সেই দূরত্ব কাটানোর চেষ্টা করেছেন বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।দলের তরফ থেকে যখন কুণালের রাজ্য সাধারণ সম্পাদকের পদ কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তখন তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিলেন, দরকার নেই তাঁর পদ। তাঁর নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তৃণমূলের সৈনিক। এই অবস্থায় তিনি দলের হয়েই কাজ করবেন বলেও জানিয়েছিলেন কুণাল। এরপর পদ ছাড়াই দলের হয়ে যথারীতি কাজ করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। এদিন দলনেত্রী ডেকে তাঁকে এই বার্তা দেওয়া অবশ্যই এক্ষেত্রে একটা বড় প্রাপ্তি বলেই মনে করছে তৃণমূল। এখন দেখার দলনেত্রীর সুদীপ এবং কুশালের সঙ্গে এই সামান্য সময়ের বৈঠক ভোট বাক্সে তৃণমূল কংগ্রেসকে কোনও বাড়তি সুবিধা করে দেয় কি না !

ওয়েবকাস্টিং ক্যামেরা বন্ধ থাকলে সপ্তম দফায় নয়, কঠোর সিদ্ধান্ত কমিশনের

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ সপ্তম তথা শেষ দফার ভোটে ওয়েবকাস্টিংয়ের উপর আরও জোর দিল নির্বাচন কমিশন। কমিশন সূত্রে খবর, আজ,শনিবার বুথে ওয়েবকাস্টিংয়ের ক্যামেরা বন্ধ থাকলে ভোটগ্রহণও বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। ভোটগ্রহণ পর্বে ক্যামেরা যে চলছে, তা নিশ্চিত করতে হবে প্রিসাইডিং অফিসারকে। এ নিয়ে কোনও গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না বলেও জানিয়েছে কমিশন। কোনও কারণে ওয়েবকাস্টিং বন্ধ হলে তার উপযুক্ত জবাব দিতে হবে সংশ্লিষ্ট প্রিসাইডিং অফিসারকে। বিজেপির দাবি, সপ্তম দফায় ওয়েব কাস্টিং বন্ধ থাকলে সেই বুথে ভোট বন্ধ রাখতে হবে।ষষ্ঠ দফায় তমলুকে তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্যের ওয়েব কাস্টিংয়ের তথ্য বাইরে আসা নিয়ে মুখ পুড়েছিল কমিশনের। যা নিয়ে রিপোর্ট চেয়েছিল দিল্লি। এর প্রেক্ষিতে কমিশনের নির্দেশ, ওয়েব কাস্টিং বন্ধ থাকলে তার যাবতীয় দায় প্রিসাইডিং অফিসারের। সে ক্ষেত্রে কর্তব্যে গাফিলতি প্রমাণিত হলে ওই অফিসারকে তক্ষণা সরিয়ে দেওয়া ছাড়াও ডিসিপ্লিনারি একশন নেওয়া হবে। কমিশনের নির্দেশ, ওয়েব কাস্টিংয়ে কোনও গোলযোগ হলে সঙ্গে সঙ্গে তা জানাতে হবে সংশ্লিষ্ট এজেন্সি এবং সেক্টর অফিসারকে। না হলে কর্তব্যে গাফিলতির দায়ে অভিযুক্ত হবেন প্রিসাইডিং অফিসার।এদিকে, সাধারণ ও বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক ছাড়াও লোকসভা কেন্দ্র প্রতি তিনজন করে পর্যবেক্ষক রয়েছে নির্বাচন কমিশনের। তারপরও কোনও ঝুঁকি না নিয়ে সপ্তম দফায় বাড়তি নজরদার হিসাবে আরও আট আইপিএস আধিকারিককে নিয়োগ করল নির্বাচন কমিশন। বসিরহাট ও বারুইপুর পুলিশ জেলায় এই আট আইপিএস কর্তাকে রাখা হচ্ছে বলে কমিশন সূত্রে খবর। কমিশন জানাচ্ছে, বসিরহাট পুলিশ জেলায় থাকবেন ছয় পুলিশ কর্তা।তাঁরা হলেন ডিআইজি-সিকিউরিটি আভারু রবীন্দ্রনাথ, ডিআইজি-রায়গঞ্জ সুধীর নীলকণ্ঠ, পূর্ব বর্ধমানের অতিরিক্ত এসপি রাহুল পাণ্ডে, পূর্ব মেদিনীপুরের অতিরিক্ত এসপি নিখিল আগরওয়াল, ডিএসপি-রানাঘাট লাল্টু হালদার, ডিএসপি পশ্চিম মেদিনীপুর দেবরাজ ঘোষ। বারুইপুর পুলিশ জেলায় থাকবেন শিলিগুড়ি পুলিশের ডিসি বিশ্বচাঁদ ঠাকুর ও আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশের ডিসি ধ্রুব দাস।

শনিবার ভোট,শুক্রবার থেকেই বাসের দেখা নেই কলকাতায়, শুধুই কী নেপথ্যে ভোটের হাত, নাকি অন্য কারণ?

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ রাত পোহালেই সপ্তম তথা শেষ দফার ভোট। এ দফায় ভোট হবে কলকাতা এবং দুই ২৪ পরগনা জেলার ৯টি আসনে। ভোটকে ঘিরে প্রশাসনের অন্দরে যুদ্ধকালীন তপরতা। ভোটের কাজের জন্য গত বুধবার থেকেই তুলে নেওয়া হয়েছে একাধিক বাস।ফলে ২৯ মে থেকেই শহর কলকাতায় কমছিল বাসের সংখ্যা। শুক্রবার সকাল থেকে রাস্তায় বাস প্রায় নেই বললেই চলে। ধর্মতলা, উল্টোডাঙা, রুবি, রাসবিহারী-সহ শহরের প্রধান কেন্দ্রগুলিতে সকাল থেকেই বাসের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে দেখা গিয়েছে নিত্যযাত্রীদের। হাতে গোনা যে কটি বাস শহরে চলছে, এদিন দুপুরের পর থেকে তাও চলবে কিনা সন্দেহ। বিশেষত, মিনিবাসের দেখা নেই শহরের রাস্তায়।গত শুক্রবার পৌনে ১২টা নাগাদ রুবি মুখী একটি সরকারি বাসের কনডাক্টর জানালেন, রুবিতে যাত্রীদের নামিয়ে কসবার গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামে রিপোর্টিং করতে হবে। আপাতত ৪ তারিখ পর্যন্ত ভোটের কাজেই আমরা ব্যস্ত থাকব।শনিবার ভোট হবে কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ, বারাসত, বসিরহাট, দমদম, যাদবপুর, ডায়মন্ডহারবার, মথুরাপুর এবং জয়নগর। সূত্রের খবর, শেষ দফার ভোটকে ঘিরে কলকাতা থেকে প্রায় দেড় হাজার বাস মিনি বাস তুলে নেওয়া হয়েছে বলে খবর। ফলে রাস্তায় বেরিয়ে নাকাল হতে হচ্ছে নিত্য যাত্রীদের। বাস কমে যাওয়ায় ভিড় বেড়েছে ট্রেন, মেট্রো এবং লঞ্চে।তবে অনেকের গন্তব্যে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে ভরসা কেবল বাস ও অটো। মূলত, তাঁরাই বেশি সমস্যায় পড়েছেন। ভোটকে ঘিরে অশান্তির আশঙ্কায় গত শুক্রবার থেকেই শহরে কমেছে অটোর সংখ্যাও। শনিবার আদৌ শহরের রাস্তায় নিত্যযাত্রীদের জন্য অটো চলবে কি না, তা নিয়েও সংশয় রয়েছে। ফলে প্রতিবারের মতো এবারেও ভোটের শহরে বাস-অটোর অনুপস্থিতিতে চরম দুর্ভোগে যাত্রী সাধারণ। ৪ জুন রয়েছে গণনা। তার আগে বাস-অটো চলাচল স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভবনা নেই বললেই চলে।

ওড়িশার সুন্দরগড়ে অস্বাভাবিক মৃত্যু ১৬ জনের, দাবদাহে প্রাণহানি বলেই সন্দেহ

রৌরকেলা, ৩১ মে ঃ ওড়িশার সুন্দরগড় জেলায় অস্বাভাবিক মৃত্যু হল ১৬ জন রোগীর। দাবদাহে এই প্রাণহানি বলেই সন্দেহ করা হচ্ছে। শুক্রবারই রৌরকেলা সরকারি হাসপাতালে (আরজিএইচ) আরও দুই রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এর ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৬। রৌরকেলার এই হাসপাতালেই মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের, সবমিলিয়ে সুন্দরগড় জেলায় ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে।আরজিএইচ-এর সুপার সুধারানি প্রধান জানিয়েছেন, ৮ জনকে মৃত অবস্থায় আনা হয়, হাসপাতালে পৌঁছনোর পর আরও দু'জন মারা যান। তাঁরা হিটস্ট্রোকে মারা গিয়েছেন কি-না, তা এখনই বলা সম্ভব নয়। রৌরকেলা সরকারি হাসপাতালে (আরজিএইচ) ১০ জন মানুষ গিয়েছেন, তাও আবার ৬ ঘণ্টার মধ্যে। পরে আরও দু'জন মারা যান এই হাসপাতালে। গরমে অসুস্থ হয়ে এই মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। আরও ২৩ জন সঙ্কটজনক অবস্থায় রৌরকেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

দেশে ফিরতেই গ্রেফতার প্রজ্বল, দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার মাসখানেক পর পাকড়াও

বেঙ্গালুরু, ৩১ মে ঃ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার প্রায় মাসখানেক বাদে ফিরতেই গ্রেফতার হল জেডিএস-এর সাসপেন্ডেড সাংসদ তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবগৌড়ার নাতি প্রজ্বল রেভান্না। শতাধিক মহিলাকে ধর্ষণ-যৌন নিগ্রহের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। একের পর এক মহিলা প্রজ্বলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। দলীয় কর্মী থেকে, সরকারি কর্মচারী এমনকি বাড়িতে কর্মরত মহিলারাও প্রজ্বলের থেকে নিস্তার পাননি বলে অভিযোগ।কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পরমেশ্বর বলেছেন, প্রজ্বল রেভান্না বৃহস্পতিবার রাত ১২.৫০ মিনিটে জার্মানি থেকে এসেছে। তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে, আইনিভাবে যা করা দরকার কর্তৃপক্ষ তা করবে। আমি গতকাল শিমোগা থেকে এসেছি। আমি এখনও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলিনি। তাঁরা আইন অনুযায়ী যা করতে হয .তাই করবে।

বন্ধ ডায়মন্ড হারবার-কুকড়াহাটি ফেরি সার্ভিস! কবে শুরু স্বাভাবিক পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ সাময়িকভাবে ডায়মন্ড হারবার-কুকড়াহাটি ফেরি পরিষেবা বন্ধ থাকায় চিন্তার ভাঁজ পড়েছে যাত্রীবর্গের কপালে। প্রতিদিন বহু মানুষ নিত্য কাজে এই জলপথের পরিষেবা গ্রহণ করে থাকেন। পূর্ব মেদিনীপুরের বহু মানুষ যে ফেরি সার্ভিস গ্রহণ করে থাকেন তার মধ্যে অন্যতম কুকড়াহাটি। হলদিয়া শিল্পাঞ্চল শহর থেকে ডায়মন্ড হারবার পর্যন্ত তা চলাচল করে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে বহু মানুষ এই ফেরি সার্ভিসের মাধ্যমে হলদিয়া শিল্পাঞ্চলে কাজ করে যান। স্বাভাবিকভাবেই এই ফেরি পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে চিন্তায় রয়েছেন অনেকেই।জানা গিয়েছে গত বুধবার বিকেল থেকেই কর্তৃপক্ষ এই ফেরি পরিষেবা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রেখেছে। ফলে বর্তমানে দুই জেলার বাসিন্দারা চিন্তিত রয়েছেন ফের পুনরায় কবে ফেরি পরিষেবা কবে সচল এবং স্বাভাবিক হবে তা নিয়ে। কুকড়াহাটি ফেরি পরিষেবা সুতাহাটা থানার অন্তর্ভুক্ত। ফেরি পরিষেবাটি বন্ধ রাখা প্রসঙ্গে সুতাহাটা থানার অফিসার ইন চার্জ সৌমিত্র দে বলেন যে, 'ডায়মন্ড হারবারের মহকুমা শাসকের তরফে হলদিয়া মহকুমা শাসককে জানানো হয়েছে, ডায়মন্ড হারবারের জেটি ঘাটটি নদীর জোয়ারের জলের স্রোতে ভেঙে গিয়েছে। তাই জেটি ঘাটটিকে ফেরি চলাচলের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে। তা মেরামতের কাজ শেষ হলে পুনরায় ফেরি সার্ভিস চালু হবে।'জেটি ঘাটটি যাতে দ্রুত সারানো হয় সেই জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রতিদিন হলদিয়া শিল্পাঞ্চল এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় যাতায়াতের জন্য বহু মানুষ এই ফেরি সার্ভিসটি ব্যবহার করে থাকেন। জেটি ঘাটটি দ্রুত ঠিক না হলে চালু করা যাবে না এই ফেরি পরিষেবা। ফলে বিপাকে পড়তে পারেন বহু মানুষ।আগামী ১ জুন রাজ্যে সপ্তম দফা নির্বাচন। এদিন রাজ্যে নয়টি কেন্দ্রে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। অন্যান্য কেন্দ্রগুলির সঙ্গে এদিন ডায়মন্ড হারবারেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ফলে ভোটের আগে পরিষেবা চালু হবে কিনা, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। প্রসঙ্গত, গত বছর ডায়মন্ড হারবার কুকড়াহাটি ফেরি পরিষেবার ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে সমস্যা দেখা গিয়েছিল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বহু মানুষ এই ফেরি পরিষেবার উপর নির্ভরশীল। হঠাৎ করে ভাড়া বৃদ্ধি পাওয়ায় সমস্যায় পড়তে হয়েছিল তাঁদের। সেই সময় অনেক যাত্রী প্রতিবাদও করেন। তাঁদের দাবি ছিল পরপর দুই বছর ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫ টাকা ভাড়া বাড়ে।

প্রচারসভার নিরিখে এক নম্বরে নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ৩১ মে ঃ শনিবার ভোট শেষে সন্ধ্যায় ছোটপর্দায় এক্সিট পোল-এর দিকে নজর থাকবে দেশবাসীর একটা বড় অংশের। কিন্তু প্রচারসভার নিরিখে বিরোধীদের টেক্কা দিয়ে জিতে গিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। লোকসভা নির্বাচনে এবার প্রচার ঝড় তুলেছিলেন নমো। হিসাব বলছে অন্যান্য সব নেতা-নেত্রীর থেকে তিনি অনেক কদমে এগিয়ে রয়েছেন। বিরোধীরা মোদীকে পরাস্ত করার দাবি তুললেও যে হিসাব সামনে এসেছে তার থেকে স্পষ্ট জনসভা-ভাষণ, টেলিভিশন সাক্ষাকার সবেতেই বিরোধীদের থেকে অনেকটা এগিয়ে রয়েছেন তিনি। গত ১৬ মার্চ কন্যাকুমারীতে আনুষ্ঠানিক ভাবে লোকসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করেছিলেন তিনি। সাত দফার ভোটের প্রথম পর্বে দক্ষিণের ওই রাজ্যে ৪৮ আসনে ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে। ৩০ মে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ৭৬ দিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০৬টি জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন। ১০০-র কাছাকাছি পথযাত্রা করেছেন। এছাড়া দেশি ও বিদেশি মিলিয়ে ৮০টি সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। ২০১৯-এর থেকে এবার অনেক বেশি জনসভা করেছেন নমো। এবার নির্বাচনী প্রচারের সময় ছিল ৭৬ দিন। পাঁচ বছর আগে নির্বাচনী প্রচারের সময়সীমা ছিল ৬৮ দিন। সূত্র অনুযায়ী, তিন দিনে প্রতিদিন মোদী পাঁচটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। ২২ দিনে প্রতিদিন চারটি জনসভায় ভাষণ দেন। বিজেপি সূত্রে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী বরাবরের মতো এবার বেশি সভা করেছেন উত্তর প্রদেশ ও বিহারে। তবে বিগত নির্বাচনগুলির তুলনায় এবার তিনি বেশি সফর করেছেন পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র এবং ওড়িশায়। উত্তর প্রদেশে সর্বাধিক লোকসভা আসন রয়েছে। এখানে ৩১টি জনসভা করেছেন মোদী। মোদীর সবচেয়ে বেশি জনসভার নিরিখে উত্তর প্রদেশের পরেই রয়েছে বিহার ও মহারাষ্ট্র। বিহার ও মহারাষ্ট্রের ২০ ও ১৯টি জনসভা করেছেন নমো।

উত্তর প্রদেশে ৩০ একর জঙ্গলে ভয়াবহ আগুন

জালাউন, ৩১ মে ঃ বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে উত্তর প্রদেশের রামপুরার ও মহব্বতপুরা গ্রামের জঙ্গলে হঠাৎ আগুন লাগে। জঙ্গলে আগুনের লেলিহান শিখা দেখে গ্রামবাসী স্থানীয় পুলিশকে খবর দেয় । খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে জঙ্গলের আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। এরপর পুলিশ দমকলে খবর দেয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে দমকল বাহিনীর গাড়ি ও কর্মীরা। ঘটনাস্থলে দমকলের গাড়ি পৌঁছে আগুন নেভাতে শুরু করে। জঙ্গলে বিশাল আগুনের কারণে আগুন নেভাতে অনেক অসুবিধা হচ্ছিল, তাই দমকলের দ্বিতীয় গাড়িটিও ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভাতে শুরু করে। আগুনের খবর পেয়ে রামপুরার গ্রামবাসীও জঙ্গলে পৌঁছে আগুন নেভানোর চেষ্টা শুরু করে। আগুন লাগার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। আগুনে প্রায় ৩০ একর জঙ্গল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

নিবার ফের শুরু হচ্ছে চারধাম যাত্রার অফলাইন রেজিস্ট্রেশন

হরিদ্বার, ৩১ মে ঃ শনিবার, ১ জুন থেকে ফের শুরু হচ্ছে চারধাম যাত্রার অফলাইন রেজিস্ট্রেশন। পাশাপাশি পুণ্যার্থীদের সুরক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। শুক্রবার হরিদ্বারে গাড়ওয়াল ডিভিশনের কমিশনার বিনয় শঙ্কর পান্ডে বলেছেন, তীর্থযাত্রীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার কথা ভেবেই, চারধাম যাত্রার জন্য অফলাইন রেজিস্ট্রেশন অস্থায়ীভাবে ৩১ মে পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছিল। তিনি আরও জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী ধামি ৩১ মে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং প্রশাসনকে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছিলেন। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আগামীকাল থেকে চারধাম যাত্রার অফলাইন রেজিস্ট্রেশন শুরু করা হবেন। আমরা হরিদ্বারে ১,৫০০ স্লট এবং ঋষিকেশে ১,৫০০ স্লট দেব... আমরা পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারি। এদিকে, চারধাম যাত্রায় এখনও পর্যন্ত ৭১ জন তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। সবথেকে বেশি মৃত্যু হয়েছে কেদারনাথে। বাবা কেদারনাথের দর্শন করতে গিয়ে মৃত্যু ৩৪ জন পুণ্যার্থীর।

লোকসভা নির্বাচনের সপ্তম দফার ভোট ১ জুন, এই পর্বে ৯০৪ জন প্রার্থীর ভাগ্যপরীক্ষা

নয়াদিল্লি, ৩১ মে ঃ শনিবার, ১ জুন লোকসভা নির্বাচনের সপ্তম তথা অন্তিম দফার ভোটগ্রহণ। এই দফায় ৭টি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৫৭টি সংসদীয় আসনে হবে ভোটগ্রহণ। ভোটগ্রহণ শুরু হবে সকাল সাতটা থেকে, শেষ হবে সন্ধ্যা ৬টায়। লোকসভা নির্বাচনের সপ্তম দফায় মোট ৯০৪ জন প্রার্থী ভাগ্যপরীক্ষা হবে।সপ্তম দফায় যে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোট হবে, সেগুলি হল - পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, চণ্ডীগড়, হিমাচল প্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, পঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশ। পশ্চিমবঙ্গের ৯টি আসনে হবে ভোটগ্রহণ, বিহারের ৮টি, চণ্ডীগড় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের একটি, হিমাচল প্রদেশের ৪টি, ঝাড়খণ্ডের ৩টি, ওড়িশার ৬টি, পঞ্জাবের ১৩টি এবং উত্তর প্রদেশের ১৩টি।লোকসভা নির্বাচনের সপ্তম দফায় ভাগ্য নির্ধারণ হবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর, বারাণসীতে হবে তাঁর ভাগ্যপরীক্ষা। এই পর্বে অন্যান্য তারকা প্রার্থীরা হলেন - গোরক্ষপুরের বিজেপি প্রার্থী রবি কিশান। পাটনা সাহিবের বিজেপি প্রার্থী রবিশঙ্কর প্রসাদ। বিহারের পাটলিপুত্রের আরজেডি প্রার্থী মিসা ভারতী। হিমাচল প্রদেশের হামিরপুরের বিজেপি প্রার্থী অনুরাগ সিং ঠাকুর, এই রাজ্যের মান্ডি আসনের বিজেপি প্রার্থী কঙ্গনা রানাউত। পশ্চিমবঙ্গের ডায়মন্ড হারবার আসনের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

দিল্লিতে জল সঙ্কটের জন্য এএপি-কে দায়ী করল বিজেপি, কেজরিকে তোপ বীরেন্দ্রর

নয়াদিল্লি, ৩১ মে ঃ দিল্লিতে জল সঙ্কটের জন্য আম আদমি পার্টি (এএপি)-কে দায়ী করল বিজেপি। জল সঙ্কটের জন্য দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে দায়ী করে দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা বলেছেন, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের অব্যবস্থাপনার ফলই দিল্লিতে জল সঙ্কট। দিল্লিতে জলের জন্য এখন সাধারণ মানুষের মধ্যে হাহাকার শুরু হয়ে গিয়েছে। এই বিষয়ে শুক্রবার শাহিদি পার্ক থেকে দিল্লি সচিবালয় পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিজেপি। এএপি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান বিজেপির নেতা-কর্মীরা। বীরেন্দ্র সচদেবা বলেছেন, তাঁরা ২০০০ টাকা জরিমানা আরোপ করছে, এটা জরিমানা নয়, দুর্নীতি করার অন্য উপায়। তাঁরা ট্যাঙ্কার মাফিয়াদের উৎসাহিত করছে, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের প্রত্যেক বিধায়ক ট্যাঙ্কার মাফিয়াদের সঙ্গে দিল্লির মানুষের কাছে জল বিক্রি করছে এবং তাঁদের লুট করছে।অন্যদিকে অত্যধিক গরমের মধ্যে জল সঙ্কটে ভুগছে রাজধানী দিল্লি। জলের জন্য মানুষের মধ্যে হাহাকার পড়ে গিয়েছে। জল সঙ্কটের মধ্যে থাকা মানুষজন এবার বলেই ফেললেন, গরিবের কথা কেউ শোনে না। শুক্রবার সকালে দিল্লির চাণক্যপুরীর সঞ্জয় ক্যাম্প এলাকায় একটি জলের ট্যাঙ্কার পৌঁছতেই মানুষজন ঝাঁপিয়ে পড়েন। জল সঙ্কটের কারণে দিল্লির বহু এলাকায় মানুষ সমস্যায় পড়েছেন। ট্যাঙ্কারে করে মানুষের কাছে জল সরবরাহ করা হচ্ছে। কিন্তু, পর্যাপ্ত জল না পাওয়ায় মানুষের সমস্যা মিটছে না। চাণক্যপুরীর সঞ্জয় ক্যাম্প এলাকার বাসিন্দা এক ব্যক্তি বলেছেন, জলের জন্য ভীষণ সমস্যা হচ্ছে, একটা মাত্র ট্যাঙ্কার আসে, আর কলোনি এত বড়। আমরা সরকারের কাছে দু'টি আবেদন লিখেছি, কিন্তু গরীবের কথা কেউ শোনে না।

ভিস্তারা বিমান উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি!

শ্রীনগর, ৩১ মেঃবোমা বিস্ফোরণে বিমান উ।য়ে দেওয়ার হুমকিকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল শ্রীনগর বিমানবন্দরে। দিল্লি থেকে শ্রীনগরে আসা ভিস্তারা বিমান ইউকে৬১১ ফ্লাইটি উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি আসে। শ্রীনগরে এটিএস-এর হুমকি ফোন আসে। এরপরই ওই বিমানে তল্লাশি চালানো হয়, পাশাপাশি বিমানবন্দরেও সুরক্ষা বাড়ানো হয়।সিআইএসএফ দ্রুত বিমানটিকে খালি করে, এছাড়াও ওই বিমান ও আশেপাশে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান চালায়। তদন্ত চলাকালীন যাত্রী ও ক্রু সদস্যদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। ব্যাপক তল্লাশির পরও বিমানে কোনও সন্দেহজনক বস্তু পাওয়া যায়নি। অযথা আতঙ্ক সৃষ্টি না করে যথাযথভাবে পরিস্থিতি পরিচালনায় সিআইএসএফ এবং বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের দক্ষতা এবং পেশাদারিত্বের প্রশংসা করেছেন যাত্রীরা।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১ জুন মার্ট ঃবৃহঃবার, ১৮ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ ১৮ জ্যৈষ্ঠ মাসঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ১৮ জ্যৈষ্ঠ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৮ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৮ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ

রবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩
পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১
পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২
পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১
পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩
পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১
পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১
পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২
পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৩.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৬.০৩ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৭শতকরা এবং ৭২শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে শুক্রবার। জোয়ার- সকাল ৭টা ৪৯ মিনিট এবং রাত৮টা ৪৪মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৭টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ০১মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৪ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। আজ আপনার সামনে উপস্থাপিত বিনিযগে স্কিমগুলিকে নিয়ে দুইবার ভাবা উচিত।শুভ **বৃষভ রাশিঃ**আপনার সব সমস্যার জন্য সেরা প্রতিষেধক হল হাসি। আপনার খরচা নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করুন- এবং আজ কেবলমাত্র জরুরী জিনিসই কিনুন। **মিথুন রাশিঃ**আপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। যারা এখন অবধি অহেতুক তাদের অর্থ উড়িয়ে দিয়েছিল তাদের আজকের কাজটি নিয়ন্ত্রণ করা উচিত এবং সঞ্চয় করা শুরু করা উচিত।অর্থ ব্যয়। **কর্কট রাশিঃ**দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলুন কারণ এটি আপনার অসুস্থতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। **সিংহ রাশিঃ** কিছু অনিবার্য পরিস্থিতি আপনাকে কিছুটা অস্বস্তি দিতে পারে। কিন্তু আপনি অবশ্যই আপনার ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করবেন এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে তাক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানানো উচিত নয়।।**কন্যা রাশিঃ**আপনার বেপরোয়া আচরণে আপনার একজন বন্ধুর কিছু সমস্যা হতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে। **তুলারাশিঃ**আপনার দয়ালু স্বভাব আজ অনেক খুশির মুহূর্ত বয়ে আনবে।বিদেশ যাত্রা শুভ দিন। **বৃশ্চিক রাশিঃ** রক্তচাপের রোগীরা তাদের রক্তচাপ কমানো এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য রেড ওয়াইনের সাহায্য নিতে পারেন। সন্তান হতে পারে আজ। **ধনু রাশিঃ**আপনার রসিক আত্মীয়স্বজন আপনার দুশ্চিন্তা দূর করবে আর আপনাকে কাঙ্খিত মুক্তির স্বাদ দেবে।সংসারে শান্তি। **মকর রাশিঃ**একটা জায়গার পর নিজের ওপর চাপ দেবেন না এবং ঠিকভাবে বিশ্রাম নিন। শুভদিন। **কুম্ভ রাশিঃ**অত্যধিক ভ্রমণ আপনাকে উন্মত্ত করে তুলবে। আপনি যদি ছাত্র হন এবং বিদেশে পড়াশোনা করতে চান তবে ঘরে বসে আর্থিক সঙ্কট আপনাকে আজ বিরক্ত করতে পারে।। **মীন রাশিঃ** কাজের ফাঁকে ফাঁকে আরাম করার এবং রাত গভীর করা এড়াতে চেষ্টা করুন। জরুরি করুন। সংসারে শান্তি হতে পারে আজ থেকে।এটি

ডিসান হাসপাতাল নির্বাচনের জন্য প্রতিটি পিঙ্ক বুথে মহিলা কর্মীদের স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি কিট প্রদান করবে

কলকাতা, ৩১শে মে ঃ নির্বাচন কমিশনের সিস্টেম্যাটিক ভোটারস' এডুকেশন এন্ড ইলেক্টোরাল পার্টিসিপেশন (এসভিইইপি) বিভাগের সহযোগিতায় ডিসান হাসপাতাল, মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং নির্বাচনী কর্মীদের সমর্থন করার লক্ষ্যে একটি বিশেষ উদ্যোগের ঘোষণা করেছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে, ডিসান হাসপাতাল নারীর ক্ষমতায়নের জন্য নিবেদিত 'পিঙ্ক বুথ'-এ স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি কিট বিতরণ করবে। এই স্বাস্থ্য কিটগুলি শুধুমাত্র সমর্থনের প্রতীক হিসাবে কাজ করেনি বরং নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী মহিলাদের সুস্থতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরবরাহও প্রদান করবে। ডিসান হাসপাতাল গ্রুপের ডিরেক্টর শাওলি দত্ত, সিনিয়র কনসালটেন্ট সহ মেডিকেল ডিরেক্টর ডাঃ সুজয় রঞ্জন দেব, কনসালটেন্ট গাইনোকোলজিস্ট ডাঃ অপরূপা ঘোষ এবং ডিরেক্টর ক্রিটিক্যাল কেয়ার ডাঃ মোহিত খারবান্দা ডিসান হাসপাতাল, কলকাতা এবং ভারতের নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, জনস্বাস্থ্যের প্রতি হাসপাতালের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

বাসের দেখা নেই কলকাতায়, নাকাল নিত্যযাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মে ঃ রাত পোহালেই সপ্তম তথা শেষ দফার ভোট। এ দফায় ভোট হবে কলকাতা এবং দুই ২৪ পরগনা জেলার ৯টি আসনে। ভোটকে ঘিরে প্রশাসনের অংদরে যুদ্ধকালীন তপরতা। ভোটের কাজের জন্য বুধবার থেকেই পর্যায়ক্রমে তুলে নেওয়া হয়েছে নানা পথের বাস। ফলে কলকাতায় কমছিল বাসের সংখ্যা। শুক্রবার সকাল থেকে রাস্তায় বাস প্রায় নেই বললেই চলে। ধর্মতলা, উল্টোডাঙা, রুবি, রাসবিহারী-সহ শহরের প্রধান কেন্দ্রগুলিতে সকাল থেকেই বাসের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে দেখা গিয়েছে নিত্যযাত্রীদের। হাতে গোনা যে কটি বাস শহরে চলছে, এদিন দুপুরের পর থেকে তাও কমে যায়। বিশেষত, মিনিবাসের দেখা নেই শহরের রাস্তায়। শুক্রবার ইএম বাইপাসে একটি সরকারি বাসের কনডাক্টর জানালেন, রুবিতে যাত্রীদের নামিয়ে কসবার গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামে রিপোর্টিং করতে হবে। আপাতত ৪ তারিখ পর্যন্ত ভোটের কাজেই আমরা ব্যস্ত থাকব। শনিবার ভোট হবে কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ, বারাসত, বসিরহাট, দমদম, যাদবপুর, ডায়মন্ডহারবার, মথুরাপুর এবং জয়নগরে।

বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস উপলক্ষে উলুবেড়িয়ার ময়নাপুরে আলোচনা সভা

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ৩১ মে ঃ শুক্রবার ৩১ শে মে বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস উপলক্ষে উলুবেড়িয়ার খোড়িয়া ময়নাপুরে একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো এক আলোচনা সভা। আলোচনা সভায় উপস্থিত প্রায় দুই শতাধিক অভিভাবক ,ছাত্র - ছাত্রীদের মধ্যে নেশামুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষে ফিউচার ফর নেচার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সমাজের বিশিষ্ট গুণীজন ও সামাজিক ও প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গের সাথে সংগঠনের সম্পাদক শুভ্রদীপ ঘোষ ও পরিবেশ শিক্ষক রাজদূত সামন্ত মহাশয় নিজেদের নেশামুক্ত জীবন যাপনের উদাহরণ কে সামনে রেখে , সুশীল সমাজের সকল মানুষের কাছে নেশামুক্ত সমাজ গড়ার আহ্বান জানিয়ে ও আসন্ন ফলহারিণী কালীপূজায় জেলার বাইরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন জেলার শিকারিদের বন্যপ্রাণ শিকার প্রতিহত করার অঙ্গীকার এর আহ্বান জানান এবং কোন মানুষ যদি এলাকার কোথাও বন্যপ্রাণ শিকার করতে দেখেন তাহলে সাথে সাথেই ফিউচার ফর নেচার ফাউন্ডেশনের ও বন বিভাগের হেল্প লাইন নাম্বারে অভিযোগ জানাতে আহ্বান জানান।ফিউচার ফর নেচার ফাউন্ডেশনের এই মহতী উদ্যোগ কে সাধুবাদ জানিয়ে আজকের বিষয়ের উপর আলোকপাত করতে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের বন ও ভূমি বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ,মানষ কুমার বসু,প্রণব সামন্ত-কো -অর্ডিনেটর হাওড়া জেলা বাযো. ডাইভারসিটি বোর্ড, শুভ্রদীপ ঘোষ,সম্পাদক,ফিউচার ফর নেচার ফাউন্ডেশন , রাজদূত সামন্ত,পরিবেশ শিক্ষক,শিবানী মণ্ডল,প্রধান হাটগাছ ১,শুভ্রদীপ ঘোষ বলেন-স্কুলের শুরুর সময় থেকেই ছাত্র ছাত্রী দের মধ্যে তামাক সেবনের প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।ফিউচার ফর নেচার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে স্কুল এর একশত মিটারের মধ্যে যাতে কোনরকমের তামাক যত দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় না হয়,সেই বিষয়ে প্রশাসনের দৃঢ় পদক্ষেপ দাবী করছি তাতে খানিকটা হলেও ছাত্র ছাত্রী দের হাতে তামাক পৌঁছাবে না।

ট্রুকলারের সক্রিয় ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৪০০ মিলিয়ন ছাড়ালো!

কলকাতা, ৩১ মে ঃ পরিচিতি যাচাইকরণ এবং অবাঞ্ছিত যোগাযোগ আটকানোর ক্ষেত্রে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্ল্যাটফর্ম ট্রুকলার মাসিক ৪০০ মিলিয়ন ব্যবহারকারীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করার কথা ঘোষণা করতে পেরে গর্বিত। বিভিন্ন ভৌগলিক বাজারে ট্রুকলারের ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এ'বছর ৩১ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত তাদের ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়েছে ১০.১ মিলিয়ন!

ট্রুকলারের সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও অ্যালান মামেডি বলেন, প্রতি মাসে ৪০০ মিলিয়ন সক্রিয় ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছানো এক উল্লেখযোগ্য বিষয় যার জন্য আমরা অবশ্যই খুব গর্বিত, কিন্তু একই সঙ্গে আমরা জানি যে বর্তমান বিশ্বে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদের কাছে ট্রুকলারের মতো একটি সমাধানসূত্রের প্রয়োজনীয়তা আরও বৃহত্তর। দুর্ভাগ্যবশত ফোনের মাধ্যমে অবাঞ্ছিত যোগাযোগ, স্প্যাম এবং জালিযাতির সমস্যা ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক উভয় .ক্ষেত্রেই বেড়ে চলেছে। নতুন প্রযুক্তি এবং প্রতারকদের অর্থ উপার্জনের ক্রমবর্ধমান সুযোগ এই জালিয়াতি বৃদ্ধিতে উসাহ দিচ্ছে। তার মোকাবিলা করতে আমরা আমাদের অ্যাপ ক্রমাগত বিকশিত করে চলেছি এবং ফোন কল ও এসএমএসের আসার আগে, ফোন চলাকালীন এবং কলের পরে আমাদের ব্যবহারকারীদের সুরক্ষার জন্য নিত্যনতুন কার্যকারিতা যোগ করে চলেছি। ট্রুকলারের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২৪ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে তাদের সক্রিয় ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল প্রতি মাসে গড়ে ৩৮৩.৪ মিলিযন্ এবং ত্রৈমাসিকের শেষে, মাসিক সক্রিয় ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল ৩৮৯.৯ মিলিয়ন। ট্রুকলার তাদের অন্তর্বর্তী প্রতিবেদনের অংশ হিসেবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মাসিক এবং দৈনিক ব্যবহারকারীর গড় সংখ্যা জানাতে থাকবে।

ট্রুকলারের পরিচয়ঃ ট্রুকলার মোবাইল ব্যবহারকারীদের মধ্যে সুরক্ষিত ও প্রাসঙ্গিক বার্তালাপের সুবিধা দেয়- যা ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে গ্রাহকদের সঙ্গে সংযোগের কার্যকারিতা বাড়ায়। ডিজিটাল অর্থনীতিতে বিশেষ করে উঠতি বাজারের ক্ষেত্রে ভুয়ো ও আবাঞ্ছিত ফোন কল এখন এক সার্বজনিক অসুখে পরিণত হয়েছে। ট্রুকলারের লক্ষ্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করা। ৪০০ মিলিয়নের বেশি সক্রিয় ব্যবহারকারীর কাছে ট্রুকলার প্রতিদিনের যোগাযোগের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সূচনা থেকে এখন পর্যন্ত এক বিলিয়নেরও বেশি ডাউনলোড হওয়া ট্রুকলার ২০২৩ সালে প্রায় ৫০ বিলিয়ন অবাঞ্ছিত কলকে চিহ্নিত ও ব্লক করেছে। ২০০৯ সাল থেকে স্টকহোমে সদর দফতর থাকা ট্রুকলার সহ-প্রতিষ্ঠাতার নেতৃত্বাধীন বাণিজ্যিক উদ্যোগ সংস্থা যাকে পরিচালনা করে অত্যন্ত অভিজ্ঞ ম্যানেজমেন্ট টিম। ট্রুকলার ২০২১ সালের অক্টোবর থেকে স্টকহোমের নাসডাক-এ নিবন্ধিত সংস্থা। আরও বিশদে জানতে truecaller.com দেখুন।

ভোট শুরুর আগেই ফের উত্তপ্ত ভাঙড়, বোমাবাজিতে আহত ১০

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৩১ মে ঃ লোকসভা নির্বাচনের শেষ দফার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় এলাকা । তৃণমূল নেতা-কর্মীদের লক্ষ্য করে বোমা মারার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের আঙুল উঠেছে মূলত আইএসএফ-এর বিরুদ্ধে। ভাঙারে উত্তর কাশিপুর থানার বানিয়ারা এলাকায় বৃহস্পতিবার রাতে এই বোমাবাজির ঘটনাটি ঘটে।

অভিযোগ, দলীয় কর্মসূচি সেরে এলাকার তৃণমূল নেতা রফিক খান কর্মীদের নিয়ে যখন বাড়ি ফিরছিলেন, সেই সময় তাঁদের ওপর বোমা ছোড়া হয়। এরপরই মুড়ি-মুড়কির মতো পরপর বোমা পড়তে থাকায় এলাকায়, যার জেরে উত্তেজনা চরমে পৌঁছয়। এই ঘটনায় আইএসএফের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে তৃণমূল। ব্যাপক বোমাবাজির ঘটনায় মোট ১০ জন গুরুতর আহত হয়েছেন বলেও জানা গিয়েছে। বোমার আঘাতে রক্তাক্ত অবস্থায় অনেকেই রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। পরে আহতদের ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে জিরানগাছা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। আহতদের দেখতে পরে হাসপাতালে আসেন ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক তথা ভাঙড়ে দলের পর্যবেক্ষক শওকাত মোল্লা। আহতদের দেখে শওকত মোল্লা বলেন, এই ঘটনায আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকীকে গ্রেফতার করা উচিত। আইএসএফের তরফ থেকে এলাকায় নতুন করে উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। হাসপাতালে রাতেই আহতদের দেখতে যান রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং যাদবপুরের তৃণমূল প্রার্থী সায়নী ঘোষ । গোটা ঘটনার খবর পেয়ে আসেন কলকাতা পুলিশের ভাঙড় থানার পুলিশ আধিকারিকরা। সঙ্গে ঘটনাস্থলে আসেন কলকাতা পুলিশের গুন্ডা দমন শাখার গোয়েন্দারা। ওই এলাকায় রাতে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছে ।

লোকসভা নির্বাচনে দমদমে ত্রিমুখী লড়াইয়ে এগিয়ে সৌগত রায়ই

দুরন্ত বার্তা, নিউবারাকপুর, ৩১ মে ঃ দূমদম লোকসভা কেন্দ্র এক সময় বামেদের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ছিল। অথচ বাম জমানাতেই সিপিএমের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণে একবার কংগ্রেসের প্রার্থী আশুতোষ লাহা অভাবনীয়ভাবে জয়লাভ করেছিল। আবার এই আসন থেকেই বিজেপি-র প্রথম প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেছিলেন প্রয়াত তপন শিকদার। তিনি কেন্দ্রের মন্ত্রী ও হয়েছিলেন। এখনও অনেকে বলে থাকেন সিপিএম নেতা তথা প্রাক্তন দাপটে মন্ত্রী প্রয়াত সুভাষ চক্রবর্তীই তপন শিকদারের জেতার কারিগর। বাম জমানা অবসানের পর থেকে পর পর তিনবার ওই কেন্দ্র থেকে সাংসদ হয়ে আসছেন তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সৌগত রায়। এবার দমদম লোকসভা কেন্দ্রে সৌগত রাযই তৃণমূল কংগ্রেসের চতুর্থ বারের প্রার্থী । তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপি-র প্রার্থী তৃণমূল থেকে আসা শীলভদ্র দত্ত এবং কংগ্রেস সমর্থিত সিপিএমের প্রার্থী প্রাক্তন সাংসদ ড. সুজন চক্রবর্তী। আরও ছোট ছোট দলের কয়েকজন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিলেও তাঁরা কেউই কর্তব্যের মধ্যে নেই। সুতরাং দমদমে এবার ত্রিমুখী লড়াই হলেও প্রতিপক্ষ তৃণমূলের অধ্যাপক সৌগত রায় এবং সিপিএমের সুজন চক্রবর্তী।

দমদম লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে যে সাতটি বিধানসভা রয়েছে সেগুলি হল--খড়দহ, পানিহাটি, কামারহাটি, বরাহনগর, রাজারহাট গোপালপুর, দমদম এবং উত্তর দমদম। এই সাতটি বিধানসভা এলাকা ঘুরলেই সবথেকে বেশি চোখে পড়ে তৃণমূল প্রার্থী সৌগত রায়ের নাম দেওয়াল লিখন ও ফ্লেক্স - পোস্টার। রাজ্যে এক দশমের বেশি সময় তাঁর শাসন ক্ষমতায় থাকার সুবাদে এলাকায় প্রচারেও সবার আগে এগিযে. রযেছেন সৌগত রায়ই।এর পরই প্রচারে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন সিপিএমের সুজন চক্রবর্তী। এঁদের তুলনায় অনেকটাই প্রচারে পিছিয়ে বিজেপি প্রার্থী শীলভদ্র দত্ত।

যদিও বিজেপি শিবির বলছে তাদের পক্ষে বলায় মোদিজির সমর্থনের একটা চোরা স্রোত রয়েছে সমাজে। তৃণমূল অবশ্য সেসব মানতে রাজি নয়। তাঁরা বলছেন অনেক কেন্দ্রে সাংসদদের খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু সৌগত রায় সারাবছর ধরে তাঁর

সংসদীয় এলাকার মানুষের সঙ্গেই থাকেন। সাংসদ কোটার টাকায় কাজও করেছেন অনেক। গত লোকসভা নির্বাচনে। গত ২০১৯ এর ভোটে তিনি ৫,১২,০৬২টি ভোট পেয়েছিলেন।তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির শমীক ভট্টাচার্য পেয়েছিলেন ৪,৫৯,০৬০ ভোট। অন্যদিকে সিপিএম প্রার্থী নেপালদেব ভট্টাচার্য পেয়েছিলেন ১,৬৭,৫৯০ ভোট।

বিজেপি-র দাবি দমদমে এবার তাদের ভোট প্রাপ্তি আগের থেকে অনেক বাড়বে। গত নির্বাচনে সৌগতকে লড়াই দিয়েছিলেন বিজেপির শমীক ভট্টাচার্য। শেষ পর্যন্ত হারতে হয়েছিল। কিন্তু ময়দানে তৃণমূল আর সিপিএমকে যেভাবে দেখা যাচ্ছে, তাঁর থেকে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে শীলভদ্র দত্তর প্রচার। কর্মীরা এখনও বহু জায়গায় মানুষের বাড়ি বাড়ি ভোটের স্লিপ ওপৌছতে পারেনি। প্রচারসভা বা র‍্যালি ও তুলনায় কম হয়েছে। অনেকেই বলছেন দলের একাংশ বারাকপুরের প্রাক্তন দলবদলু বিধায়ক শীলভদ্র দত্ত কে প্রার্থী করাটা মেনে নিতে পারেননি। তাই তাঁরা বসে আছেন।

যদিও স্বয়ং প্রার্থী শীলভদ্র দত্ত বলছেন আমার জন্য বিজেপির সব নেতা কর্মীই জোটবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ের ময়দানে রয়েছেন। দমদমে আগের বারও সিপিএম এবং কংগ্রেসের আলাদা প্রার্থী ছিল। সিপিএম পেয়েছিল১, ৬৭,৫৯০ ভোট। আর কংগ্রেসের ঝুড়িতে যে ৫০ হাজারের বেশি ভোট ছিল এবার সেটা সিপিএম প্রার্থীর ইভিএমেই জমা হবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কারন গতবারের ভোটের ফল দেখলেই বোঝা যায় বামের ভোট রামের ঘরে গিয়েছে। সুজন সেই ভোটকে নিজেদের অনুকূলে ফেরাতে মরিয়া। আর বামের ভোট রামে যাওয়াটা যদি ঘরে ফেরানো যায় তাহলে সিপিএম প্রার্থী বিজেপি কে টেক্কা দিতেই পারে। যদি জয় নিয়ে এক প্রকার নিশ্চিত সৌগত রায় ও তাঁর দলের অনুগামীরা। ইতিমধ্যেই সৌগত রায়ের সমর্থনে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তর দমদম, বরাহনগর কামারহাটি রাজারহাট গোপালপুর বাগুইআটি খড়দহ পানিহাটি সহ একাধিক জায়গায় রোড শো নির্বাচনী জনসভা করেছেন। মানুষের জনজোয়ার ছিল। সৌগত রায়ের সাফ জবাব দীর্ঘ পনেরো বছর এলাকার উন্নয়নে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করেছি। উন্নয়নের নিরিখে মানুষ চতুর্থ বারের জন্য জয় করবে নিশ্চিত দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে।

একনজরে এবারের যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের ভোটচিত্র

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৩১ মে ঃ রাত পোহালেই যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন। সপ্তম দফা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের নটি লোকসভা কেন্দ্রে ভোট আছে। তার মধ্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার চারটি লোকসভা কেন্দ্র। আর এর মধ্যে অন্যতম লোকসভা কেন্দ্র যা হলো যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র।রাজ্যের রাজধানী কলকাতার সবচেয়ে কাছের লোকসভা কেন্দ্র যার মধ্যে সাতটি বিধানসভার রয়েছে যার মধ্যে দুটি কলকাতা এবং বাকি পাঁচটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার মধ্যে পড়ে।বারুইপুর পূর্ব, বারুইপুর পশ্চিম, সোনারপুর দক্ষিণ, সোনারপুর উত্তর, ভাঙ্গড়, টালিগঞ্জ ও যাদবপুর। এই যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে বরাবরই হাই প্রোফাইল লোকসভা কেন্দ্র। কারণ এই লোকসভা কেন্দ্র শিক্ষাগতার হারের ভোটার সবথেকে বেশি। তার পাশাপাশি যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে যাদবপুর বিশ্ব বিদ্যালয়, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের মত শিক্ষার জগতের ফাইভ স্টার। শিক্ষার ও যেমন তাগ লাগিয়ে দেয় এই যাদবপুর ঠিক তেমনি রাজনীতিতেও বেশ নজর কাড়ে এই যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র কারণ বরাবরই এখানে হাই প্রোফাইল প্রার্থীর দেখা মিলেছে। কারণ এই কেন্দ্র থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম সাংসদ হন। তাছাড়া এই কেন্দ্র থেকে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণা বসু, কবীর সুমন, ইন্দ্রজি গুপ্ত, সুজন চক্রবর্তী, সুগত বসুর মতন হাই প্রোফাইল প্রার্থীর এখান থেকে জয়ী হয়ে দিল্লিতে যান। এক সময় এই যাদবপুর লোকসভা কেদ্র মধ্যে যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্র পড়ে বরাবরই এই কেন্দ্রটি বামেদের লাল দুর্গ বলে পরিচিতি।এই কেন্দ্র থেকে ২০১৯ সালে জয়ী হয়েছিলেন অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। তিনি এবারে আর ভোটের ময়দানে নেই। আর ওই কেন্দ্রের এবারের প্রার্থী হয়েছেন শাসক দলের আরো এক অভিনেত্রী সায়নী ঘোষ।তবে এবারের যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে প্রায় ১০ জন প্রার্থী লড়াই করছে। এই কেন্দ্রে মোট ভোটারের সংখ্যা ২০১৯৮৭৩, তার মধ্যে পুরুষ ভোটার রয়েছে ১০০২৮০৬, মহিলা ভোটার রয়েছে ১০১৯৮৭০, এবং তৃতীয় লিঙ্গ ভোটার রয়েছে ১১৭, এই কেন্দ্রে মোট বুথ রয়েছে ২১১৭।কেন্দ্র বাহিনী থাকছে বারুইপুর পুলিশ জেলার ১৬০ কোম্পানি। এই কেন্দ্রের ভোট গণনা হবে কলকাতার।বিজয়গড় কলেজে।এই কেন্দ্রে এবারে ত্রিমুখী লড়াইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। রাজ্যে শাসকদলের এবারের প্রার্থী হয়েছেন অভিনেত্রী সায়নী ঘোষ, বাম প্রার্থী ছাত্রনেতা সৃজন ভট্টাচার্য, ও বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন অভিজিৎ গাঙ্গুলী। এই ত্রিমুখী লড়াই নিয়েই চলছে যাদবপুরের লোকসভার নির্বাচন যদিও শেষ হাসি কে হাসবে তার জন্য ৪ তারিখ অপেক্ষা করতেই হবে আমাদের শেষ হাসি কে হাসে দেখার জন্য।

হুগলীতে বিপুল পরিমাণে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৩১ মে ঃ সপ্তম দফার আগেই হুগলীতে বিপুল পরিমাণে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার। হুগলী প্রীতম সাধুখাঁ ৯ হাজার ৫০০ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ বাজেযাপ্ত করল রাজ্য স্পেশাল টাস্ক ফোর্স । শুক্রবার ভোরবেলা চন্ডীতলা থানার বড়া এলাকা থেকে এ গুলো বাজেযাপ্ত করা হয়েছে। ঘটনায. ২জনকে গ্রেফতার করেছে এস টি এফ। শুক্রবার তাদের আদালতে পাঠায় পুলিশ। চন্ডীতলা থানা সূত্রে এ খবর জানা গেছে।। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাঁচি থেকে বারাসাতের উদ্দেশ্যে একটা বড় হল্টার গাড়ির মধ্যে করে লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ।সেই মতো এসটিএফ চান্ডীতলা থানার বড়া এলাকায় জাতীয় সড়কে নির্দিষ্ট হলটার গাড়িটি আটক করে তল্লাশি শুরু করে। এবং তার ভিতর থেকে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার করে। পাশাপাশি হল্টার গাড়িতে থাকা দুজন কে গ্রেফতার করে চন্ডীতলা থানায় একাধিক ধারায় অভিযোগ দায়ের করেছে এস টি এফ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা হলো হাওড়ার বাসিন্দা প্রেম চন্দ্র যাদব ও বিহারের বাসিন্দা হরি জি সিং । ধৃতদের আজ চুঁচুড়া আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

খড়দায় ফের ফিরল বাম জমানার সাদা থানের রাজনীতি

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ৩১ মে ঃ সপ্তম দফার ভোটের আগে বিজেপি কর্মীর বাড়ির সামনে মিলল সাদা থান। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় খড়দা পুরসভার ৬ নম্বরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় রহড়া থানার পুলিশ। এই ঘটনায় বাম জমানার সাদা থানের রাজনীতি ফেরার ছবি দেখছেন অনেকে। জানা গিয়েছে, খড়দার বাসিংদা বিজেপির স্থানীয় মণ্ডল সভাপতি পিন্টু পাল। শুক্রবার সকালে তাঁর বাড়ির সামনে একটি একটি সাদা থানা ও কালো প্লাস্টিকে মোড়া অবস্থায় কিছু একটা পড়ে থাকতে দেখা যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। খবর দেওয়া হয় রহড়া থানায়। পুলিশ গিয়ে সাদা থান ও কালো প্লাস্টিকটি উদ্ধার করে। ভোটের আগের দিন এই ঘটনায় তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা। বিজেপির দাবি, গোটা ঘটনার নেপথ্যে তৃণমূল। এলাকাবাসীকে ভয় দেখাতে একাজ করেছে শাসকদল। যদিও শাসকদল এই অভিযোগ মানতে একেবারেই নারাজ। তাদের তরফে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, এই ঘটনার সঙ্গে দলের কোনও যোগ নেই। তৃণমূলের দাবি, ভোটের আগে এই ঘটনা বিজেপিরই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল। প্রসঙ্গত, খড়দহ দমদম লোকসভা আসনের অন্তর্গত। শনিবার সপ্তম দফায় ওই এলাকায় ভোট।

চন্দননগরে লোকনাথ বাবার তিরোধান দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ শিবির

দুরন্ত বার্তা, শিয়াখালা, ৩১ মে ঃ শুক্রবার চন্দননগর যুগীপুকুর গড়ের ধার এলাকায় শ্রী শ্রী লোকনাথ বাবার ১৩৪ তম তিরোধান দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হলো এক বিশেষ বিশেষ শিবির। সেখানে ধর্মের কোনো ভেদাভেদ থাকে না,ধর্মের রেষারেষি ভুলে সম্প্রীতির বার্তা দিতেই এই শিবিরের আয়োজন। আজকের এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন প্রবর্তক আননালয় দুস্থ শিশু ভবনের প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এর প্রধান ও চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী। ওই শিবিরে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পৌর মাতা মাননীয়া সুপ্রীতি দত্ত, জনপ্রতিনিধি শ্রীযুক্ত পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় ওমপ্রকাশ মাহাতো প্রমূখ। শিবির উপলক্ষে দরিদ্র শিশুদের বসিয়ে অন্নভোগ খাওয়ানো হয়,এবং তাদের হাতে উপহার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের মূল কর্ণধার ছিলেন শ্রীযুক্ত বিশ্বজিৎ রায় চৌধুরী তিনি তার বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত লোকনাথ বাবার তিরোধান দিবসকে কেন্দ্র করে এই শিবিরের আয়োজন করেন।

'তৃণমূল' কর্মীকে ধারাল অস্ত্রের কোপ মারার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বালিটিকুরিতে উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩১ জানুয়ারি ঃ এক 'তৃণমূল' কর্মীকে ধারাল অস্ত্রের কোপ মারার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার রাতে হাওড়ার শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় উত্তেজনা ছা৷ায়। এই নিয়ে রাতে দাসনগর থানার সামনে বিক্ষোভ হয়। রাতের ওই ঘটনায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ছুটে আসে পুলিশ ও র‍্যাফ। এই ঘটনা ঘিরে এলাকায় এখনও উত্তেজনা রয়েছে। তৃণমূল নেতা সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, গোটা শিবপুর কেন্দ্রে খুন, ডাকাতি প্রভৃতি কেসের আসামীদের একটি দল ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদিন বালিটিকুরি সমবায় ব্যাঙ্কের সামনে একজনকে ধারাল অস্ত্রের কোপ মারা হয়। এই ঘটনার ভিডিও ফুটেজ লোপাট করার চেষ্টা করা হয়েছে। দুষ্কৃতীদের নাম দিয়ে পুলিশে অভিযোগ করা হয়েছে। কোনও একজন নেতৃত্ব তাদের নিয়ে ঘুরছে। যারা এই দুষ্কৃতীদের নিয়ে ঘুরছে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হচ্ছে। প্রশাসনের কাছে আবেদন দোষীদের গ্রেফতার করা হোক। এদিকে, আক্রান্ত যুবক যুবক বলেন, আমি দাসনগর থেকে বাড়ি যাচ্ছিলাম। তখন প্রায় ১৫ জন দুস্কৃতী মদের বোতল নিয়ে এসে আমাদের মারধর করেছে। আমার হাতে ক্ষুর মেরেছে। এরপর মদের বোতল দিয়ে মেরেছে, বালা দিয়ে মেরেছে। আমরা আতঙ্কিত এই ঘটনায়। ওরা প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এমন ঘটনা প্রথম নয়। এর আগে দুর্গাপুজোর বিসর্জনের সময়েও এমন ঘটনা ঘটেছে। আমাদের নামে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে। এদিকে, দলের শিবপুরের নেতা মহেন্দ্র শর্মা দাবি করেন, দলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কোনও ব্যাপার নেই। এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এই ঘটনার সঙ্গে

কোনও রাজনৈতিক ব্যাপার নেই। এটা একটা সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ঘটনা। যে ঘটনাটি ঘটেছে তা দৈনন্দিন ঘটনার মতোই। একটা বাইক এবং একটা ম্যাটারোর সাইড করাকে কেন্দ্র করে ধমকানো, চমকানো হয়। পরে একজনকে মারধর করা হয়। এই ঘটনার পর নিগৃহীত যুবক পুলিশে লিখিত অভিযোগ করেন। এই ঘটনা কোনভাবেই রাজনীতির সঙ্গে জনিত নয়। যে অভিযোগ হয়েছে সেই ব্যাপারে প্রশাসন ব্যবস্থা নিচ্ছে।

এক নজরে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৩১ মে ঃ রাত পোহালেই সুন্দরবন অধ্যুষিত জয়নগর লোকসভা কেঃেদ্রর নির্বাচন। সপ্তম দফা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের নটি লোকসভা কেন্দ্রে ভোট আছে। তার মধ্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার চারটি লোকসভা কেন্দ্র। আর এর মধ্যেই পড়ে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্র।এই লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা হলো ক্যানিং পূর্ব, ক্যানিং পশ্চিম, গোসাবা, বাসন্তী, মগরাহাট পূর্ব, জয়নগর ও কুলতলি।এই জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে সুন্দরবনের বেশিরভাগ টাই পড়ে। দীর্ঘ সময় ধরে এই কেন্দ্রটি বামেদের লাল দুর্গ বলে পরিচিত ছিল।২০০৯ সালে তৃণমূল ও এস ইউ সি আই জোটের প্রার্থী এস ইউ সি আই এর ডা.তরুণ মন্ডল দীর্ঘ দিন বামেদের হাত থাকা এই কেন্দ্র টি দখল নেয়।তারপর থেকে গত দশ বছর এই কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে আছেন তৃনমুল কংগ্রেসের প্রতিমা মন্ডল।এবার ও তিনি এই কেন্দ্রের প্রার্থী।আর গতবারের মতন এবারেও এই কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন জয়নগরের বিখ্যাত চিকিসক ডা.অশোক কান্ডারী।তবে এবারের জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে

১১ জন প্রার্থী লড়াই করছে। এই কেন্দ্রে মোট ভোটারের সংখ্যা ১৮৪০৮৭৬, তার মধ্যে পুরুষ ভোটার রযেছে ৯৩৯৫১৭, মহিলা ভোটার রযেছে ৯০১২৫৯এবং তৃতীয় লিঙ্গ ভোটার রয়েছে ১০০, এই কেন্দ্রে মোট বুথ রয়েছে ১৮৭৯।কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকছে বারুইপুর পুলিশ জেলার ১৬০ কোম্পানি। এই কেন্দ্রের ভোট গণনা হবে ক্যানিং বঙ্কিম সরদার কলেজে।এই কেন্দ্রে এবারে মূলত তৃনমুল ও বিজেপির মধ্যে দ্বিমুখী লড়াইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে চলছে। এই দ্বিমুখী লড়াই নিয়েই চলছে সু ন্দরবনের লোকসভার নির্বাচন যদিও শেষ হাসি কে হাসবে তার জন্য ৪ তারিখ অপেক্ষা করতেই হবে আমাদের।

উত্তরপাড়ায় একটি পাগলা কুকুরকে পিটিয়ে মারা হল

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া, ৩১ মে ঃ একটি পাগলা কুকুরকে পিটিয়ে মারা হল। জানা যাচ্ছে, দু'দিনে প্রায় ২৫ জন কামড়ে দিয়েছে কুকুরটি। এরপরই পাগলা কুকুরকে মারা হল পিটিয়ে। উত্তরপাড়া পুরসভার ১৭ নং ওয়ার্ডের ঘটনা। জানা গিয়েছে, উত্তরপাড়া পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বালি খালসংলগ্ন টোটো স্ট্যান্ড,কলেজ বাসস্ট্যান্ড, শিবনারায়ণ রোড এলাকায় দু'দিনে প্রায় ২৫ জন কুকুরের কামরে আহত হন। কার্যত স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা অটো-টোটো ধরার জন্য যাত্রীদের তাড়া করে কামড়াচ্ছিল একটি কালো রঙের কুকুর। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক সঙ্গে দশ জনকে কামড় দেয়

কুকুরটি। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, কয়েকদিন ধরে একটি কালো কুকুর মানুষ দেখলেই তেড়ে যাচ্ছিল। বৃহস্পতিবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত প্রায় পঁচিশ জনকে আক্রমণ করে।পরে কুকুরটিকে পিটিয়ে মারা হয় বলে জানা গিয়েছে। এক টোটো চালক জানান, বৃহস্পতিবার আমাদেরই এক টোটো চালককে কামড়েছে। তারপর দশ জন কামড়ে দিয়েছে। আহতদের উত্তরপাড়া হাসপাতালে ও স্থানীয় নার্সিংহোমে নিয়ে যেতে হয় চিকিৎসার জন্য। এ প্রসঙ্গে পুরসভার কাউন্সিলরকে ফোন করে ঘটনার কথা জানান বাসিন্দারা। স্থানীয় কাউন্সিলর সুব্রত মুখোপাধ্যায় জানান, পুরসভার কুকুর ধরার পরিকাঠামো নেই। প্রাণী স্বাস্থ্য দফতর বিষয়টি দেখে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৮২ সংখ্যা, শনিবার, ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

কলকাতার লোকসভা

কলকাতার লোকসভার ভোট নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গিয়েছে। এবারে লোকসভার নির্বাচনের হাওয়া কোন দিকে প্রবাহিত হতে শুরু করেছে তা নিয়ে মতো চর্চা হচ্ছে সর্বত্র। অফিস কাছারি বলতে গেলে এখন প্রায় বন্ধ। বহু কর্মীরা বাসস্থানে চলে গিয়েছে। শনিবার বাংলার লোকসভার ভোট। এবারে কলকাতার লোকসভার ভোট ত্রিমুখী লড়াই হবে বলে সবাই মনে করছে। কংগ্রেস সিপিএম এর সঙ্গে তৃণমূল বিজেপির নির্বাচনী লড়াই। আবার তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির নির্বাচনী লড়াই। এবারে বিজেপি জমিকে কলকাতায় শক্ত করতে দেশের প্রধানমন্ত্রী এখানে এসে রোড শো করেছেন। এর আগে দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ রোড শো করে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কোনও ভোটের হাওয়ার ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এখন ভারতে একটি মাত্র মুখ তিনি হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর বিকল্প কেউ খুঁজে বের করতে পারছে না। প্রধানমমন্ত্রী মোদির বহু সমালোচনা হচ্ছে। তিনি নাকি গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে দেওয়ার খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন। স্বৈরতন্ত্রকে ডেকে নিয়ে আসছেন। বিরোধী দলকে বিনাশ করতে তিনি নাকি সক্রিয় হয়েছেন। বহু লোকেরা প্রধানমমন্ত্রী নামে বদনাম করতে শুরু করে দিয়েছে। তবুও তারাই আবার বলতে শুরু করেছে যে মোদির বিকল্প কেউ হতে পারছে না। বর্তমান জাতীয় রাজনীতিতে জাতীয় নেতার অভাব রয়েছে। সেই অভাবকে পূরণ করছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। সবাই জোট ইণ্ডিয়ার দিকে তাকালেও সেখান থেকে একজনকেও জাতীয় নেতা বলে গ্রহণ করে নিতে রাজি নয় বাংলার মানুষ। জাতীয় নেতা হতে পারেন নি কংগ্রেসের লোকসভার সংসদীয় নেতা অধীর চৌধুরী। তিনি তো প্রাক্তন কংগ্রেসে নেতা অতুল্য ঘোষ হতে পারলেন না। বহুবার জাতীয় নেতার হওয়ার সুযোগ এসেছিল অধীর চৌধুরীর কাছে। কিন্তু তিনি এত বেশি করে মাথা গরম করতে থাকেন তার ফলে জাতীয় রাজনীতিক হওয়াটা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। বাংলায় জাতীয় নেতা হতে পেরেছিলেন অতুল্য ঘোষ। তিনি জাতীয় নেতা হয়েও তাঁর মন্ত্রী হওয়ার বাসনা ছিল না। এমনকী সাংসদ হওয়ার জন্য তিনি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতেন না। এক সময়ে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপতি পচ্ছন্দ করে দিতেন। তিনি যার নাম করতেন তিনিই হতেন রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী। এতখানি শক্তি ধরতেন প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা অতুল্য ঘোষ। সম্পাদক অশোক সরকার তাঁর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। সেই সময়কার নির্বাচন এত শান্তিপূর্ণ ছিল যে কোথাও কোনও রকম শাসক দলের সঙ্গে বিরোধী দলের সংঘাত দেখা দিত না। আর আজকে ২০২৪ সালের নির্বাচনে এখনও পর্যন্ত কোনও বড় ধরনের গণ্ডগোলের খবর নেই। কড়া হাতে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তার ফলে শনিবার কলকাতায় নির্বাচন হচ্ছে। তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। দক্ষিণ কলকাতা এবং উত্তর কলকাতায় রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের রাতের ঘুম নেই বলতে গেলে চলে। কলকাতা হচ্ছে বাংলার রাজধানি। ফলে কলকাতার নির্বাচনের ফলাফলের একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কলকাতা কোন দলের দখলে থাকবে তা নিয়ে চলছে অঙ্ক কষা।

বিপ্লবী রাসবিহারী

১৯১৮-র ৯ জুলাই তোশিকো-রাসবিহারীর গোপন বিয়ের সাক্ষী থাকলেন গুটিকয়েক মানুষ। জাঁকজমকে যে বিয়ের সাড়া ফেলার কথা, সেখানে বর বা কনে কোনও পক্ষের কোনও আত্মীয়-বন্ধু পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন না। তোশিকোর মা কোকো তখনও শয্যাশায়ী। দোতলা থেকে দেখলেন, অতি সাধারণ পোশাকে তাঁর মেয়ে চলেছেন বাবার হাত ধরে। ট্রেনে চড়ে টোকিয়ো, তোয়ামার বাড়ি। সেখানে তোশিকোর বিয়ের পোশাক কিনে রেখেছিলেন তোয়ামার স্ত্রী। তিনিই সাজালেন কনেকে। অনুষ্ঠানে পিতার ভূমিকায় রইলেন তোয়ামা। তোশিকো সোমা হয়ে উঠলেন তোশিকো বসু। পরবর্তী কালে জাপানে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন 'দ্য লিভিং ফ্লেশ শিল্ড টু দি ইন্ডিয়ান ইন এগজাইল' নামে। বিয়ের পর শিবা অঞ্চলের পাহাড়ি এলাকায় ভাড়া বাড়িতে উঠলেন নবদম্পতি। কিছু দিনের মধ্যেই গোয়েন্দারা টের পেল। শুরু হল বাড়ি বদল। আয়োমা মিনামি মাচি সেখান থেকে আয়োমা তাকাগি মাচি; কোথাও দু'মাস, কোথাও তিন। এমন বাড়ি বাছা হত যেগুলো হয় জঙ্গলের মধ্যে, নয়তো সমুদ্রের পাড়ে বা কাদাজমির ধারে। অধিকাংশ বাড়িতে ভাল করে সূর্যের আলো ঢুকত না। দিনের বেলাতেও অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে হয়ে থাকত ঘর। ভিতরে-ভিতরে অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছিলেন রাসবিহারী। তাঁর জীবনের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছেন বলেই না এমন ভোগান্তির মধ্যে পড়েছেন তোশিকো। আর এই জীবনের সঙ্গে জীবন মেলানোটাও হয়তো চাপে পড়ে, বড়দের কথা রাখতে। রাসবিহারী তোশিকোকে ভালবেসেছেন, কিন্তু তাঁর মনের তল পাননি এখনও। এই মেয়ে সব দায়িত্ব পালন করছেন মুখ বুজে। আবেগের বহিঃপ্রকাশেও অতি সংযমী নববধূটি। তখন তাঁরা চিবায় সমুদ্রের ধারের একটি বাড়িতে। এক দিন প্রশ্নটা করেই ফেললেন রাসবিহারী, "তুমি আমাকে বিয়ে করেছ, কিন্তু আমায় ভালবেসেছ কি? আমি সত্যিটা জানতে চাই।" প্রশ্নের আকস্মিকতায় নিষ্পলকে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকেন তোশিকো। চোখের জল এসে দুই গাল ভিজিয়ে দেয়। অস্থির রাসবিহারী তখন বেপরোয়া, উত্তেজিত। বলছেন, "বলো, তুমি কি আমার জন্য জীবন দিতে পারো?" কথা শেষ না হতেই তিরবেগে খোলা জানালার দিকে ছুটলেন তোশিকো। পিছন থেকে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন রাসবিহারী।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বললেন, জগতে একটি বড় অস্ত্র হল মনের শক্তি। সেই শক্তিকে সঞ্চয় করতে হবে। মনের শক্তির সঙ্গে ভক্তির মিলন ঘটাতে হবে। সাধনার রাস্তা তৈরি করতে হবে। মিনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা পাগল ছিলেন। সাধক বামাক্ষ্যাপা এবং রামপ্রসাদও মায়ের নাম গান করতে করতে পাগল হতেন। আর কবি গায়ক রামপ্রসাদ সেনও মায়ের নাম করতে করতে একবারে আত্মহারা হতেন। মায়ের নাম গানের মধ্যে দিয়ে মাতৃভক্তিকে জাগরিত করা যায় বলে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মনে করতেন। তিনি কারোর কাছ থেকে কোনও দিন ভিক্ষা করেননি। একমাত্র মা ভবতারিণীর কাছ থেকে। তিনি মা ভবতারিণীর কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করেছেন। মায়ের কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করে ঠাকুর তাঁর শিষ্যদের খাইয়েছেন। কোথা থেকে মা ভবতারিনী তাদের খাদ্য জোগাড় করে দিতেন সেটা ছিল একটি রহস্য। জীবনে উন্নতি করতে গেলে চাই নারী শক্তির জাগরণ। সেটা করতে হবে। বাংলার নবজাগরণ শুরু হয়েছিল নারী শক্তির জাগরণের মধ্যে দিয়ে। সেই নারী জাগরণের মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। বাংলার সব মনীষীরাই মায়ের শক্তি নিয়ে মহান হতে পেরেছেন। মাতৃভক্তির মধ্যেই জাগরণ রয়েছে

ভারতের পুরাণ, মহাকাব্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ কীভাবে ঘটল তার বিচার বিশ্লেষণে পণ্ডিতমহল

রবীন্দ্রকুমার শীল

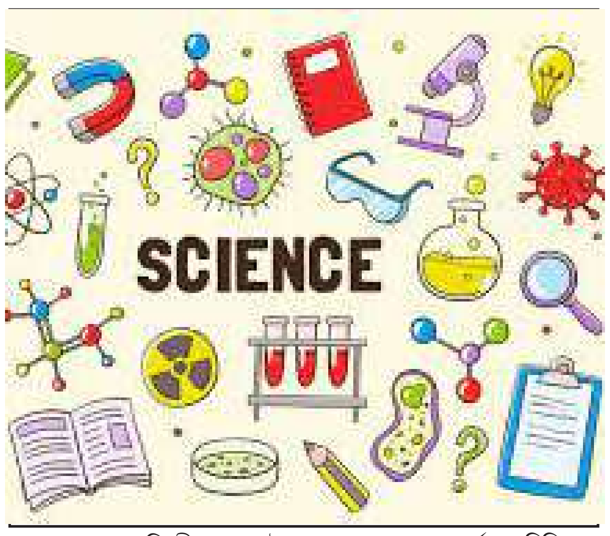

ভারতের পৌরাণিক কাহিনীগুলোর সঙ্গে এখন বিজ্ঞানের মেলবন্ধন ঘটিয়ে দেওয়ার একটি প্রবণতা দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। এই প্রবণতা হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠেনি। বহুকাল ধরে ভারতের সমাজবিদ ও রাজনীতিবিদেরা এর প্রচেষ্টা করছেন। পৌরাণিক কাহিনীগুলো কল্পনা ভিত্তিক। এই সব গল্পের সঙ্গে কোনও বিজ্ঞানের যোগ নেই। কল্পনার ওপরে ভিত্তি করে পৌরাণিক কাহিনীগুলো লেখা হয়েছে। বিজ্ঞান কল্পনার ওপরে নির্ভর করে চলে না। কল্পনাকে পাশ কাটিয়ে বাস্তবতার ওপরে ভিত্তি করে বিজ্ঞান এগিয়ে চলে বা অগ্রসর হয়। কল্পনা করে বিজ্ঞান চর্চা করা একেবারে অসম্ভব। কল্পনা করে গল্প লেখা যেতে পারে, কবিতা লেখা যেতে পারে। উপন্যাস লেখা যেতে পারে। কিন্তু কল্পনা করে বিজ্ঞান রচনা করা যায় না। বিজ্ঞান রচনা করতে গেলে সত্যের প্রকাশ থাকা দরকার। পরীক্ষা নিরীক্ষা করার প্রয়োজন। পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফলের ওপরে নির্ভর করে বিজ্ঞান ক্রমশ সমানে দিকে এগিয়ে চলে। ফলে পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে বিজ্ঞানের যে মেলবন্ধন ঘটানোর প্রবণতা এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সেটা একেবারে বলতে গেলে অজ্ঞানতার পরিচয়। আমরা রামায়ণের বহু ঘটনার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। রামায়ণে রচিত পুষ্প রথকে আমরা বর্তমানে বিমানের সঙ্গে সমন্বয় সাধনা করে থাকে। আমরা বলি ভারতে রামায়ণ যুগে বিমান ছিল। সেই সময়ে যে পুষ্প রথের কথা বলা হয়েছে সেটা আজকের আকাশে উড়া বিমান। অর্থাৎ ভারতের পৌরাণিক কবি বাল্মিকী বহুকাল আগেই বিমান সম্পর্কে কল্পনা করে রামায়ণে লিখে রেখে দিয়ে গিয়েছিলেন। ফলে আজকে যে আকাশে বিমানগুলো উড়ে বেড়াচ্ছে সেটা কল্পনা তৈরি হয়েছিল রামায়ণ যুগে। নিশ্চয় রামায়ণ যুগে আকাশে পুষ্প রথের মতো কোনও উড়ন্ত বিমান ছিল। না হলে সেই রথে করে কী করে লঙ্কা থেকে রাবণ উড়ে এল তপোবনে যেখানে সীতা বনবাসে ছিলেন। সীতাকে চুরি করতে লঙ্কার রাজা রাবণ পুষ্প রথে করে এসে তপোবনে নেমে সীতাকে হরণ করে নিয়ে চলে গেলেন। জটায়ু পক্ষী ডানা মেলে রাবণের সীতা হরণকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। শুরু হয়েছিল আকাশ যুদ্ধ। সেই সময়ে নিশ্চয় আকাশ যুদ্ধ হতো। না কবি কীভাবে সেটা কল্পনার মধ্যে দিয়ে অঙ্কিত করে গেলেন। গোটা রামায়ণের মধ্যে দিয়ে আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের সন্ধান করে থাকি এবং বর্তমান বিজ্ঞানের সঙ্গে তার তুলনা করে থাকি। বীর মেঘনাদ মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করতেন। তিনি কীভাবে মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করতেন সেটা সেই যুগে কোনও রকমভাবে সম্ভব না হলে কী কেন এই রকমভাবে অতিরিক্ত কল্পনা করে রামায়ণে চিত্রিত করবেন। নিশ্চয় সেই যুগে মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করার সম্ভাবনা ছিল। মেঘের আড়াল থেকে বর্তমান যুগে বোমারু বিমান যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে যুদ্ধ করে চলে যায়। মেঘনাদকে সেই যুগের বোমারু বিমানের মতো যুদ্ধবাজ বীর বলে ঘোষণা দেওয়া হয়ে থাকে। আমরা বলি রামায়ণের বহু ঘটনাকে আজকের বিজ্ঞানরী তার অনুসন্ধান করতে গিয়ে আবিস্কার করে ফেলেছেন। রামায়ণ কবি যা কল্পনার মধ্যে দিয়ে অঙ্কিত করেছেন তা বর্তমান কালের বিজ্ঞানীরা তাকে বাস্তবে পরিণত করছেন। বর্তমান কালে বিজ্ঞানীরা ভারতের পৌরাণিক কাহিনীগুলোর থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তাকে বিজ্ঞান আবিস্কারের কাজে লাগাচ্ছে। আসলে বিজ্ঞান সম্পর্কে আমাদের কোনও ধারনা নেই। বিজ্ঞান চলে বাস্তবের ওপরে ভিত্তি করে। আর পৌরাণিক কাহিনীগুলো হচ্ছে অতিরিক্ত কল্পনা। তার কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। একেবারে গালগল্প ছাড়া। কবি কল্পনা করতে পারেন। কিন্তু কবির কল্পনাকে বিজ্ঞানীরা প্রাধান্য দিচ্ছেন এটা মনে করার মধ্যে একটি ভ্রান্ত ধারনা নিশ্চয় রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদি বলেছেন, ভারতের পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে যে সব তথ্য রয়েছে তা বর্তমান চিকিৎসা জগতে সেগুলোর রূপরেখা দেখতে পাই। অতীতে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে নির্ভর করে বর্তমান জগতে চিকিৎসা ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। তিনি যুক্তি দিয়েছেন, মহাভারতের বর্ণনা অনুযায়ী কর্ণের জন্ম মাতৃগর্ভে হয়নি। এর অর্থ হল সেই সময়ে জেনেটিক সায়েন্স ছিল। বলতে গেলে সেই সময়ে ভারতের বিজ্ঞান এত উন্নত ছিল না। তবে কিছু মুনি ঋষিরা বন জঙ্গল থেকে গাছ গাছরা নিয়ে এসে চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্রয়োগ করতেন। ভারতের আয়ুর্বেদ চিকিৎস এর ওপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এই সব মুনি ঋষিরা গাছ গাছালি চিনতেন। তারা সেই সব গাছের ডাল কিংবা পাতা বেটে রোগীদের খেতে দিতেন এবং রোগীরা সুস্থ হয়ে উঠত। যেমন রামায়ণের লক্ষ্মণকে শক্তিশেল মারার পর যখন যখন অবস্থা একেবারে মরণাপন্ন ঠিক সেই সময়ে বীর হনুমান গন্ধ মাদন পর্বত নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। সে কিন্তু গাছ চিনতেন না। পর্বতের গাছ চিনতো সেই সময়কার চিকিৎসকেরা। লক্ষণকে সুস্থ করে তোলা হল। জ্ঞানহারা লক্ষণচোখ মিলে তাকালেন। আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় ভারত তখন খুব উন্নত ছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, ভারতে সেই সময়ে জেনেটিক সায়েন্সের অস্তিত্ব ছিল বলেই কর্ণের জন্ম হতে পেরেছে। গুজরাতের স্কুলে 'তেজোময় ভারত' নামে একটি বই পড়তে দেওয়া হয় স্কুলের ছাত্রদের। সেই বইটি রচনা করেছেন দীনানাথ বাদ্রা। বইটি পড়া বাধ্যতামূলক। 'তেজোময় ভারত' নামক বইটিতে লেখা মহাভারতের গান্ধারী একশো জন কৌরবের জন্ম দিয়েছেন। তখন ভারতে স্টেম সেলের আবিস্কার হয়ে গিয়েছে। সে যুগে প্লাস্টিক সার্জারি ছিল। নাহলে গণেশের অস্তিত্ব কী ভাবে রয়ে গেল। যে গণেশের মাথা উড়ে গেল সুদর্শন চক্রে। সেই গণেশের জীবন রক্ষা করতে হাতির মাথা নিয়ে এসে প্লাস্টিক সার্জারি মাধ্যমে জুড়ে দেওয়া সম্ভব হল। তার ফলে গণেশের জীবন রক্ষা পেল। এই ধরনের বহু অবৈজ্ঞানিক যুক্তি খাড়া করে এখন বিজ্ঞানের সঙ্গে ভারতের পৌরাণিক কাহিনীর মেল বন্ধন ঘটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মঙ্গলকাব্যে মনসা মঙ্গল কাব্যে লখিন্দরকে বিষধর সাপের কামড়ে মরে গেলে স্বর্গের দেবতাদের আশীর্বাদে জীবন ফিরে পেয়ে গেলেন। মা মনসার পুজো দিতে বাধ্য হলেন লখিন্দরের পিতা চাঁদ সওদারগর। তাহলে এখন কেন কলাপাতায় ভেলায় সাপে কাটা মানুষকে ভাসিয়ে দিলে সে বেঁচে ওঠে না। তার দেহ ক্রমশ পচতে শুরু করে। বহু পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে বর্তমান বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে দেওয়ার যে প্রচেষ্টা চলছে সেটা কিন্তু বাস্তব জগতের সঙ্গে কোনও রকম মিল নেই। বর্তমান কালে যে বিজ্ঞান তা হচ্ছে ফলিত বিজ্ঞান। কাল্পনিক বিজ্ঞান নয়। রামায়ণ মহাভারত পৌরাণিক কাহিনীগুলো হচ্ছে কাল্পনিক বিজ্ঞান। কল্পবিজ্ঞান বলাও যেতে পারে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মহাভারতের যুগের মুনিঋষিদের স্টেম সেল, প্লাস্টিক সার্জারি জেনেটিক সায়েন্স কথা বলে ভারতের মহাত্ম্য প্রচার করতে পারেন বটে। কিন্তু সেই প্রধানমন্ত্রী কোভিড টিকা বাজারে নিয়ে ঘোষণা দিয়েছেন।

আজকে যে যুগটা পড়েছে সেটা সফটওয়ারের যুগ বলা যেতে পারে। ডিজিটাল ভারত বলা যেতে পারে। লেখাপড়া থেকে শুরু করে কৃষি ব্যবস্থা এমনকী প্রশাসনও এখন ভার্চুয়াল ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হতে শুরু করে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী এটাকে মন্দির বলে গ্রহণ করে নিয়েছেন। তিনি কোনও ধর্মীয় মন্দির দর্শন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করতেন না। তিনি মানব ধর্মের প্রধান মন্দির হচ্ছে আইটি পার্ক এবং সফটওয়্যার। শুধু ধর্মীয় মন্দির ভারতে বহু রয়েছে। এক পা ফেললে বহু মন্দিরের দর্শন মেলে। কিন্তু তাদের কাজ তো শুধু পুজা অর্চনা করা। আর তাদের কোনও কাজ নেই। কিন্তু একটি তথ্য প্রযুক্তি দফতর, বা একটি কলকারখানা যেভাবে মানব সেবার কাজে অংশ গ্রহণ করতে সক্ষম সেটা আর কোনও মন্দিরের পক্ষে সম্ভব নয়। সেই কারণে আজকের যুগে মন্দির হচ্ছে আধুনিক শিল্পকলাগুলো যা দিয়ে মানব জাতির উন্নয়নের সোপান। আধুনিক যুগে চলবান বিশ্বের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পারবে প্রতিটা ভারতবাসী সেই সব শিল্প মন্দির তৈরি করতে হবে। সেটা করতেই উৎসাহী ছিলেন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু, ইন্দিরা গান্ধি এবং অটল বিহারী বাজপেয়ী। আর আজকে সেই থিয়োরিটা একেবারে পাল্টে গিয়েছে। অতীতে দিকে টেনে সমানে নিয়ে আসার চেষ্টা করা হচ্ছে। অতীত কোনও সময়ে বর্তমান হতে পারবে না। অতীতে যদি জোর করে টেনে সামনের দিকে নিয়ে আনা হলে ভারতের অগ্রগতি একেবারে থমকে যাবে। স্তব্ধ হয়ে যাবে ভারতের অগ্রগতির রথ।

১৯৫২ সালে সোমনাথ মন্দিরের ধ্বংস্তপের 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা' প্রসঙ্গে নেহরুর আপত্তি এবং অসহযোগিতার নিয়ে সরব রয়েছে সঙ্ঘ পরিবার। সব মিলিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে নেহরু মন্দির মতাদর্শ নিয়ে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা গুজরাতের কানহাইয়া কুমার মুন্সি তাঁর 'প্রিলগ্রিমেজ টু ফ্রিডম' বইটিকে সামনে নিয়ে এসেছেন আরএসএসের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনমোহন বৈদ্য। তিনি বলেছেন, নেহরুর ভারতীয়ত্ব ছিল ইউরোপের চেখে দেখা ভারত। আর রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের মতো নেতারা ভগবতগীতার আদর্শকে থেকে স্বাধীন ভারত গড়তে চেয়েছিলেন। সেই প্রত্যয় থেকে মন্দিরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন তাঁরা। পণ্ডিত নেহরু ধর্মনিরপেক্ষ ভারত গড়তে চেয়েছিলেন। সেই আদর্শে ওপরে ভিত্তি করে নতুন ভারত গড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করার ফলে পণ্ডিত নেহরু কোনও সময়ে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য মন্দির নির্মাণ করার ব্যাপারে উৎসাহ দেখাতেন না। তিনি যেমন সোমনাম মন্দির ধ্বংসের প্রাচীন ইতিহাসকে সামনে নিয়ে একে কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে উস্কানি দিতে চাননি, ঠিক তেমনি তিনি আবার শিল্প কলকারখানার ওপরে বেশি করে জোর দিয়ে এগুলোকে এক একটি মন্দিরের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে গিয়েছেন। মন্দির গড়ার চেয়ে বাঁধ নির্মাণকে গুরুত্ব দিয়েছেন। মন্দির গড়ার চেয়ে শিল্প স্থাপন করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ঠিক সেই রকম অটল বিহারী বাজপেয়ী আইটি পার্ক এবং সফট ওয়্যারকে মন্দির বলে গ্রহণ করে নিয়েছেন। তাঁর মনের মধ্যে কোনও আলাদা করে ধর্মীয় আবেগ দেখা দেয়নি। কানাহাইয়া লাল মুন্সীর বইটিকে উল্লেখ করে আরআসএসের যুগ্ম সম্পাদক আরও বলেছেন, সোমনাথ মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার সময়ে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদকে সেই স্থানে যেতে নিষেধ করেছিলেন নেহরু। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ নেহরুর কথাকে অগ্রাহ্য করে সোমনাথ মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে এবং বক্তব্য রাখেন। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে কোনও রকমভাবে মন্দির নির্মাণ কাজে অর্থ বরাদ্দ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে তিনি চাননি। তবে অনেকেই বলেছেন যে নেহরুর ইচ্ছা ছিল সোমনাথ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষকে সংরক্ষিত করে রাখার। সেখানে কোনও নতুন করে শিল্যানাস করার বিরোধী ছিলেন। সোমনাথ মন্দিরের একটি ইতিহাস রয়েছে। সেই ইতিহাসকে কোনও রকমভাবে চাপা দেওয়া সম্ভব নয় সেটা নেহরু জানতেন। সেই কারণে সোমনাথ মন্দির নিয়ে কোনও রকমভাবে আবার ধর্মীয় উস্কানি যাতে শুরু না হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখতেন ধর্মনিরপেক্ষ এর প্রবক্তা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। নতুন ভারত গড়তে নেহরুর ওপরে অনেকগুলি দায়িত্ব এসে পড়েছিল। সোমনাথ মন্দিরকে সামনে রেখে যেভাবে এখন আরএসএস নেহরুর সমালোচনা করছে। নতুন ভারত গড়তে নেহরুর ওপরে অনেকগুলি দায়িত্ব এসে পড়েছিল। সেই সব দায়িত্বকে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন না করলে তার জন্য তাঁকে আগামি দিনে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হতো। সেই কারণে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে কোনও রকমভাবে একটি ধর্মীয় সমাবেশকে নিয়ে প্রশাসন যাতে বেশি মাথা না ঘামায় তার দিকে বেশি করে নজর দিতেন নেহরু। এখন তাকে অপরাধী করে তোলার কোনও মানে হয় না। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র তৈরি করতে না পারলে আজকের ভারতকে দেখতে পাওযা সম্ভব হতো কিনা তা নিয়ে বহু পণ্ডিতেরা প্রশ্ন করতে শুরু করেছে। তা নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ হচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ভারতের গণতন্ত্রকে নিয়ে অপারেশন পর্যন্ত করা হচ্ছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। বর্তমান ডিজিটাল ভারত কি তাহলে পিছনের বা আতীতে কথিত বিজ্ঞানের রাস্তা ধরে হাঁটবে নাকি আধুনিক বিজ্ঞানকে আঁকড়ে ধরবে তা নিয়ে চলছে বিতর্ক।

বাংলার নবাব সিরাজদৌল্লার বিবাহিত জীবন

বিশেষ প্রতিবেদক

নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিবাহিত জীবন ও পরবর্তী বংশধরদের নিয়ে মানুষের আগ্রহের শেষ নেই। সিরাজউদ্দৌলার ক'টা বিয়ে ? কি ভাবে বিয়ে? কার কার সাথে বিয়ে ? প্রথম স্ত্রীর নাম কি? লুতফুন্নিসা কি সিরাজের বিবাহিত স্ত্রী ছিলেন? আলেয়া কে? সিরাজউদ্দৌলার বিয়ের অনুষ্ঠান কেমন হয়েছিল? কিভাবেই বা হয়েছিল ? পলাশীর যুদ্ধের পর সিরাজউদ্দৌলার বংশধরদের কি হয়েছিল? নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ছিলেন নবাব আলিবর্দীর খানের ছোট মেয়ে আমিনা বেগম ও হাজী আহমদের ছোট ছেলে জৈন-উদ-দীন আহমেদের প্রথম সন্তান। জন্মের পরই আলিবর্দী খান তাঁকে দত্তক পুত্র রূপে গ্রহণ করেছিলেন। আমিনা বেগমের মেজ ছেলে ইকরাম-উদ্দৌল্লাকে দত্তক পুত্র রূপে গ্রহণ করেছিলেন সিরাজের মাসি ঘষেটী বেগম ও তাঁর স্বামী নওয়াজেশ মহম্মদ খান কারন তারা ছিলেন নিঃসন্তান।

নবাব সিরাজউদ্দৌলার জীবনের প্রথম বিয়ে ঠিক হয়েছিল রাজমহলের ফৌজদার আতাউল্লা খাঁর মেয়ের সাথে। আতাউল্লা খাঁ ছিলেন বাংলার দ্বিতীয় নবাব সুজাউদ্দিনের আত্মীয় তাছাড়াও তিনি ছিলেন নবাব আলিবর্দী খানের দাদা হাজী আহমদের কন্যা রাবেয়া বেগমের স্বামী। আলিবর্দী খান বাংলার সুবাদারি লাভ করার পর তিনি আতাউল্লাহ খানকে রাজমহলের ফৌজদার পদে নিয়োগ করেন এবং বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি সেই পদেই বহাল থাকেন। কিন্তু হঠাৎ করেই তাঁর সেই মেয়ে মারা গেলে বাগদান পর্ব হয়ে থাকলেও সিরাজউদ্দৌলার সেই বিয়ে আর হল না। সিরাজ-উদ-দৌলার বাগদত্তা আতাউল্লাহ খানের সেই মেয়ের মৃত্যুর পর মির্যা ইরাজ খানের এক মেয়ে ওমদাতুন্নেসার সঙ্গে সিরাজের বিয়ে ঠিক হল। তবে আতাউল্লাহ খানের আর একটি মেয়ের সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার ভাই ইকরাম-উদ-দৌলার বিয়ে হয় অত্যন্ত সমারোহের সঙ্গে। যদিও ভাই ইকরাম-উদ-দৌলার বিয়ের অনুষ্ঠানই প্রথমে হয় এবং তারপর হয় সিরাজউদ্দৌলার বিয়ে। এবং সেই বিয়ের অনুষ্ঠানও চলে প্রায় একমাস ধরে। আসুন এবার সিরাজউদ্দৌলার শ্বশুড়, অর্থাৎ ওমদাতুন্নেসার পিতা মির্যা ইরাজ খানের একটু পরিচয় জেনে নেওয়া যাক। ইরাজ খানের পিতামহ মোস্তফা কুলি খান ছিলেন সম্রাট আওরঙজেবের তৃতীয় পুত্র শাহজাদা আজমের দেওয়ান বা প্রধানমন্ত্রী। গুজরাট রাজ্যের সুবাদার হিসাবে আযমশাহ আহমেদাবাদে থাকাকালীন সেই নগরে মোস্তাফা কুলি খান ছিলেন শাহজাদার পরেই বিশিষ্ট্য ব্যক্তি। তার তিন পুত্রের মধ্যে একজন হলেন ইরাজ খানের পিতা আকবর কুলি খান। এই আকবর কুলি খান ছিলেন অত্যন্ত চরিত্রবান ও বিশেষ সম্মানীয় ব্যক্তি। পরবর্তীকালে আকবর কুলি খান ভাগলপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। সেখান থেকে তিনি বাংলায় চলে আসেন এবং সম্মান ও কৃতিত্বের সঙ্গে দিন অতিবাহিত করেন। তৎকালীন বাংলার নবাব সুজাউদ্দিন ইরাজ খানের গোটা পরিবারকেই চিনতেন এবং তাদের সবার প্রতিই তার অসীম শ্রদ্ধা ছিল। গিরিয়াতে নবাব সরফরাজ খানের সাথে আলিবর্দী খানের যে যুদ্ধ হয় তাতে তিনি সরফরাজ খানের পক্ষেই ছিলেন। সেই যুদ্ধে ইরাজখানের পুত্রও নিহত হয়েছিলেন এবং তিনি নিজেও সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছিলেন। এর পর তিনি তার মুর্শিদাবাদের বাড়িতে অবসর জীবন যাপন করতে শুরু করেন। কিন্তু নবাব আলিবর্দী খান তার সব গুণের কথা জানতেন এবং তিনি তাঁকে দরবারে ডেকে পাঠান ও চাকরি দেন। নবাবের দরবারে তিনি যথেষ্ট সম্মান পেতেন। নবাব আলিবর্দী খান ইরাজ খানের পূর্বপুরুষদের সুখ্যাতি ও এই পরিবারের গৌরবের কথা খুব ভাল করেই জানতেন তাই তিনি ইরাজ খানের মেয়ে ওমদাতুন্নিসার সাথে সিরাজ-উদ-দৌলার বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং ইরাজ খান তাতে রাজিও হয়ে যান।

নবাব আলিবর্দী তাঁর আযিমাবাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের সকলকে তার প্রিয় নাতি সিরাজ-উদ-দৌলা ও ইকরাম-উদ-দৌলার বিয়ের অনুষ্ঠানে নমন্তন্ন করেছিলেন। অত্যন্ত জাঁকজমক ছিল সেই বিয়ের অনুষ্ঠান। ইকরাম-উদ-দৌলার বিয়ের অনুষ্ঠানই প্রথমে হয়। নবাবের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, এবং উপস্থিত সেনাপতিগণ ও গৃহভৃত্যদের মধ্যে এই উপলক্ষে এক হাজার খিলাত বিতরণ করা হয়েছিল। সিরাজ-উদ-দৌলার বিয়েতেও প্রদান করা হয়েছিল আরও দুই হাজার খিলাত এবং কোনো লোককেই একশ টাকার কম দেওয়া হয়নি। যাদেরকে এর চেয়েও বেশি টাকা দেওয়া হয়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজারেরও বেশি। তাছাড়া অতি বিশিষ্ট কিছু মানুষকে তাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী মণি-মুক্ত প্রদান করা হয়েছিল। একমাসেরও বেশী সময় ধরে নবাবের প্রাসাদে ভোজের ব্যবস্থা লেগেই ছিল এবং সেই সঙ্গে নানা আমোদ-প্রমোদেরও ব্যবস্থা ছিল। শহরের প্রত্যেকটি পরিবারে নবাব কর্তৃক প্রস্তুত বিশেষ খাবার পাঠানো হত। বিয়ে উপলক্ষে আলোকসজ্জা ও আতশবাজির ব্যবস্থাও ছিল বর্ণনার অতীত।

কিন্তু এতো ধুমধাম করে দুই ভাইয়ের বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও কারোরই বিয়ে সুখের হয়নি। বিয়ের কিছুকাল পর সিরাজের ভাই ইকরামউদ্দৌল্লা নিঃসন্তান অবস্থায় বসন্ত রোগে মারা যান কিন্তু তিনি মারা যাওয়ার সময় তাঁর এক উপপত্নী গর্ভবতী ছিল ফলে সেই উপপত্নীর ছেলেকেই ইকরামউদ্দৌলার বংশধর হিসেবে স্বীকৃত দেওয়া হয়, তাঁকে মুরাদউদ্দৌলা উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এই মুরাদউদ্দৌলার সাথেই আবার পরবর্তী কালে সিরাজ কন্যা উম্মে জোহরার বিয়ে হয়েছিল। অপর দিকে সিরাজদ্দৌলার বিয়েও সেভাবে সুখের হয়নি। ওমদাতুন্নিসার সাথে সিরাজের বিয়ে হলেও সিরাজ তাঁকে উপেক্ষা করেই লুতফুন্ননিসা বেগমকে নিজের জীবন সঙ্গিনী করে নিয়েছিলেন। পলাশীর বিপর্জয়ের পর ইরাজ খাঁও সিরাজ কে কোনো ভাবে সহযোগীতা করেননি। মুর্শিদাবাদে ফিরে সিরাজ যখন তার শ্বশুড় ইরাজ খার কাছে সৈন্য সাহাজ্য চান তখন তিনিও নবাবকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

নবাব সিরাজুদ্দৌলার জীবন সঙ্গিনী হিসেবে যার নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত তিনি হলেন লুৎফুন্নেসা। যদিও তার শৈশবের পরিচয় নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। নবাব আলিবর্দীর জেনানায় এক বাঁদির গর্ভে জন্ম হয় লুতফুন্নিসার। তার বাবার নাম জানা যায় না। নবাবী হারেমে কোনো বাদির সন্তানকে জারিয়া বলা হতো।

পাঠকের দরবারে

'নায়ক' ছবির সুটিংয়ে উত্তম কুমার

নায়ক সিনেমার জানা অজানা তথ্য নিঃসন্দেহে উত্তমকুমারের অভিনয় জীবনের অন্যতম স্পেশাল একটি সিনেমা হচ্ছে নায়ক। এই সিনেমার মাধ্যমেই সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে প্রথমবারের মতো কাজ করেন তিনি। ১) নায়ক যখন মুক্তি পায়, তখন সেই সিনেমার সাথে তৎকালীন সমালোচকেরা বার্গম্যানের ওয়াইল্ড স্ট্রবেরিজ সিনেমার মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। চলন্ত ট্রেনের মধ্যে বিভিন্ন নাটকীয় মুহূর্ত আছে হিচককের বিখ্যাত সিনেমা নর্থ বাই নর্থওয়েস্ট। ২) নায়ক সিনেমা শুটিংয়ের আগে উত্তমকুমার কিছুটা অসুস্থ ছিলেন। বাড়ির খাবার ছাড়া কিছু খেতেন না। সেই খাবার তাঁকে দিতে যেতেন সুপ্রিয়া দেবী, কিন্তু কখনও স্টুডিওতে প্রবেশ করেন নি তিনি। তবে একদিন করেছিলেন, সেই বিখ্যাত স্বপ্ন দৃশ্যের সময়। উত্তমকুমার বারবার সুপ্রিয়া দেবীকে বলেছিলেন-একটু দেখে যাও! এত ভালো একটা সিন! দৃশ্যটা ঠিক মতো টেক হচ্ছিল কিনা, সে বিষয়ে বেশ টেনশনে ছিলেন উত্তমকুমার। রূপকথা ঃ ৩) সিনেমার মুক্তির দিন সম্পর্কে সুপ্রিয়া দেবী বলেন- ভবানীপুরের ইন্দিরা সিনেমাতে ছিল সিনেমাটির প্রিমিয়ার শো। আমি আর উত্তম হাজরা মোড়ে পৌঁছে দেখি হাজার হাজার মানুষের মাথা। কি করে হলে পৌঁছাব কিছুতেই বুঝতে পারছি না! উত্তম রীতিমত ঘামছে অনেক কষ্টে পৌঁছালাম শেষ পর্যন্ত। শো শেষ করে যখন বেরচ্ছি, পাবলিক 'গুরু', 'গুরু' বলে এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল যে উত্তমের শার্টের একটা হাতা ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল। আমার শাড়ির আঁচলটাও নেই! কোনও মতে ওই অবস্থায় গাড়িতে উঠে আমরা তখন সোজা গ্র্যান্ড হোটেলে চলে এলাম। ৪) সত্যজিৎ রায় নায়ক সিনেমার স্ক্রিনপ্লে লিখেছিলেন দার্জিলিঙে বসে। উত্তমকুমারের প্রতি সত্যজিৎ রায়ের আলাদা একটা দুর্বলতা ছিল। সত্যজিতের মা ও উত্তমকে খুব পছন্দ করতেন। এই ক্যারেক্টারে উত্তম ছাড়া আর কাউকে ভাবতেই পারেননি সত্যজিৎ। কারণ এই গল্পটা একজন স্টারের। তাছাড়া মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা একজন মানুষ সংগ্রামের মাধ্যমে স্টার হয়ে উঠেছে, সেটার সাথে উত্তমের জীবনটা বেশ মিলে যায়। উত্তমও প্রচন্ড খুশি হয়েছিলেন সত্যজিতের সাথে কাজ করে। এত চমৎকার সব শট দিতেন যে সবাই মুগ্ধ হয়ে যেতেন। নায়ক সিনেমার বেশিরভাগ সিন এক টেক 'ওকে' হওয়া। ৫) উত্তমকুমারের খন্যান স্টেশনে চা খাওয়ার দৃশ্য টি নিয়ে বেশ সমালোচনা হয়েছিল। কারণ যে ট্রেনটি দেখানো হয়েছিল, সেই ট্রেনের যাত্রা পথে খন্যান স্টেশন পরার কথা নয়। বাংলার দর্শকদের জন্য ব্যাপারটা অস্বস্তিকর হলেও, বিদেশি দর্শকদের এতে কোন সমস্যা ছিল না। ৬) উত্তমকুমারকে দিল্লি নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তাই সিনেমা শেষ দৃশ্যটি হাওড়া স্টেশনে নেওয়া হয়। চিত্রগ্রাহক সুব্রত মিত্র দিল্লি গিয়ে ওখানকার স্টেশনের শট তুলে এনেছিলেন। পরে এডিটিং এর টেবিলে শট দুটোকে মিলিয়ে দেওয়া হয়।

৭) সত্যজিৎ রায় ডিটেলিং নিয়ে কি পরিমাণ খুঁতখুঁতে ছিলেন, সেটা কম বেশি সবারই জানা। উত্তম কুমারের জন্য শেভিং ব্রাশ খুঁজতে গিয়ে অনেক ধকল গিয়েছিল ইউনিটের লোকদের। প্রায় একশটা শেভিং ব্রাশ অপছন্দ হওয়ার পর মানিকদা যেটাতে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, সেটি ছিল পরিচালক তরুণ মজুমদারের। ৮) অদিতি ক্যারেক্টারে প্রথমে অন্য কাউকে নেওয়ার কথা থাকলেও, শেষ পর্যন্ত পছন্দ মত আর কাউকে না পেয়ে সত্যজিৎ রায় শর্মিলা ঠাকুরকেই ডাকেন। শর্মিলা তখন মুম্বাইয়ের সিনেমা নিয়ে অনেক ব্যস্ত।

বাড়ির ছাদে পদ্ম ফুল চাষ করছেন দম্পতি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩১ মে ঃ ছাদ পুকুরে পদ্ম! অবাক হচ্ছেন? ভাবছেন বাড়ির ছাদে আবার পুকুর? সেখানে পদ্ম! কীভাবে সম্ভব? চাইলে সবই সম্ভব। শহরে পুকুরের সংখ্যা এক্কেবারেই কম তো কি হয়েছে, বাড়ির ছাদে পুকুর বানিয়ে তাতে পদ্ম ফুল বিভিন্ন ফুল ফলের চাষ করেই তাক লাগিয়ে দিয়েছেন জলপাইগুড়ির এক দম্পতি। ক্রমেই কমে আসছে জলাশয়, পুকুর, ডোবার সংখ্যা। জলাশয়, পুকুর বোজানো হচ্ছে প্রতিদিন। বলা যায়, জলপাইগুড়ি শহর এখন প্রায় পুকুর শূন্যই বলা যেতে পারে। তাই জলপাইগুড়ি শহরের পুকুরে ভেসে থাকা গোল পাতা যুক্ত পদ্মের দেখা মেলাই ভার। সেই আফসোস ঘোচাতে শহরের আনন্দপাড়ায় নিজের বাড়ির দোতালার ছাদে পদ্ম চাষ করে সকলকে তাক লাগালেন জলপাইগুড়ি শহরের এই দম্পতি। শুনলে বা দেখলে আপনিও অবাক হবেন! ঘটনাটা বিরল হলেও সত্যি। জলপাইগুড়ি কদমতলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শরীর শিক্ষা বিভাগের শিক্ষিকা প্রভা সরকার এবং তার স্বামীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাড়ির ছাদেই পদ্ম চাষ করেছেন জল পদ্ম। বিশাল বড় বড় জলভর্তি গামলায় বেশ সুন্দর ফুটে রয়েছে গোলপাতা বিশিষ্ট জল পদ্ম। দেখলে বোঝাই দায় যে এ পদ্ম পুকুরের নয়, ছাদপুকুরের। এই পদ্ধতিতে পদ্ম চাষ করায় কিন্তু লাভ হয়েছে আরেকদিকেও। এই বছর জলপাইগুড়ি শহরে যে হারে গরম পড়েছে তাতে নাজেহাল অবস্থা জলপাইগুড়িবাসীর। ছাদের দালান ঘর দিয়ে যেন গরম হলকা বইছে, এমনই গুমোট গরমের সাক্ষী থেকেছে জলপাইগুড়ি প্রতিটি সাধারণ মানুষ। তাই এভাবে ছাদে জল পদ্ম চাষ করার কারণে তার ছাদ এবং ঘরের ভেতরে বেশ ঠান্ডা থাকছে বলেই জানালেন ওই দম্পতি। একদিকে যেমন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হচ্ছে অন্যদিকে, ঘর থাকছে ঠান্ডা। বাড়ির রঙ সাদা হলেও এই বাড়ি যেন সবুজ আকার ধারণ করেছে। বিরল এই দৃশ্য দেখতে আশেপাশের বহু মানুষের এই আনাগোনা লেগেই থাকে সরকার দম্পতির বাড়িতে।

বিশ্ব তামাক বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে র‍্যালি

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৩১ মে ঃ বিশ্ব তামাক বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে আলিপুরদুয়ার জেলা শহরের রাজপথে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচেতনতার র‍্যালি। এদিন র‍্যালিটি জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে আলিপুরদুয়ার শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। এদিনের র‍্যালিতে স্বাস্থকর্মী থেকে শুরু স্বেচ্ছাসেবীরা ও স্বাস্থ দফতরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত এক ট্রাক্টর চালক

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৩১ মে ঃ শুক্রবার ভোর পাঁচটা নাগাদ নলহাটি দুই নম্বর ব্লকের পানাগড় মোড়গ্রাম ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের নগরা ও মহেশপুরের ক্যানেলের মাঝে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত এক ট্রাক্টর চালক। জানা গেছে, ট্রাক্টরটি নলহাটির দিকে যাচ্ছিল পাথর বোঝাই করতে। ঐ সময় দুর্ঘটনা ঘটে। নলহাটি থানার লোহাপুর ফাঁড়ির পুলিশ আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে লোহাপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত চালক নলহাটি দুই নম্বর ব্লকের শীতলগ্রাম পঞ্চায়েতের আটকুলা গ্রামে বাড়ি। মৃতের নাম আলমাসুল শেখ। কি ভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে লোহাপুর ফাঁড়ির পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। অন্যদিকে, রামপুরহাট মনসুবা মোড়ে এক চার চাকা গাড়ির সঙ্গে বাইক চালকের দুর্ঘটনা ঘটে। আহত ব্যক্তির বাড়ি রামপুরহাট থানার হস্তিকাঁদায়। তাকে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩১ মে ঃ এক মহিলার রহস্য মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে ময়নাগুড়ি শহরে। শুক্রবার ময়নাগুড়ি শহরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের শহিদ গড় পাড়ায় এই ঘটনা ঘটেছে। রক্তাক্ত অবস্থায় ওই মহিলার দেহ উদ্ধার হয়। দেহ উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে। জানা গেছে বাড়িতে একাই থাকতেন অর্চনা দে সরকার (৪৪)। পাশের বাড়ির এক মহিলাকে বলা হয়েছিল তাকে দেখাশোনার জন্য। সেই মহিলা শুক্রবার সকালে গিয়ে দেখে দরজা বন্ধ। এরপর জানালা দিয়ে দেখতে পায় মহিলা ঘরের মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এরপর খবর দেওয়া হয় তার মেয়ে ও জামাইকে। তাপস দাস বলেন, গলায় দাগ রয়েছে। বেশ কিছু জায়গায় রক্ত আছে। এদিকে এই বিষয় নিয়ে ময়নাগুড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সীতেশ বর বলেন, আমরা দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছি। ময়নাতদন্তে রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ বলা অসম্ভব।

দেড় লক্ষ টাকা লুটে নিয়ে গেলো চোর, মাথায় হাত গৃহস্থের

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৩১ মে ঃ স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, হুগলির হিন্দমোটের বিবিডি রোডের বাসিন্দা ঝুমুর দাস গত ২৬ তারিখ দুর্গাপুর গিয়েছিলেন তার এক আত্মীয় বাড়িতে। বুধবার তার এক জামাইবাবু গাছের আম দিতে আসেন হিন্দমোটরের বাড়িতে। তখন দেখেন বাড়ির দরজা খোলা কিন্তু কেউ নেই বাড়িতে। ফোন করে খবর দেন দুর্গাপুরে। বাড়ি ফিরে ঝুমুর দেবী দেখেন তার বাড়িতে রাখা তিনটি লক্ষ্মীর ভান্ডার ভাঙা। তিনি বলেন, তিন বছর ধরে শুধু পাঁচশো টাকার নোট জমিয়েছি লক্ষ্মীর ভান্ডারে। দেড় লক্ষ টাকা জমেছিল। বাকি আলমারিতে থাকা আরো এক লাখ টাকা ও লক্ষাধিক টাকার গহনা চুরি হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ঝড় বিধ্বস্ত এলাকায় বৃক্ষরোপণ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩১ মে ঃ ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করলেন রামমোহন রায় ফ্যানস ক্লাব নামের এক স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক সংগঠন। শুক্রবার ময়নাগুড়ি ব্লকের ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বার্নিশ, পুটিমারী এবং ধর্মপুর এলাকায় এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি করা হয়। এদিন মোট এক হাজার চারা গাছ রোপণ করা হয় এবং নেট দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী রামমোহন রায়, সমাজসেবী কল্যানী তরফদার, সমাজসেবী মনোজ দেবনাথ, বাদল তরফদার, ধর্মরাজ রায় সহ প্রমুখরা। এদিন পুঁটিমারী এলাকা থেকে এই কর্মসূচি শুরু করা হয়। যা আগামী ৫ জুন পর্যন্ত চলবে বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, গত ৩১ মার্চ বিকেল নাগাদ আচমকা বিধ্বংসী ঝরে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় জলপাইগুড়ি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা। সেই ঝড়ে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ময়নাগুড়ি ব্লকের বার্নিশ, পুটিমারি, এবং ধর্মপুর এলাকা। এই ঝড়ে যেমন ঘরবাড়ি তছনছ হয়ে গেছে তেমনি নষ্ট হয়েছে হাজার হাজার গাছ, আবাদি জমি। ফলে সেই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পুনরায় গাছের সংকট মেটানোর উদ্যোগ গ্রহণ করলেন রামমোহন রায় ফ্যানস ক্লাব। সবুজায়নের লক্ষ্যে এই কর্মসূচি বলেই জানিয়েছেন সংগঠনের সদস্যরা। এদিন প্রায় এক হাজার চারা গাছ রোপণ করা হয়। এদিন মূলতঃ মেহগনি, টুন, বিভিন্ন ফলের গাছ সহ মূল্যবান চারা গাছরোপণ করা হয়। এই কর্মসূচিতে এদিন অংশ নেন ময়নাগুড়ির বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী শুভঙ্কর চক্রবর্তী। তার নিজের গাওয়া গাছ নিয়ে একটি বিখ্যাত গান গেয়ে সচেতনতার বার্তা দেন তিনি। সংগঠন সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার থেকে আগামী ৫ জুন পর্যন্ত এই কর্মসূচি লাগাতার চলবে এবং সংগঠনের দাবি গোটা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাতেই এই বৃক্ষরোপণ করা হবে। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে ৫ জুন বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির পাশাপাশি চারা গাছ বিতরণ করা হবে।

শিলিগুড়িতে ডাকাতির ছক ভেস্তে দিল মেট্রোপলিটন পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩১ মে ঃ শিলিগুড়িতে ডাকাতির ছক ভেস্তে দিল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রধাননগর থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রধান নগর থানার কুলি পাড়া এলাকা থেকে তিন দুষ্কৃতী গ্রেপ্তার করেন। ধৃতদের নাম শিবু পাল, মোহাম্মদ ফারুক এবং মোঃ বুদ্ধা। ধৃতরা প্রত্যেকেই প্রধাননগর থানা এলাকার বাসিন্দা। প্রধান নগর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে গতকাল গভীর রাতে কুলি পাড়ার পাশে মহানন্দা নদীর চরে ধৃতরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জমায়েত হয়েছিল। গুরুং বস্তি এলাকাতে একটি ডাকাতি করার উদ্দেশ্য ছিল ধৃতদের বলেই জানা গেছে। গোপন সূত্রে এই খবর পাওয়া মাত্রই অভিযান চালায় প্রধাননগর থানার পুলিশ। তবে পুলিশের গাড়ির আলো দেখে ৪৫ জন দুষ্কৃতী মহানন্দা নদী পার করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও বাকি তিন জনকে ধরে ফেলতে সমর্থ্য হয় প্রধান নগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। ধৃতদের শুক্রবার শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। অভিযুক্তদের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয়েছে ডাকাতির উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা নানান রকম অস্ত্রশস্ত্র। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পলাতক দুষ্কৃতীদের তথ্য সংগ্রহ করে তাদের গ্রেফতারের চেষ্টা চালাচ্ছে প্রধাননগর থানার পুলিশ।

পি. ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ট্র্যাক কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৫৮/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখঃ ২৯-০৫-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং.ঃ ১৬-এপি-II-২০২৪। কাজের নাম ঃ এসএসই/পি.ওয়ে/কোচবিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ট্র্যাক কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ২,২৮,০৯,৫৪৮.৪১ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,৬৪,১০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৫-০৬-২০২৪ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং খোলা হবে ২৫-০৬-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বর্ষা ও ঠাণ্ডার আবহাওয়ায় টহল

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৬১/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখঃ ২৯-০৫-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং.ঃ ১৬-এপি-III-২০২৪। কাজের নাম ঃ "২৪ মাস সময়ের জন্য এডিইএন/ওয়েস্ট/আলিপুরদুয়ার জং.অধিক্ষেত্রের অধীনে বর্ষা ও ঠাণ্ডার আবহাওয়ায় টহল। টেন্ডার মূল্যঃ ১,১৮,৮১,৬৩৪.৭৬ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,০৯,৪০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২০-০৬-২০২৪ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং খোলা হবে ২০-০৬-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ক্ষতিগ্রস্ত স্লিপারের নবীকরণ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ৫৯/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ২৯-০৫-২০২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ টেণ্ডার নং. ১৪-এপি-III-২০২৪। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার জং. - নিউ মাল জংশন- এসএসই/পি.ওয়ে/বানরহাট অধিক্ষেত্রের অধীনে ক্ষতিগ্রস্ত স্লিপারের নবীকরণ, দলগাঁও-বিন্নাগুড়ি- এডিইএন/ওয়েস্ট/আলিপুরদুয়ার জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনে বিন্নাগুড়ি লাইন নং. ৩ এবং ৪ এবং দলগাওঁ লাইন নং. ৩ এবং ৪ তে লুপ লাইনের টিবিআর এবং নিউ মাল জংশন-আলিপুরদুয়ার জংশন-এডিইএন/ওয়েস্ট/আলিপুরদুয়ার জং. অধিক্ষেত্রের অধীনে এলসি গেটে স্লিপারের টিএসআর (পি)। টেণ্ডার রাশিঃ ১,৮৫,৪৫,৩৩৯.৭৩ টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৪২,৭০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হবে ২১-০৬-২০২৪ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২১-০৬-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্রপত্রের সহিত সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্ক্স), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/জি/খড়গপুর-৭২১৩০১, দঃপূঃরেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যা আইটেমের প্রেক্ষিতে উল্লেখিত তারিখে বেলা ১২টার আগে জমা করতে হবে। ক্রঃ নং ও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং; কাজের বিবরণ; টেন্ডার মূল্যমান; বিড সিকিউরিটি/ই.এম.ডি. ঃ (১) ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৩-২৪-৪৪ আর৪, তারিখ ৩১.০৫.২০২৪; ১০টি স্টেশনে ওএইচ ট্যাঙ্ক সহ পুরনো জরাজীর্ণ পাইপলাইনের প্রতিস্থাপন, গভীর নলকূপের ব্যবস্থার কাজের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ; ১০,৫৭,৮৬১.১৮ টাকা; ২১,২০০ টাকা। (২) ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৪-২৫-১৩, তারিখ ৩০.০৫.২০২৪; নিমপুরা ইয়ার্ডে (এনটিওয়াই) বর্তমান গুড্‌স শেডের পরিকাঠামোর আপগ্রেডেশন/আধুনিকীকরণের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ; ৫৩,৭৭,৮৩৫.৪৫ টাকা; ১,০৭,৬০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ উভয়ের জন্য নেই। কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ উভয়ের জন্য লেটার অফ অ্যাকসেপ্ট্যান্স ইস্যুর তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাস। জমার তারিখ ঃ ক্রঃ নং ১-এর জন্য ২১.০৬.২০২৪-এ বেলা ১২টা পর্যন্ত এবং ক্রঃ নং ২-এর জন্য ১৯.০৬.২০২৪-এ বেলা ১২টা পর্যন্ত। খোলার তারিখ ঃ ক্রঃ নং ১-এর জন্য ২১.০৬.২০২৪ এবং ক্রঃ নং ২-এর জন্য ১৯.০৬.২০২৪। আগ্রহী টেন্ডার দাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ, বর্ণনা, স্পেসিফিকেশনের জন্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখতে এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। এই কাজের জন্য কোনওভাবেই ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। বি.দ্র. ঃ সমস্ত টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। (PR-210)

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং. এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৪৭৭, তারিখ ঃ ৩০.০৫.২০২৪। সিনি. ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আরএমএস বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ 'ই'-টেন্ডার নং. এসডিএসটিই/সিগ/টি/০৫/২৪-২৫/এসএফ। স্থান সহ কাজের নামঃ শিয়ালদহ ডিভিসনের কৃষ্ণনগর সিটি -লালগোলা শাখায় প্রহরাযুক্ত ননইন্টারলকড এলসিগেট ৩ নং -এর আধুনিকীকরণ এবং ইন্টারলকিং-এর কাজ; টেন্ডার মূল্যঃ ₹ ২,৯৬,৬৭,০০৭.৯৭; টেন্ডার নথির মূল্য ঃ শূন্য; প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিনঃ ₹ ২,৯৮,৩০০.০০/-; কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ ৬ মাস। টেন্ডার দাখিল শুরুর তারিখঃ ১৪.০৬.২০২৪; টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখঃ ২৮.০৬.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত; টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ঃ ২৮.০৬.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো ৩০মিনিটে। বিশদ পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in -এ। প্রযুক্তিগত যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ- যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, তার আগের মাসের শেষ দিন থেকে বিগত ০৭ (সাত) বছরের মধ্যে টেন্ডারদাতাকে নিম্নলিখিত ধরনের কাজ (সমূহ) সফলভাবে বা অধিকাংশভাবে অবশ্যই সম্পন্ন করে থাকতে হবে। (i) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০ শতাংশ-এর চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত তিনটি সমতুল ধরনের কাজ; অথবা (ii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০ শতাংশের চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত দুটি সমতুল ধরনের কাজ; অথবা (iii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০ শতাংশের চেয়ে কম নয়, এরূপ মূল্যের অন্তত একটি সমতুল ধরনের কাজ। অর্থনৈতিক যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার ভি/এন অথবা 'ভি'-এর মধ্যে যেটি কম তা হওয়া আবশ্যিক; যেখানে ভি = কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য; এন = কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় বছর সংখ্যা যার জন্য প্রস্তাব আহ্বান করা হয়েছে। অডিট করা ব্যালান্স শিট অনুযায়ী, পূর্বের তিনটি আর্থিক বছরের "মোট চুক্তিভিত্তিক প্রদত্ত অর্থের" গড় হিসাব করে গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয় করা হবে। যদি, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শিট প্রস্তুত/অডিট করা না হয়ে থাকে তাহলে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের অডিট করা ব্যালান্স শিটে প্রাপ্ত অঙ্ক সংখ্যা গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয়ে ব্যবহার করা হবে। টেন্ডারদাতাগণকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা শংসাপত্র প্রদত্ত হয়েছে এরূপ নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট/ব্যালান্স শিটের সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর সমর্থন করা শংসাপত্র সেই সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-vi বি অনুসারে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি (বর্তমান টেন্ডার নথির ফর্ম-৬) দাখিল করতে হবে। অন্যান্য দাখিল যোগ্য নথিপত্রাদি ঃ টেন্ডার নথিতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে। সমতুল ধরনের কাজ ঃ এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে সমতুল ধরনের কাজ বলতে বোঝাবে "প্যানেল ইন্টারলকিং বা রুট রিলে ইন্টারলকিং বা ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং বা আইবিএইচ বা স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং বা এলসিগেট ইন্টারলকিং" -এর যে কোনো কাজ। দ্রষ্টব্য ঃ টেন্ডারদাতা টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতা শর্তাবলি পূরণে তাঁর দাবির স্বপক্ষে টেন্ডার প্রস্তাবের সঙ্গে নথিপত্রাদি দাখিল করবেন। নথির/ শংসাপত্রের কপি-র প্রতি পৃষ্ঠায়, যা টেন্ডারদাতা তাঁর যোগ্যতার স্বপক্ষে দাখিল করবেন, টেন্ডারদাতা বা টেন্ডারদানকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্বপ্রত্যয়িত বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্বপ্রত্যয়নে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প এবং তারিখ থাকতে হবে (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)।

SDAH-77/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

বর্ষা এবং ঠান্ডা আবহাওয়ার নজরদারি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ৫৭/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ২৯-০৫-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং ঃ ১৫-এপি-II-২০২৪; কাজের নাম ঃ ২৪ মাসের জন্য এডিইএন/এইচকিউ -এর এখতিয়ারের অধীনে বর্ষা এবং ঠান্ডা আবহাওয়ার নজরদারি। টেন্ডার মূল্য: ৮০,৭৭,৭২১.৫৬ টাকা; বায়না মূল্য: ১,৬১,৬০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৩:০০ ঘন্টায় এবং খোলা ২৫-০৬-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৪/২০, তারিখ ৩১.০৫.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, দঃপূঃরেলওয়ে, হেড কোয়ার্টারস অফিস (৬ষ্ঠ তল), নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ১১, গার্ডেনরিচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ 'ই'-প্রোকিওরমেন্ট সিস্টেমের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যা নিম্নলিখিতমতো ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ আপলোড করা হয়েছে। সব টেন্ডার দুপুর ২টায় বন্ধ হবে। ক্রঃ নং ও টেন্ডার নং; খোলার নির্ধারিত তারিখ; সংক্ষিপ্ত বিবরণ; পরিমাণ; ইএমডি পরিমাণ যথাক্রমে ঃ (১) আইই২৪৫৩৬৭; ১৪.০৬.২০২৪; বিওএক্সএন এইচএল-এর জন্য সেন্টার বাফার কাপলার (নন ট্র্যানজিশন)-এর জন্য ড্রাফ্ট গিয়ার; ২৫০টি; ২,৪২,৯৩০ টাকা। (২) আইই২৪৫৩৬৩; ১৪.০৬.২০২৪; জেসিবিসি ঃ আপ-গ্রেডেড। এইচটি-সিবিসির জন্য শ্যাঙ্ক ওয়্যার প্লেট সহ কাপলার বডি; ৫০০টি; ৩,৫০,৪৬০ টাকা। (৩) ৩৮২৪৩৮৯৬; ২১.০৬.২০২৪; বিওএক্সএন ওয়াগনের জন্য স্ল্যাক অ্যাডজাস্টার টাইপ আইআরএসএ-৬০০-এর জন্য কন্ট্রোল রড; ৭৬০৩টি; ১,২৩,৬৩০ টাকা। (৪) ৩৮২৪১৫৪৬; ০৪.০৭.২০২৪; ১৫টি আইটেম সম্বলিত এম্পটি লোড বক্সের ফিটমেন্টের জন্য কিট; ৩৩০০ সেট; ৩,১৫,৪১০ টাকা। (৫) ৩৮২৪১৫২৪; ২৮.০৮.২০২৪; ক্যাসনাব ২২ এনএলবি বগির জন্য কনস্ট্যান্ট কন্ট্যাক্ট পলিইউরিথেন সাইড বেয়ারার অ্যাসেম্বলি; ১৫১০টি; ৩,০৩,৮০০ টাকা। (৬) আইএফ২৪৫৪৮৪; ২৪.০৬.২০২৪; স্প্রিংয়ের সেট; ০১ সেট; ৭৫,০৬০ টাকা। (৭) ৬৫২৩৫০২৫; ২৭.০৬.২০২৪; ডিজেল হাইড্রলিক রোড মোবাইল ক্রেন ২০টি. (প্রি-বিড কনফারেন্সের তারিখ ০৬.০৬.২০২৪-এ বেলা ১১টা); ০১টি; ৩,৬০,০০০ টাকা। (৮) এইচবি ২৪৬১২৬; ২০.০৬.২০২৪; ইন্ট্রাভিট্রিয়াল ইঞ্জেকশন ভায়াল ইত্যাদির জন্য ইঞ্জেকশন র‍্যানিবিজুম্যাব (১০মিগ্রা/মিলি) (০.২৩মিগ্রা/০.২৩মিলি); ২৭০ ভায়াল; ৫৪,৩৫০ টাকা। (৯) ৬৫২৩৫০৩৫; ২৪.০৬.২০২৪; হেভি ডিউটি টার্নিং লেদ (প্রি-বিড কনফারেন্সের তারিখ ১০.০৬.২০২৪-এ বেলা ১২টা); ০১টি; ১,২৩,২৪০ টাকা। (১০) ২৯২৪৩১৭২; ০৮.০৭.২০২৪; সেকেন্ডারি স্প্রিং; ৭৪টি; ৮৪,৮৫০ টাকা। (১১) ২৯২৪০০১৬; ১৬.০৭.২০২৪; ড্রাফ্ট গিয়া ছাড়া হাই টেন্সাইল ট্রানজিশন সি.বি. কাপলার; ১৭৬টি; ৩,৬৫,৪৬০ টাকা। (১২) ২৫২৪৩৬২১; ৩১.০৭.২০২৪; বৈদ্যুতিক লোকোগুলির প্যান্টোগ্রাফের জন্য মেটালাইজড্ কার্বন স্ট্রিপ; ৪৬৯৯ সেট; ৫,৭৫,৫৫০ টাকা। (১৩) আইই২৪৫৮৮৯; ২৭.০৬.২০২৪; বিওএক্সএনএইচএল ওয়াগনের জন্য কে-টাইপ কম্পোজিট ব্রেক ব্লক; ৮০০০টি; ৬২,৬২০ টাকা। (১৪) ওআই২৪১০৬৬; ২০.০৬.২০২৪; বিওএক্সএনএইচএল ওয়াগনের জন্য কে-টাইপ কম্পোজিট ব্রেক ব্লক; ১০০০০টি; ৭৫,৭০০ টাকা। (১৫) আইজি২৪৫০৬১এ; ১৯.০৬.২০২৪; ভিডিইউ (৪২"-৮৫") এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পিসি (এমবেডেড পিসি)-র জন্য মডিউলার পাওয়ার সাপ্লাই অ্যারেঞ্জমেন্ট সরবরাহ ও স্থাপন; ৬০ সেট; ২,৭৬,১২০ টাকা। (১৬) ৩৮২৪৩৯৫৩; ০২.০৭.২০২৪; বিওএক্সএন ওয়াগনের জন্য টপ সাইড বেয়ারার লাইনার; ১৬৪৬০টি; ২,৮০,৪৭০ টাকা। (১৭) ৩৮২৪৩৮৮৩; ১১.০৭.২০২৪; ৭/৮" (২২.২২ মিমি) ডায়া জিঙ্ক প্লেটেড/গ্যালভানাইজড্ লক্ বোল্ট, কলার সহ; ৯৫৮৫০টি; ৩,২৫,৭৪০ টাকা। (১৮) ৩৮২৪৩১০২; ২৫.০৭.২০২৪; ক্যাসনাব বগির (ফেব্রিকেটেড ডিজাইন) জন্য ব্রেক বিম কমপ্লিট; ৯৮০টি; ২,৩৮,২২০ টাকা। (১৯) ৩৮২৪৩৩৩৩; ১২.০৮.২০২৪; আপ-গ্রেডেড এইচটি-সিবিসির জন্য লক্। ড্রইং নং; ২২৭১০টি; ৮,৪৮,৯০০ টাকা। (২০) ৩৮২৪১৫৭৫; ০৪.০৯.২০২৪; বিওএক্সএন ওয়াগনের জন্য ফ্ল্যাপ ডোর অ্যাসেম্বলি (মডিফায়েড); ১০০৩০টি; ১১,৩২,১৭০ টাকা। (২১) ৬০২৪৫১০৪; ২৭.০৬.২০২৪; ৬১০ মিমি লম্বা ফিশ প্লেটের উৎপাদন ও সরবরাহ; ২২৫০ সেট; ১,০৯,৭০০ টাকা। (২২) ৩০২৪৩০৬৬; ১৩.০৬.২০২৪; বটম সাইডওয়াল শিট; ৩০০০ জোড়া; ১,১৬,০৪০ টাকা। (২৩) ৩৩২৪৩২৯১; ১৮.০৬.২০২৪; পাওয়ার কার কোচের লাগেজ রুমের স্লাইডিং ডোর আরএইচ এবং এলএইচ; ৪০ সেট; ১,১৯,৯৬০ টাকা। (২৪) ৩৩২৪৩২৮৮; ১৯.০৬.২০২৪; এয়ার স্প্রিং সহ ফিয়াট বগির জন্য সেকেন্ডারি ল্যাটারাল ড্যাম্পার; ১০২৭টি; ১,৪১,৫৫০ টাকা। (২৫) ৩০২৪১৪৩৪এ; ২৫.০৬.২০২৪; বিএমবিসি কোচগুলির জন্য ব্রেক গিয়ার বুশের জন্য কিট; ১০০০ সেট; ১,৮২,৩১০ টাকা। (২৬) ৩৩২৪৩০৩৭; ২৬.০৬.২০২৪; সিকিউরিটি ডিস্ক; ১৪০০০টি; ১,০৫,৭৩০ টাকা। (২৭) ৩৩২৪৩০৭৯; ২৭.০৬.২০২৪; রাবার স্প্রিং; ৩০০০টি; ৮৬,৮০০ টাকা। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/স্পেসিফিকেশনের জন্য ওয়েব সাইট www.ireps.gov.in দেখতে এবং অনলাইনে বিড জমা করতে পারেন। কোনওভাবেই এই আইটেমগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। দ্রষ্টব্য ঃ অন্য সব টেন্ডারে অংশ নিতে এবং এরপরে প্রকাশিত কোনও সংশোধনীর জন্য সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। (PR-211)

BERGER PAINTS INDIA LIMITED
Loss of Share Certificates

NOTICE is hereby given that the following Share Certificate of **Berger Paints India Limited** having registered office at **Berger House, 129, Park Street, Kolkata 700017** have been lost; misplaced; stolen and /or are untraceable and **the shares have been transferred to the Investor Education & Protection Fund (IFPF) Authority.**

Member's Regd. folio	Share Certificate No(s.)	No.of Shares	Distinctive Nos. From To
R01217	411986	1920	1097119975-1097121894

I/We, being the Claimant(s) shall be applying to the IEPF Authority/Company for re-credit of the shares transferred as per the IEPF Rules. Any person having any objection to the re-credit of the Shares covered in the said original share certificate to the applicant/claimant, is requested to lodge his/her objection thereto with the Company at the above address or with their Registrars, **C B MANAGEMENT SERVICES (P) LTD., P-22, Bondel Road, Kolkata - 700 019**, in writing, within 15 days from the date of publication of this Notice.

Place : Kolkata
Date : 31.5.2024

DEEPAK RAGHUNATH RANGNEKAR
Flat C/39, 4th Floor,
Kailash Co-Operative Housing Society
Shastri Nagar, Kothrud,
Pune - 411038

ntc industries limited
CIN : L70109WB1991PLC053562
Regd. Office: 149, B.T. Road, Kamarhati, Kolkata-700058

৩১ মার্চ, ২০২৪ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস (স্ট্যান্ডালোন এবং একত্রিত)

(লক্ষ টাকা)

বিবরণ	স্ট্যান্ডালোন: ৩ মাস শেষে ৩১.০৩.২৪ (পরীক্ষিত)	৩১.১২.২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২৩ (পরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২৪ (পরীক্ষিত)	৩১.০৩.২৩ (পরীক্ষিত)
মোট আয় কারবার থেকে (নিট)	১২৯০.২৩	৭৪০.৬৪	৭৭৯.৯৮	৪২৬৪.৮৯	৪৫৮৯.১৩
নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগে সময়ের জন্য এবং ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত সাধারণ আইটেম	১০২.৭২	(২৬২.২৯)	(৯৬.৪৬)	২৫৯.২৮	২৪৬.২৮
নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত সাধারণ আইটেমগুলির পরে)	১০২.৭২	(২৬২.২৯)	(৯৬.৪৬)	২৫৯.২৮	২৪৬.২৮
নিট লাভ / (ক্ষতি) ট্যাক্সের পরে (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	৮৯.৮২	(১০.৩৭)	(১২০.৬০)	৪৫৮.৭৫	১৬৪.৭৬
সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সম্মিলিত লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	৩৭৭.৮৩	৩৬৭.০০	(২১৬.৩৩)	১৩৩০.০১	১৫৮.৫০
শেয়ার প্রতি আয় ইকুইটি (প্রতি ১০ /- টাকা) মূল	০.৭৫	(০.০৯)	(১.০১)	৩.৮৪	১.৩৮
মিশ্র	০.৭৫	(০.০৯)	(১.০১)	৩.৮৪	১.৩৮

বিবরণ	একত্রিত: ৩ মাস শেষে ৩১.০৩.২৪ (পরীক্ষিত)	৩১.১২.২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২৩ (পরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২৪ (পরীক্ষিত)	৩১.০৩.২৩ (পরীক্ষিত)
মোট আয় কারবার থেকে (নিট)	১৫৪০.৩৬	১,০১১.৯৯	১০২৬.৪৯	৫২৮৭.২১	৫৫২৩.৩৬
নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগে সময়ের জন্য এবং ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত সাধারণ আইটেম	২৭৫.৫৩	(৭৫.৪৬)	৭৪.৮	৯৫৩.৫৮	৮৭৮.৯৬
নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত সাধারণ আইটেমগুলির পরে)	(২০৫.৭৮)	১২৪.৫৪	৭৪.৮	৬৭২.২৮	৮৭৮.৯৬
নিট লাভ / (ক্ষতি) ট্যাক্সের পরে (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	(২৬১.১৮)	১২৬.২৪	(১১৪.৩৫)	৫০৬.০১	৬৩২.৪৪
সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সম্মিলিত লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	২৬.৮৩	৫০৩.৬১	(২১০.০৭)	১৩৭৭.২৭	৬২৬.১৯
শেয়ার প্রতি আয় ইকুইটি (প্রতি ১০ /- টাকা) মূল	(২.১৯)	১.০৬	(০.৯৬)	৪.২৪	৫.৩০
মিশ্র	(২.১৯)	১.০৬	(০.৯৬)	৪.২৪	৫.৩০

বিঃদ্রঃ
উপরেরটি SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। উল্লিখিত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং অনুমোদিত হয়েছে ৩০ মে, ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত তাদের বোর্ড অফ ডিরেক্টরস।
৩১ মার্চ, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় যেখানে কোম্পানির শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে (www. bseindia.comwww.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন, www.ntcind.com।

বোর্ডের আদেশানুসারে,
স্বা / -
অভিজিত মাইতি
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 10456050

স্থানঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ৩১ ।৫ ।২০২৪

প্রিমিয়ার অটো ফাইন্যান্স লিমিটেড
CIN: L65921WB1990PLC048885
রেজি. অফিস ঃ ১৪ তলা, স্যুট নং. ১৪০৫, ওম টাওয়ারস, ৩২, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১,
ফোন নং. + ৯১-২২- ৬৬৩০১১৫৬ ইমেল ঃ abhishek@pafl.in ওয়েবসাইটঃ www.pafl.in

৩১ মার্চ, ২০২৪ সালের সমাপ্ত বছরের জন্য ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল এবং নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.০৩.২৪ (পরীক্ষিত)	৩১.১২.২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২৩ (পরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২৪ (পরীক্ষিত)	৩১.০৩.২৩ (পরীক্ষিত)
১.	মোট আয় কারবার থেকে (নিট)	১৪৮১০.৮১	১৭৮৫৬.২২	১১৯৭২.৬৮	৫৩৭৫৫.২৪	৪৩৩৫৩.৬৬
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগে সময়ের জন্য এবং ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত সাধারণ আইটেম	৯৬১৩.৮৯	৭৫২৪.২৩	-১২৩৮৬.৯২	২৮৮৬৬.৮১	-১২৭৮.২৪
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত সাধারণ আইটেমগুলির পরে)	৯৬১৩.৮৯	৭৫২৪.২৩	-১২৩৮৬.৯২	২৮৮৬৬.৮১	-১২৭৮.২৪
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) ট্যাক্সের পরে (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	৬৭৬২.১৫	৫৫০৩.৯৮	-১৪২৭৭.৭৮	২০৭৯০.২৫	-২৭৫৪.৮২
৫.	সমযকালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সম্মিলিত লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	৬৭৬২.১৫	৫৫০৩.৯৮	-১৪২৭৭.৭৮	২০৭৯০.২৫	-২৭৫৪.৮২
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস মূল্যা টাকা ১০ /- প্রতি)	৫০৮২৪	৫০৮২৪	৫০৮২৪	৫০৮২৪	৫০৮২৪
৭.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতি ১০ /- টাকা) (বার্ষিকী নয়) মূল ও মিশ্র	১.৩৩	১.০৮	-২.৮১	৪.০৯	-০.৫৪

মন্তব্য
১. উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ৩০ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
২. উপরেরটি হল ৩১ মার্চ, ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস যা SEBI (LODR) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে CSE Ltd-এর কাছে দায়ের করা হয়েছে। উল্লিখিত ফলাফলগুলির সম্পূর্ণ বিন্যাস হল স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট https://www.cse-india.com/ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.patin-এ উপলব্ধ।

প্রিমিয়ার অটো ফাইন্যান্স লিমিটেডের পক্ষে,
স্বা /-অভিষেক গুপ্ত
পরিচালক
DIN: 05269803

তারিখ ঃ ১।৬ ।২০২৪
স্থানঃ মুম্বই

উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাংক

অফিসঃ গ্রেপ গার্ডেন, নম্বর ২৭, ৩য় ''এ'' ক্রস, ১৮তম মেন, ৬ষ্ঠ ব্লক, করামাঙ্গালা, বেঙ্গালুরু-৫৬০০৯৫, কর্ণাটক
শাখা অফিসঃ ৪র্থ তল, ঋষি টেক পার্ক, প্রাঙ্গণ নং ০২০৩৬০, প্লট নং ডি এইচ ৬ /২, অ্যাকশন এরিয়া ১ডি, নিউ টাউন-৭০০১৬০, কলকাতা

সার্ফেসি আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে ডিমান্ড নোটিশ

যেখানে আপনি নীচের উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণ গ্রহীতা, গ্যারান্টর এবং বন্ধকীরা তাদের স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছেন। আপনার সকলের ডিফল্টের ফলে, আপনার ঋণ অ্যাকাউন্টটি নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হযেছে, যেখানে উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক আইনের অধীনে একটি সুরক্ষিত পাওনাদার এবং উক্ত আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর বিধি ২ সহ পড়ুন, ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ভবিষ্যতের সুদের সাথে পরিশোধ করার জন্য ঋণগ্রহীতার/ সহ-ঋণগ্রহীতার/ জামিনদার/ বন্ধকদেরকে আহ্বান জানিয়ে ডিমান্ড নোটিশ জারি করা হয়েছে। নোটিশের তারিখ থেকে, কিন্তু বিভিন্ন কারণে তাদের কিছু নোটিশ পরিবেশন করা যায়নি।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/ সহ- ঋণগ্রহীতা/ গ্যারান্টার/ বন্ধক- এর নাম ও ঠিকানা	ঋণ অ্যাকাউন্ট নং. / ঋণের পরিমাণ/ শাখা	নিরাপত্তা বিস্তারিত বলবৎ করা হবে	NPA তারিখ এবং চাহিদা নোটিশ তারিখ	পরিমান টাকার বকেয়া পর্যন্ত
১	১) মেসার্স কৃতি ফাইলিং স্টেশন বাহিরী, বোলপুর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩১২৪০ ২) সৌম্যজিত রায়চৌধুরী এস / ও, সমরজিত রায়চৌধুরী, ৩) কেকা রায় ডব্লু / ও সৌম্যজিত রায়চৌধুরী, বাহিরী, বোলপুর, শান্তিনিকেতন, বীরভূম	৩৩৬৮২২০২ ৮০০০০০০১ / টাকা ৬৫,০০,০০০/ - ৩৩৫৯- বর্ধমান	সম্পত্তি ১ ঃ মৌজায় অবস্থিত ৭ ডেসিমেল বা কম-বেশি ৭ ডেসিমেল পরিমাপের সমস্ত অংশ এবং পার্সেল, বাহিরী, জেএল নং ১৪০, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৪৭৬৯, এলআর খতিয়ান নং ২৭৭৬, পরবর্তী এলআর খতিয়ান নং ২৮১৮, বর্তমান LR খতিয়ান নং ২৯৫৯, ADSR - বোলপুর, থানা- বোলপুর, জেলা - বীরভূম এবং তার সমস্ত উন্নতি। সীমানাঃ পূর্ব- প্লট নং ৪৭৬৮, পশ্চিম- প্লট নং ৪৭৭০, উত্তর- প্লট নং ৪৭৭১, দক্ষিণ- সৌম্যজিত রায়চৌধুরীর প্লট। ০৩.১০.২০১৬ তারিখে ২০১৬ সালের নং I-৭১৮৩-এ একটি নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে শ্রী সৌম্যজিত রায়চৌধুরী (আপনার মধ্যে নং ২) মালিকানাধীন। সম্পত্তি ২ ঃ মৌজা - উত্তর তাজপুর, পিএস-এগরা, জেএল নং ২৫০, আরএস খতিয়ান নং ১৩২৩/ ১ এবং ৯২৩/ ১ এবং ১৬ ডেসিমেল (২+১৪) এর কম বা বেশি পরিমাপের জমির সমস্ত অংশ এবং পার্সেল ২৫৮৯/ ১, এলআর খতিয়ান নং ১৩২৩ / ১, এলআর দাগ নং ২৩৫৭ বিবেকানন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা পূর্ব মেদিনীপুরের অধীনে এবং এর উপর সমস্ত উন্নতি। সীমানা ঃ উত্তরে- রাস্তা, দক্ষিণে- দাগ নং ৪৭৬৯ এবং ৪৭৭০ এর খালি জমি, পূর্বে-খালি জমি, পশ্চিমে-খালি জমি, মিঃ সৌম্যজিত রায়চৌধুরীর মালিকানাধীন (আপনার মধ্যে ২ নং) ১৩.০৫.২০১৪ তারিখের বিক্রয়ের নিবন্ধিত দলিলের মাধ্যমে ২০১৪ সালের জন্য ১-৩৭৫৯ নং ১৪ দশমিক সম্পর্কিত এবং ৩০.০৫.২০১৪ তারিখের বিক্রয়ের নিবন্ধিত দলিলটি ২০১৪ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বছরের জন্য নং ১-৪৩২২। নিরাপত্তা চুক্তির বিশদ বিবরণঃবন্ধক তৈরির জন্য টাইটেল ডিডের জমার স্মারক, তারিখ - ২৮.০৮.২০২০।	০৬.০৫.২০২৩ এবং ১৬.০৩.২০২৪	টাকা ৬৫,৯৮,৯৬৯.৩৯ ১৫ ।০৩ ।২০২৪ পর্যন্ত
২	১) শাজাহান এমডি এস /ও. মৃত সালামান এমডি জাতীয়কালী, প্রো. মেসার্স প্রিয়া এন্টারপ্রাইস, ২) আজিমা খাতুন (সহ-আবেদনকারী) ডব্লু / ও মৃত সালামান এমডি, জাতীয়কালী ৩) সাবদার হোসেন (সহ-আবেদনকারী) এস /ও মৃত সালামান এমডি জাতীয়কালী, সবাই বসবাস করেন ঃ ফুলবাড়ি হাট, ডাবগ্রাম (পি), এমসিসিএস স্কুলের কাছে, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি	৩৫১১২১০০ ৮০০০০০১৫ / টাকা ৪,৫০,০০০/ - ৩৫১১- শিলিগুড়ি	মৌজা - বিন্নাগুড়ির মধ্যে অবস্থিত ০.০২ একর পরিমাপের জমির সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল, L.R প্লট নং ৫৬৭-এ গঠিত R.S প্লট নং ২৪১-এর অংশ গঠনের জন্য, L.R.৬৪ নং খতিয়ানের অনুরূপ R.S খতিয়ান নং ৬৪-এ নথিভুক্ত, শীট নং ১৩, J.L নং ৩, ফুলবাড়ি -II গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অধীনে, আরএস - ভক্তিনগর, জেলা - জলপাইগুড়ি, এবং তার উপর সমস্ত উন্নতি। দলিল অনুযায়ী সীমানা- উত্তরেঃ সুতুল মোহাম্মদের জমি, দক্ষিণেঃ আতাহার রহমানের জমি, পূর্বেঃ জেলা পরিষদের ১০ ফুট পাকা রাস্তা, পশ্চিমেঃ প্লট নং ২৪১। মালিকানা আজিমা খাতুন (নং) আপনার মধ্যে .২) ২৭.০৬.২০১২ তারিখে নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে, ২০১২ সালের জন্য ADSR রাজগঞ্জের কাছে নং ৫৩৮৭ নং হিসাবে নিবন্ধিত। নিরাপত্তা চুক্তির বিশদ ঃ বন্ধক তৈরির জন্য টাইটেল ডিড জমা দেওয়ার স্মারক, তারিখ - ২৯.০১.২৯.০৫.	০৩.০২.২০২৩ এবং ১৬.০৩.২০২৪	টাকা ৪,৮৭,৩৬৪.৫৪ ১৫ ।০৩ ।২০২৪ পর্যন্ত

তাই ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণ গ্রহীতা/ জামিনদার এবং বন্ধককে নোটিশ দেওয়া হয়েছে, যেমনটি কলাম নং ২-এ উল্লিখিত হয়েছে, তাদের সকল সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে কলাম নং.৬-এ দেখানো সমষ্টিগত পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে কলাম নং ৬-এ দেখানো তারিখ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে উল্লিখিত পরিমাণ প্রদেয় বলে মনে করা হয়। এটি স্পষ্ট করা হযয় যে যদি সমষ্টির পরিমাণ ভবিষ্যতের সুদ এবং অন্যান্য পরিমাণের সাথে হতে পারে। অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত প্রদেয় হবে, অর্থপ্রদান না করা হলে, কলাম নং ৪ এ বর্ণিত সম্পত্তির উপর নিরাপত্তা সুদ প্রয়োগের জন্য উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক যথাযথ পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই প্রকাশনাটি আইনের অধীনে উল্লিখিত আর্থিক বিষয়গুলির ঋণগ্রহীতা/ সহঋণদাতা/ জামিনদার/ বন্ধকদের বিরুদ্ধে উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অধিকার এবং প্রতিকারের প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই করা হয়েছে। সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য আপনার কাছে উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে আইনের ধারা ১৩(৮) এর প্রতিও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, আপনাকে আরও অনুরোধ করা হচ্ছে যে উল্লিখিত আইনের ১৩(১৩) ধারা অনুযায়ী, আপনি সংযত আছেন / সিকিউরড ক্রেডিটরের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে উপরোক্ত নিরাপত্তার নিষ্পত্তি বা তার সাথে ডিল করা বা বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় সুরক্ষিত সম্পদ হস্তান্তর করা নিষিদ্ধ।

তারিখ ঃ ৩১.০৫.২০২৪, স্থান- পশ্চিমবঙ্গ
স্বা /- অনুমোদিত অফিসার, উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক

স্পটলাইট ভানিজ্য লিমিটেড
সিআইএনঃ এল৫৯৯৩ডব্লুবি১৯৮১পিএলসি০৩৪২৫২
রেজি. অফিসঃ ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকতাতা-৭০০০০১,
ফোনঃ ০৩৩-২২৫৪৩১০০, ফ্যাক্সঃ ০৩৩-২২৫৪৩১৩০, ওয়েবসাইটঃ www.hngil.com, ই-মেলঃ kkothari@hngil.com

৩১শে মার্চ, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র এবং একত্রিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

(টাকা লক্ষে প্রতি শেয়ার ডেটা ছাড়া)

ক্রম. নং.	বিবরণ	স্বতন্ত্র: ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	একত্রিত: ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১.	অপারেশন থেকে মোট আয়	১৪৬.৬৩	১৬৪.০৫	৮৮.৫০	৭৩৭.১৭	৪৯৫.৪৭	৫০৮.৮৮	৯১২.৭১	৩২৭.৪৬	৩,২৬৫.৯৫	২,৪৭৭.১৭
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেম)	(১৫৩.১৯)	(২,০৫৫.১২)	(৭৮৩.৯৬)	(২,৫১০.৭৭)	(২১,২২৯.৪৪)	১৩.২৫	(২,৩২৪.২২)	(৬৬৯.২৫)	(১,৮০৪.৭৬)	(২১,১৫৪.০০)
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগে সময়ের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	(১৫৩.১৯)	(২,০৫৫.১২)	(৭৮৩.৯৬)	(২,৫১০.৭৭)	(২১,২২৯.৪৪)	১৩.২৫	(২,৩২৪.২২)	(৬৬৯.২৫)	(১,৮০৪.৭৬)	(২১,১৫৪.০০)
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	(২৯৫.৪৩)	(২,১০৪.৯৯)	(৮১৮.৮৩)	(২,৭৯৮.৪৫)	(২১,৩৫১.৯১)	(১২৮.৯৯)	(২,৩৭৪.০৯)	(৬১৪.১২)	(২,০৯২.৪৪)	(২১,২৭৬.৪১)
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সম্মিলিত মুনাফা / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	(১,১৬৮.২৫)	(৮৪০.১২)	(৮৫৩.৭৮)	(১,৪৬৯.৩১)	(২২,৯২৮.২০)	(১,০০২.৫২)	(১,১০৯.২২)	(৭১২.৯৭)	(৭৬৮.০১)	(২২,৮৫২.৭০)
৬.	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা)	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি				২১৩৭০.৮৫	২২৮৪০.১৬				২১,১৮৪.৯৮	২১,৯৫২.৯৯
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা)										
	মৌলিক এবং মিশ্রিত	(৪১.৭১)	(২৯৭.১৭)	(১১৫.৬০)	(৩৯৫.০৬)	(৩,০১৪.৩১)	(১৮.২১)	(৩৩৫.১৬)	(৯৫.১৭)	(২৯৫.৪০)	(৩,০০৩.৬৬)

মন্তব্যঃ
১. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি ৩০ মে, ২০২৪ তারিখে অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ৩০ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
২. উপরেরটি এসইবিআই (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.cse-india.com)-এ উপলব্ধ।
৩. পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যান যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনরায় গোষ্ঠীবদ্ধ / পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে এবং জন্য
(সুধা সোমানি)
ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ০০১২৪৩৪৫

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৩০ মে, ২০২৪

গৃহকোণ

বাথরুমে খালি বালতি রাখছেন! বিপদ ডেকে আনছেন না তো?

খুব সহজেই বাড়ি পরিষ্কার করার কিছু টিপস

অনেকেই বাস্তুশাস্ত্র মেনে নিজেদের অন্দরমহল সাজান। অনেকে বাস্তুশাস্ত্র মানেন জীবনযাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপে। বাস্তুশাস্ত্র বলছে, সুখী সংসারের জন্য অবশ্যই বাথরুমের বাস্তুর দিকে নজর দেওয়া উচিত। না হলে, গোটা বাড়িতে অশুভ শক্তি ছড়িয়ে যেতে পারে। তা কীভাবে নজরে রাখবেন আপনার স্নানঘরের বাস্তু?

১) বাথরুম থেকে বেরিয়ে কখনই দরজা খুলে রেখে দেবেন না। নজরে রাখুন বাথরুমের দরজা যেন সব সময় বন্ধ থাকে। এতে সংসারে সুখ-সমৃদ্ধি বজায় থাকে।

২) বাথরুমে ইন্ডোর প্ল্যান্ট রাখুন। এতে বাথরুমের লুক যেমন সতেজ থাকবে। তেমনি বাস্তুশাস্ত্রমতে বাথরুমেও পজিটিভ ভাইবস বজায় থাকবে। এক্ষেত্রে একটি কাচের শিশিতে মানি প্ল্যান্ট রাখতে পারেন।

৩) ব্যবহার করা হয়ে গেলে কমোডের ঢাকনা অবশ্যই বন্ধ রাখুন। এতে অশুভ শক্তি বাড়িতে প্রবেশ করতে পারবে না।

৪) বাথরুমে সব সময়ই সাদা রঙের আলো ব্যবহার করুন। এতে বাথরুমের লুক উজ্জ্বল থাকবে। সঙ্গে বাথরুমের পরিবেশ স্বাস্থ্যকর হবে। বাথরুমে যেন রোদ হাওয়া খেলা করে এমন ব্যবস্থা রাখুন।

৫) বাথরুমে কখনও ভুলেও খালি বালতি রাখবেন না। বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে খালি বালতি আপনার আর্থিক জীবনে বড় ক্ষতি নিয়ে আসতে পারে।

৬) বাথরুমের ভিতরে কখনই ঝাঁটা রাখবেন না। এতে অশুভ শক্তি ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই বাথরুম পরিষ্কার করার জিনিসপত্র, বাথরুমের বাইরেই রাখুন।

৭) বাথরুমের আয়নার পাশে বা সাবান রাখার জায়গায় এক টাকার কয়েন রাখুন। দেখবেন এতে লক্ষ্মীলাভ হবে।

খুব সহজেই বাড়ির বেসিন হবে পরিষ্কার।

এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই বেসিন, সিঙ্ক কালো হয়ে যাচ্ছে। হাজার চেষ্টাতেও বেসিন ঝকঝকে রাখা হচ্ছে না। নানারকম জিনিস ট্রাই করেও একই অবস্থা। ভাবছেন কী করবেন? মেনে চলুন এই ৬ টিপস। দেখবেন একেবারেই ঝকঝকে হয়ে উঠবে।

বেসিনে ন্যাপথলিন ব্যবহার করুন, দুর্গন্ধ এ।ানো যায়। দিনের শেষে বেসিনের মধ্যে গরম জল ঢেলে দিলে পাইপের মধ্যে থাকা জীবাণু মরে যায়। মাঝেমধ্যে বেসিনে লবণ ছা।য়ে রাখতে পারেন। এতেও

জীবাণু প্রতিরোধ সম্ভব।

সবসময় বেসিনের কল ভাল ভাবে বন্ধ রাখুন, জল প।ার দাগই একসময় স্থায়ী রূপ ধারণ করে। লিক্যুইড বা গুঁ।ো সাবানের সঙ্গে ব্লিচিং পাউডার মিশিয়ে বেসিন পরিষ্কার করলে নিমেষে ঝকঝকে হয়ে ওঠে। সিঙ্ক পরিষ্কার রাখতে লিক্যুইড বা গুঁ।ো সাবান নিয়ে স্ক্রাবারের সাহায্যে তেল চিটচিটে এবং দাগযুক্ত জায়গা ভালোভাবে ঘষে পরিষ্কার করুন। স্যাভলন অথবা ডেটল দিয়ে চারপাশ মুছে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। সেরামিকের বেসিনে অ্যাসিড বা ক।া সাবান ব্যবহার করবেন না। লিক্যুইড বা গুঁড়া সাবান দিয়ে পরিষ্কার করুন।

স্বচ্ছ কাচের বেসিনে দাগ-ছোপ দূর করতে জল আর ভিনিগারের মিশ্রণ ব্যবহার করুন। পরিষ্কারের পর অবশ্যই শুকনা কাপ। দিয়ে মুছে নিতে হবে। পোর্সেলিনের ওয়াশ বেসিন চকচকে রাখতে বেকিং সোডা, লেবুর রস আর কয়েক ফোঁটা বাসন ধোয়ার লিক্যুইড সাবান মিশিয়ে নিন। এবার মিশ্রণটি বেসিনে মাখিয়ে কিছুক্ষণ ওইভাবেই রেখে দিন। তারপর স্ক্রাবার দিয়ে ঘষে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

ঘরজুড়ে বাজে গন্ধ দূর করুন

ঘরের ভিতর সব সময়ই একটা স্যাঁতসেঁতে গন্ধ! বুঝতেই পারছেন না কীভাবে দূর হবে? চটজলদি এই গন্ধ দূর করতে রুম স্প্রে ব্যবহার করছেন। কিন্তু সমস্যা দূর হচ্ছে না। চিন্তা নেই। খুবই সহজেই ঘরোয়া উপায়ে দূর করতে পারেন বর্ষার গন্ধ। কীভাবে?

১) স্যাঁতসেঁতে গন্ধ দূর করতে ঘরের একটি উঁচু জায়গায় .বাটিতে কিছুটা ভিনিগার ঢেলে রেখে দিন। দেখবেন ভিনিগার ঘরের গন্ধ শুষে নেবে। ঘরে একটা ফ্রেশভাব আসবে।

২) বাজারে সুগন্ধি মোমবাতি কিনতে পাওয়া যায়। সেই মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখুন। দেখবেন ঘর থেকে গন্ধ দূর হবে।

৪) বৃষ্টির সময়ে জানলা বন্ধ রাখলেও থেমে গেলে জানলা খুলে দিন। ঘরে মুক্ত হাওয়া আসতে দিন। এতে বাইরের ঠান্ডা হাওয়া এসে ভ্যাপসা ভাবটা অনেকটা কেটে যাবে।

৫) জানলা-দরজার পর্দা থেকেও গন্ধ ছড়াতে পারে। বর্ষায় সপ্তাহে এক বার করে পর্দা কেচে নিন। প্রয়োজনে পর্দায় রুম স্প্রে ব্যবহার করুন। দেখবেন ঘরে সুন্দর গন্ধ খেলা করবে।

৬) ঘরের এককোণায় এক বাটি জলে লেবুর রস মিশিয়ে রেখে দিন। এতে ঘরের মধ্যে ফ্রেশভাব বজায় থাকবে।

৭) ঘর মোছার জলে কপূর ফেলে দিন। সেই জল দিয়ে ঘর মুছলে ঘরের স্যাঁতসেঁতে ভাব দূর হবে। ঝটপট মুখে জেল্লা আনতে, রোদে পোড়া ত্বক দূর করতে দারুণ কাজ করে ময়দার ফেসপ্যাক। কিন্তু এই ময়দা ঘরের অন্যান্য কাজেও আসে। অর্থাৎ ঘরের মেঝে, রান্নাঘরের সিঙ্ক, বেসিন, এমনকী, জানলার কাচ, আয়না পরিষ্কারেও দারুণ কাজ দেয় ময়দা। কীভাবে?

১) ওভেন তেলতেলে হয়ে উঠেছে? সাবান বা অন্য কোনও ডিটারজেন্ট ব্যবহার করার দরকার নেই। বরং অল্প পরিমাণ ময়দা জলে মিশিয়ে নিয়ে ওভেনের সারা গায়ে মাখিয়ে দিন। কিছুক্ষণ রেখে দিন। এরপর একটি শুকনো কাপড় দিয়ে হালকা হাতে ঘষে নিলেই দেখবেন তেলতেলেভাব একেবারে দূর হয়ে যাবে।

২) তবে শুধুই ওভেনের তেলতেলেভাব নয়। সিঙ্ক নোংরা হয়ে গেলে, কিংবা কালচে দাগ পড়ে গেলে, কিছুটা পরিমাণ ময়দা ঢেলে ছিটিয়ে দিন। কিছুক্ষণ রেখে শুকনো কাপড় বা স্পঞ্জ দিয়ে ঘষে নিলেই ঝকঝকে হয়ে উঠবে আপনার সিঙ্ক।

৩) রান্নাঘরে আরশোলার উৎপাত বেড়েছে? ময়দার সঙ্গে কিছুটা পরিমাণ কপূর মিশিয়ে নিন। রান্নাঘরের নানা কোণায় ছড়িয়ে দিন সেই ময়দা। দেখবেন আরশোলার উৎপাত কমে যাবে।

৪) আয়নায় অনেক সময় ছোপ ছোপ দাগ হয়। নানা চেষ্টার পরেও সেই দাগ দূর হয় না। কোনও চিন্তা নেই। অল্প পরিমাণ ময়দার সঙ্গে জল মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করে নিন। আয়নায় ভাল করে মাখিয়ে দিন। কিছুক্ষণ রেখে শুকনো কাপড় দিয়ে আয়না মুছে নিন। দেখবেন দাগ উঠে গিয়ে আয়না ঝকঝকে হয়ে উঠেছে।

৫) অনেক সময়ই সাদা মেঝেতে কালো ছোপ ছোপ দাগ পড়ে যায়। অল্প পরিমাণ ময়দায় জল মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করে সেই দাগের উপর লাগিয়ে দিন। কিছুক্ষণ রেখে ভেজা কাপড় দিয়ে ঘষে নিলেই দেখবেন দাগ উঠে গিয়েছে। সারা বাড়িতে পিঁপড়ের উপদ্রব শুরু হয়, তখন যেন ত্রাহি ত্রাহি রব। কী করা যায়? বাজারচলতি ওষুধ দিতেই পারেন। কিন্তু তাতে আবার রাসায়নিকের বিষ নেই তো? তাহলে উপায় কী? ঘরোয়া কয়েকটি জিনিসেই কেল্লাফতে হতে পারে। যেমন পিঁপড়ে তাড়াতে তেজপাতা খুব কাজ করে। তেজপাতার গন্ধ পিঁপড়ে একেবারেই সহ্য করতে পারে না। তাই তেজপাতা গুঁড়ো করে ঘরের কোণায় কোণায় ছড়িয়ে দিন। দেখবেন এতে পিঁপড়ে ঘরে আসবে না। মিষ্টি যেন পিঁপড়ের কাছে চুম্বকের মতো। একবার চিনির কৌটায় ঢুকে পড়লেই বিপত্তি। চিনির কৌটো বাঁচানোর মোক্ষম হাতিয়ার লবঙ্গ। কৌটোতে কয়েকটা লবঙ্গ রেখে দিন। এতে চিনির কৌটোতে পিঁপড়ে হানা দেবে না।

বই রাখার সেলফে পিঁপড়ে হানা দিলে বইয়ের ক্ষতি হতে পারে। এই উপদ্রব থেকে বাঁচতে একটা কাপড়ের ছোট পুটুলিতে কয়েকটা লবঙ্গ ও দারচিনি রেখে, পুটলিতা বইয়ের সেলফে রেখে দিন। দেখবেন পিঁপড়ের উপদ্রব কমবে। পুদিনা পাতার কড়া গন্ধ মোটেই পছন্দ নয় পিঁপড়েদের। সামান্য পুদিনা পাতা থেঁতো করে এই পাতা রান্নাঘর ও মেঝের কোণের অংশগুলিতে দিয়ে রাখা যেতে পারে। তা ছাড়া পুদিনা তেল জলের সঙ্গে মিশিয়ে ঘরে স্প্রে করলেও পিঁপড়ের উপদ্রব কমবে। ঘর মোছার সময় অনেকেই ফিনাইল বা সেই জাতীয় লিকুইড ব্যবহার করেন। চাইলে বালতির জলে নিমপাতা বাটা মিশিয়ে নিতে পারেন। এতে শুধু পিঁপড়ে নয়, মশা-মাছিও দূর হবে। আরেকটি দারুণ জিনিস আপনার হাতে কাছে রয়েছে। তা হল কর্পূর। ঘরের কোনায় যদি কোনও গর্ত থাকে, সেখানে কর্পূর ফেলে দিন। দেখবেন পিঁপড়ে আনাগোণা কমে যাবে। অনেকে পিঁপড়ে তাড়ানোর জন্য কেরোসিন তেল দিয়ে ঘর মোছেন। কেরোসিন তেলের পরিবর্তে ঘর মোছার জলে কয়েক ফোঁটা সরষের তেল মিশিয়ে নিন। দেখবেন পিঁপড়ের থেকে রেহাই মিলবে।

মেশিন লার্নিং বা এমএল শিক্ষার ভবিষ্যতের গ্রহণযোগ্যতা আরো বাড়াতে ৪র্থ সংস্করণের সূচনা

৩১ মে ঃ অ্যামাজন ইন্ডিয়া আজ তাদের মেশিন লার্নিং সামার স্কুলের ৪র্থ সংস্করণের জন্য রেজিস্ট্রেশনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে। এই সর্বাত্মক প্রোগ্রামে, অংশগ্রহণকারীরা অ্যামাজনের বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে মেশিন লার্নিং এর মূল দক্ষতার দিকগুলি সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবেন, যা আগামী দিনে তাদের মেশিন লার্নিং-এ কেরিয়ার তৈরির জন্য প্রস্তুত করে তুলবে। রেজিস্ট্রেশন শুরু হচ্ছে ৩১শে মে থেকে, চলবে ২১শে জুন ২০২৪ পর্যন্ত। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই শিক্ষামূলক কোর্সটি জুলাই মাসে সপ্তাহান্তের চারদিন অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে ৮টি মডিউলের সঙ্গে পড়ুয়ারা প্বগ্ন এর নানা দিক সম্পর্কে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পাচ্ছেন। কোর্সের মধ্যে থাকছে সুপারভাইজড লার্নিং, ডিপ নিউট্রাল নেটওয়ার্কস, ডাইমেনশনালিটি রিডাকশন, আনসুপারভাইজড লার্নিং, সিকোয়েনোশিয়াল মডেল, রিইনফোর্সমেঃট লার্নিং, জেনারেটিভ AI, এবং LLM ও ক্যাজুয়াল ইনফারেন্স যেখানে তাত্ত্বিক বা থিওরিটিক্যাল কনসেপ্ট এবং প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন বা ব্যবহারিক প্রয়োগ এর দুই এর উপরেই নজর দেওয়া হবে। ভারতের যে কোনও স্বীকৃত ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতক, স্নাতকোত্তর বা পিএইচডি ডিগ্রিতে ভর্তি হওয়া সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থী যারা ২০২৫ বা ২০২৬ সালে স্নাতক হবেন তাদের জন্য এই মেশিন লার্নিং সামার স্কুল উন্মুক্ত। যোগ্য শিক্ষার্থীদের একটি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হবে এবং শীর্ষ ৩০০০ শিক্ষার্থীকে প্বগ্ন সামার স্কুলে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হবে।রাজীব রাস্তোগি, ভাইস প্রেসিডেন্ট , ইন্টারন্যাশনাল মেশিন লার্নিং, অ্যামাজন জানালেন, গ্রাহক সমস্যা সমাধানে এমএল এর ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়ে দক্ষ মানুষের চাহিদাও বাড়ছে। এই চাহিদা এতোটাই যে, উপলব্ধ দক্ষ কর্মী এখনো অপ্রতুল। অ্যামাজন প্বগ্ন সামার স্কুল এর মাধ্যমে আমরা পড়ু য়াদের শিল্পের জন্য প্রস্তুত করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা ও জোগানের যে ব্যবধান রয়েছে তা পূরণের চেষ্টা করছি। এখানে জোর দেওয়া হয়েছে এমএল বিশেষজ্ঞতা এবং অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স স্কিল এর উপর। সেরা মানের মেশিন লার্নিং বিষয়ের বিস্তৃত পরিসরে শীর্ষ মানের প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি, এই বছর, আমরা বাস্তব-দুনিয়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রতিভা দের দক্ষ করে তুলছি এবং গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপ্লিকেশন-চালিত পদ্ধতির উপরও জোর দিচ্ছি।

ইউরোপের ৩ দেশের সঙ্গে ‘ঠান্ডা লড়াই’ নেতানিয়াহুর!

৩১ মে ঃ স্বাধীন রাষ্ট্র স্বীকৃতি পাক প্যালেস্টাইন। এই দাবি উঠেছিল বহুদিন। সম্প্রতি প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রসংঘের পূর্ণাঙ্গ সদস্য করার প্রস্তাব পাস হয়েছে। যা নিয়ে এমনিতেই ক্ষোভে ফুঁসছে ইজরায়েল। এর মাঝেই ইহুদি দেশটির সঙ্গে সংঘাত বাড়িয়ে প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্র হিসাবে মর্যাদা দেওয়ার ঘোষণা করেছে স্পেন, নরওয়ে ও আয়ারল্যান্ড। এবার ইউরোপের এই তিন দেশকে তোপ দাগলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। সাফ বলে দেন, প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়া মানে সন্ত্রাসবাদকে মদত দেওয়া।

বিশ্ব মানচিত্রে সার্বভৌম দেশ হিসাবে প্যালেস্টাইনের কোনও অস্তিত্ব নেই। এটা শুধু একটা ধারণা মাত্র। আর এখানেই সন্ত্রাসবাদীদের মদত দেওয়া হয়। সেই কথা উল্লেখ করে বুধবার এক্স হ্যান্ডেলে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু লেখেন, ‘ কিছু ইউরোপীয় দেশ প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রের মর্যাদা দিচ্ছে। এর উদ্দেশ্য একটাই। সন্ত্রাসবাদকে পুরস্কৃত করা। শমরিয়া ও যিহুদিয়ার ৮০ শতাংশ প্যালেস্তিনীয় গত ৭ অক্টোবরের হামলাকে সমর্থন করে। এটা একটা সন্ত্রাসী দেশ হয়ে উঠবে। ওরা বার বার ৭ অক্টোবরকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে। আমরা তা কখনই হতে দেব না। সন্ত্রাসবাদকে পুরস্কৃত করলেই শান্তি ফিরবে না। আর আমরা হামাসকে খতম করবই। কেউ আমাদের রুখতে পারবে না।’ উল্লেখ্য, দ্বি-রাষ্ট্র তত্ত্বের পক্ষে সওয়াল করে গত বুধবার নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী জোনাস গার স্টোর বলেন, ইজরায়েলের ভালোর জন্যই ওখানে দুই রাষ্ট্র নীতি লাগু হওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে গাজা ও ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক-সহ প্যালেস্টাইন দেশ প্রতিষ্ঠিত হোক। তাতে দুই দেশের মধ্যে থাকা সংঘাত শেষ হবে ও পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফিরবে। আগামী ২৮ মে আমরা প্যালেস্টাইনকে দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেব। পাশাপাশি আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী সাইমন হ্যারিস বলেন,আয়ারল্যান্ড, নরওয়ে এবং স্পেন সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়ার। আমরা আশা করছি আরও কিছু দেশ আমাদের উদ্যোগকে অনুসরণ করবে। এদিন তাঁদের সুরের সুর মিলিয়ে স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেড্রো সানচেজ জানান,আগামী ২৮ মে এই বিষয়ে ৩ দেশের প্রতিনিধিরা একজোট হতে চলেছি। সেখানেই প্যালেস্টাইনকে স্বাধীন দেশ হিসেবে মর্যাদা দেব আমরা। এর পরই তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে ইজরায়েল।

আয়ারল্যান্ড, নরওয়ে এবং স্পেনের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় সরব হয়েছেন ইজরায়েলের বিদেশমন্ত্রী ইজরায়েল কাটজ। এই ৩ দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কও ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তেল আভিভ। প্যালেস্টাইনের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে আয়ারল্যান্ড, নরওয়ে এবং স্পেনে থাকা ইজরায়েলি রাষ্ট্রদূতদের দেশে ফিরে আসার নির্দেশ দিয়েছে নেতানিয়াহুর সরকার।

Name Change

I, SUBIR CHATTERJEE AND SUBIR KUMAR CHATTERJEE,SON OF MADHUSUDAN CHATTOPADHYAY, RESIDING AT DHATRIGRAM, KALNA,PURBA BARDHAMAN-713405, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUBIR CHATTOPADHYAY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/05/2024.THAT SUBIR CHATTERJEE AND SUBIR KUMAR CHATTERJEE ALSO SUBIR CHATTOPADHYAY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, SUPRIYA CHATTERJEE,WIFE OF SUBIR CHATTOPADHYAY, RESIDING AT DHATRIGRAM, KALNA, PURBA BARDHAMAN-713405, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KRISHNA CHATTOPADHYAY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/05/2024.THAT SUPRIYA CHATTERJEE AND KRISHNA CHATTOPADHYAY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন

আমি, SOUMITRA CHAKRABORTI (পুরাতন নাম) পিতা BABUL CHAKRABORTI, ঠিকানা-SREEMA APARTMENT,FLAT NO-13, 3RD FLOOR,R B C ROAD, BARASAT, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700127, WEST BENGAL, INDIA, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 31.05.2024 এর Affidavit নম্বর ৫৪ দ্বারা আমার নাম এখন থেকে SOUMITRA CHAKRABORTY (নতুন নাম) নামে পরিচিত হইল। SOUMITRA CHAKRABORTY (নতুন নাম) এবং SOUMITRA CHAKRABORTI (পুরাতন নাম) একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

Name Change

I, Sudip Biswas resident of 30/2, Bengal Para 1st Lane, Santragachi, Howrah-711104 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my father's actual name BHIM BISWAS instead of GOUTAM BISWAS, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 29/05/2024. GOUTAM BISWAS and BHIM BISWAS both are same and one identical person.

Name Change

I, SUMANTA BANDOPADHYAY(Old Name) S/o Late Basanta Banerjee residing at 34, S.C. Mukherjee Street, Konnagar, Hooghly, Pin-712235 West Bengal, India, I have changed my name (shall henceforth be known as) SUMANTA BANERJEE, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 24/05/2024. SUMANTA BANDOPADHYAY and SUMANTA BANERJEE both are same and one identical person.

Name Change

I BISWAJIT GOLDAR,SON OF BABURAM GOLDAR, RESIDING AT VILL- KANKURIA, PO-KHALISADY, PS- HAROA, NORTH 24 PARGANAS -743425,WEST BENGAL.DO HEREBY INFORM THAT MY MINOR SON MOHAN GOLDAR (OLD NAME) SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAHAN GOLDAR (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/05/2024. THAT MOHAN GOLDAR AND MAHAN GOLDAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন

আমি, KARTICK CHANDRA DUTTA (পুরাতন নাম) পিতা PRANBALLAV DUTTA, ঠিকানা- 91 D.C. DEY ROAD,TANGRA, KOLKATA-700015, WEST BENGAL, INDIA, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 30.05.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে KARTICK DUTTA (নতুন নাম) নামে পরিচিত হইল। KARTICK DUTTA (নতুন নাম) এবং KARTICK CHANDRA DUTTA (পুরাতন নাম) একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

পূর্ব রেল মানব বিহীন লেভেল ক্রসিং এর পরিবর্তে লো হাইট সাবওয়ে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে নিরবিচ্ছিন্ন এবং নিরাপদ যাত্রা সুনিশ্চিত করে

৩১ মে ঃ নিরাপদ এবং নিরবিচ্ছিন্ন পরিষেবা দেওয়ার জন্য পূর্ব রেল সর্বদা প্রস্তুত। সম্প্রতি পূর্ব রেল, মালদা ডিভিশনের অন্তর্গত চামাগ্রাম এবং নিউ ফারাক্কা স্টেশনের মধ্যে একটি মানব বিহীন লেভেল ক্রসিং ৪০বি অপসারণ করেছে। পরিবর্তে প্রয়োজনীয় জমি সহ পূর্ব রেল দ্বারা সম্পূর্ণ অর্থায়নে ৪.৮ মি. উচ্চতার একটি লো হাইট সাবওয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। নিরাপদ এবং নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। নতুন লো হাইট সাবওয়ে প্রতিস্থাপনের লক্ষ্য হল নিরবিচ্ছিন্ন এবং নিরাপদ যাত্রা উভযই বৃদ্ধি করে স্থানীয় সম্প্রদায়কে উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত করা। এখন আঞ্চলিক ব্যবসায়ীরা ছোট ট্রাকের মাধ্যমে খুব সহজে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবেন, যা এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করবে উপরন্তু লেভেল ক্রসিং অপসারণ রেল ও সড়ক ব্যবহারকারীদের জন্য সময় বাঁচাবে, যা একটি নির্বিঘ্ন ভ্রমণ অভিজ্ঞতায় আরও অবদান রাখবে। এই লো হাইট সাবওয়ে সড়ক যাত্রীদের জন্য আশীর্বাদ প্রমাণিত হয়েছে। যেখানে আগে তাদের মানব বিহীন লেভেল ক্রসিংয়ে থামতে হতো এবং ঝুঁকি নিয়ে রেললাইন পারাপার করতে হতো, এখন তারা নিরাপদে এবং দ্রুত গতিতে তাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে পারছেন। রুটটি এখন রেল ও সড়ক উভয় যান চলাচলের জন্য নিরাপদ হয়ে উঠেছে। সমগ্র প্রকল্পটিতে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য। পূর্ব রেল আঞ্চলিক মানুষের কল্যাণের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি প্রমাণ করেছে এবং এটি প্রমাণিত হয় যে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিলে একটি বড় সমস্যার সমাধান করা যায় এবং মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা যায়।

উত্তর পূর্ব রেলের মহাব্যবস্থাপক, শ্রীমতি সৌম্য মাথুর প্রধান প্রশাসনিক আধিকারিকদের অভিনন্দন জানান

গোরখপুর, ৩১ মে ঃ জেনারেল ম্যানেজারের সভা কক্ষে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে, উত্তর পূর্ব রেলের মহাব্যবস্থাপক, শ্রীমতি সৌম্য মাথুর প্রধান প্রশাসনিক আধিকারিক,নির্মাণ শ্রী এস সি শ্রীবাস্তব এবং প্রধান প্রশাসনিক আধিকারিকপ্রকল্প শ্রী বি.এস দোহারেকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। ৩১ মে, ২০২৪-এ অবসর নিচ্ছেন। তাদেরকে একটি সোনার প্লেটেড মেডেল, ক্লোজিং অ্যামাউন্ট ফর্ম এবং সার্ভিস সার্টিফিকেট দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল এবং জেনারেল ম্যানেজার মিসেস মাথুর এই অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদের সুস্থ ও সুখী জীবনের জন্য শুভকামনা জানিয়েছেন। একই ধারাবাহিকতায়, ৩১ মে, ২০২৪ তারিখে পার্সোনেল বিভাগের সভা কক্ষে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে উত্তর পূর্ব রেলওয়ের চিফ পার্সোনেল অফিসার প্রশাসন শ্রী অবধেশ কুমার, গেজেটেড অফিসার অ্যাসিস্ট্যান্ট ফ্যাক্টরি ম্যানেজার মেকানিক শ্রী R.B. নিয়োগের ঘোষণা দেন। যিনি ৩১ মে, ২০২৪-এ অবসর নিচ্ছেন। শ্রীবাস্তব এবং সহকারী বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক মিঃ সত্যেন্দ্র সিং এবং ১১ জন নন-গেজেটেড রেলওয়ে কর্মচারীকে সোনার প্লেটেড মেডেল, নিষ্পত্তির পরিমাণ ফর্ম এবং পরিষেবা শংসাপত্র দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল।অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারীদের উদ্দেশে চিফ পার্সোনেল অফিসারপ্রশাসন মিঃ অবধেশ কুমার বলেন, আপনারা সবাই আপনাদের জীবনের দীর্ঘ সময় রেলওয়েকে দিয়েছেন। আমরা ভবিষ্যতেও আপনার অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হতে থাকব। যখনই আপনার কোন সমস্যা হবে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন। আপনার সমস্যার সমাধান হবে। এই উপলক্ষ্যে ডেপুটি চিফ পার্সোনেল অফিসার, হেডকোয়ার্টার শ্রী বি.কে দ্বিবেদী, সহকারী পার্সোনেল অফিসারলিকুইডেটর শ্রী প্রমোদ কুমার ভারতী, পার্সোনেল অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের ঊর্ধ্বতন আধিকারিক, কর্মচারী, অবসরপ্রাপ্ত রেল কর্মচারীদের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।এ ছাড়া হিসাব বিভাগের আইটি সেন্ট।রে অবসরপ্রাপ্ত হিসাবরক্ষণ কর্মীদের বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে, প্রধান আর্থিক উপদেষ্টা শ্রী সঞ্জীব জৈন অ্যাকাউন্টস বিভাগের ০৭ জন নন-গেজেটেড রেলওয়ে কর্মচারীদের সেটেলমেন্ট অ্যামাউন্ট ফর্ম, সার্ভিস সার্টিফিকেট এবং গোল্ড প্লেটেড মেডেল দিয়ে সম্মানিত করেন। এ উপলক্ষে সহকারী অর্থ উপদেষ্টাসি.টি. শ্রী নবেন্দু শেখর এবং অ্যাকাউট স বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

আমেরিকার ইতিহাসে প্রথমবার দোষী সাব্যস্ত হলেন কোনও প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

৩১ মে ঃ প্রথম প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসাবে আদালতে দোষী সাব্যস্ত হলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এটা লজ্জার বিষয়। ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে পর্নস্টার স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ ছিল রিপাবলিকান নেতার বিরুদ্ধে। সবমিলিয়ে মোট ৩৪টি অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলেন তিনি। ফলে প্রশ্ন উঠছে, আসন্ন প্রেসিডেনশিয়াল নির্বাচনে কি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন ট্রাম্প? সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার ট্রাম্পকে দোষী সাব্যস্ত করে নিউ ইয়র্কের একটি আদালত। ১২ জন জুরির সম্মতিতেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্টকে। বিচারপতি হুয়ান মের্চান জানিয়েছেন, আগামী ১১ জুলাই ট্রাম্পের সাজা ঘোষণা করবে আদালত। তবে ইতিমধ্যেই ট্রাম্প জানিয়েছেন, তিনি কোনও অন্যায় করেননি। অবিলম্বে উচ্চতর আদালতে আবেদন করবেন তিনি।

উল্লেখ্য, আগামী ১৫ জুলাই সরকারিভাবে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর নাম ঘোষণা করবে রিপাবলিকান পার্টি। ইতিমধ্যেই পদপ্রার্থী হওয়া প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেছেন ট্রাম্প। কিন্তু ১১ জুলাই সাজা ঘোষণা হওয়ার পরে তিনি আদৌ নির্বাচনে ল।তে পারবেন কিনা সেই নিয়ে সংশয় রয়েছে। কারণ সর্বোচ্চ চার বছরের কারাদণ্ড পেতে পারেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সেক্ষেত্রে চলতি বছরে হোয়াইট হাউসে তাঁর প্রত্যাবর্তন যথেষ্ট কঠিন বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের। প্রসঙ্গত, ২০০৬ সালে স্টর্মির সঙ্গে ট্রাম্পের যৌন সম্পর্ক হয়েছিল বলে দাবি। অভিযোগ, বিষয়টা চেপে দিতে ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে স্টর্মিকে এক চুক্তিতে সই করানো হয়েছিল। এমনকী অনেক অর্থও দেওয়া হয়েছিল। তবে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে স্টর্মি যা অভিযোগ করেছেন, তা বার বারই খণ্ডন করেছেন বর্ষীয়ান নেতা। অবশেষে আদালতে দোষী সাব্যস্ত হলেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট , আমেরিকার ইতিহাসে প্রথমবার।

শার্প নতুন কমপ্যাক্ট এ ফোর কালার মাল্টিফাংশনাল প্রিন্টার উন্মোচন করেছে

৩১ মে ঃ শার্প বিজনেস সিস্টেম (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড, শার্প কর্পোরেশন জাপানের একটি সম্পূর্ণ মালিকানাধীন ভারতীয় সহায়ক সংস্থা, যা বিশ্বব্যাপী তার অত্যাধুনিক প্রযুক্তি প্রোডাক্টস এবং সলিউশন্সের জন্য বিখ্যাত আজ তার নতুন কমপ্যাক্ট কালার মাল্টিফাংশনাল প্রিন্টার এবং ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড এবং চালু করার ঘোষণা করেছে। ব্যবসাগুলিকে বৃহত্তর সাফল্যে উন্নীত করার জন্য ডিজাইন করা এই অত্যাধুনিক উদ্ভাবনগুলি শুধুমাত্র ব্যবসায়ের উৎপাদনশীলতাই বাড়ায় না বরং যে কোনও কর্মক্ষেত্রে কমনীয়তার ছোঁয়াও দেয়। নতুন কমপ্যাক্ট MFP A3 রেঞ্জের মাল্টিফাংশন পিন্ট।রগুলি উচ্চ-সম্পদ ক্ষমতা প্রদান করে যেকোন কর্মক্ষেত্রে নির্বিঘ্নে সংহত করতে পারে।

লুপ্তপ্রায় প্রজাতির বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁও, ৩০মেঃ বিরল এবং লুপ্তপ্রায় প্রজাতি সহ বণ্যপ্রাণীদের সুরক্ষার জন্য ভারতীয় রেলওয়ের নীতির অংশ হিসেবে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে ও উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের যে সমস্ত স্থানের বনাঞ্চল অথবা অভয়ারণ্য দিয়ে রেলওয়ে লাইন অতিক্রম হয়েছে সেই সমস্ত স্থানে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অসমের যোরহাট জেলার গিবন অভয়ারণ্যের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে রেললাইন, যেখানে বাস করে বিরল প্রজাতির হল কগিবন,যেগুলি বৃক্ষচারী প্রজাতির। সুতরাং, এই বিরল প্রজাতিটি যাতে ওই অভয়ারণ্যকে বিভক্ত করা রেলওয়ে ট্র্যাক অতিক্রম করতে সক্ষম হয় তার জন্য উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের পক্ষ থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অসমবন দপ্তর, ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়া এবং সমস্ত অংশীদারদের সাথে পরামর্শ করে অভয়ারণ্যের ভেতরে ক্যানোপিব্রিজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ নেওয়া হয়েছে। বৃক্ষচারী প্রজাতির এই প্রাণী গুলি যাতে রেলওয়ে ট্র্যাকের এক অংশ থেকে আরেক অংশে সহজে যাতায়াত করতে পারে তার জন্য এই

ক্যানোপিব্রিজগুলি নির্বাচিত স্থানগুলিতে স্থাপন করা হবে। রেলওয়ে ট্র্যাকের উপরে ক্যানোপিব্রিজ স্থাপনের জন্য অসম বনদপ্তরের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে ডিজাইন ও আনুমানিক হিসেব জমা করা হয়েছে। উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের সাথে আলোচনা করে এই ডিজাইন তৈরি করেছে ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়া। অসম বনদপ্তরের দ্বারা এই ক্যানোপিব্রিজ গুলি স্থাপনের জন্য উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ে ইতিমধ্যে ২০২৪-এর ফেব্রুয়ারি মাসে আনুমানিক অর্থরাশিও জমা করেছে। উপযুক্ত ও উচ্চমানের বেঁধে রাখার উপকরণ ও কৌশল ব্যবহার করে ক্যানোপিব্রিজ গুলির শেষ প্রান্তের পাশাপাশি নটগুলিকে সুরক্ষিত এবং টাইট করা হবে। দুর্ঘটনাবশত ব্রিজ থেকে পড়ে গেলে এই বিরল প্রজাতির প্রাণীগুলি যাতে রক্ষা পায় তার জন্য একটি ফেইল-সেফ প্রক্রিয়া হিসেবে মূলটুইন-রোপ ব্রিজের নীচে সেফটি নেট স্থাপন করা হবে। এই ক্যানোপিরোপব্রিজ গুলি এমন ভাবে স্থাপন করা হবে যাতে দীর্ঘসময়ের জন্য লতাপাতার মতো প্রাকৃতিক উপাদানগুলি রোপ ব্রিজের দুপাশে লেগে থাকতে পারে, এরফলে বন্যপ্রাণীগুলির চলাফেরায় সাহায্য হবে এবং রোপ ক্যানোপি ব্রিজের চারদিকে কেন্দ্রীভূত ভাবে একটি হাইব্রিড (অথবাসেমি-আর্টিফিসিয়াল) বিন্যাসের আকার ধারণ করবে। সংশ্লিষ্টরাজ্যগুলিরবনদপ্তরেরসাথেআলোচনাকরেউত্তরপূর্বসীমান্তরেলওয়ের পক্ষ থেকে লুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণীর প্রজাতিগুলিকে বিলুপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করতে সম্ভাব্য সমস্ত স্থানে পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

হাওড়া ব্রিজ থেকে উদ্ধার নগদ অর্থ, আটক ৪

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩১ মে ঃ ফের ভোটের আগে উদ্ধার হল নগদ অর্থ। এবারের ঘটনাস্থল হাওড়া ব্রিজ। এই ঘটনায় চারজনকে আটকও করা হয়েছে। ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে গোলাবাড়ি থানার পুলিশ। শুক্রবার সন্ধ্যায় হাওড়া থেকে বিপুল নগদ টাকা উদ্ধার হয়। শনিবার এ রাজ্যের ৯ লোকসভা কেঃেদ্র ভোট। নির্বাচন রয়েছে কলকাতার দুই কেন্দ্রে। তার আগে শুক্রবার সন্ধ্যায় হাওড়া ব্রিজে নাকা চেকিং চালাচ্ছিল পুলিশ। সেই সময়ই বিপুল নগদ টাকা উদ্ধার করে পুলিশ। একটি বাইক থেকে এই টাকা উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, সব মিলিয়ে .বাইক থেকে ৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা উদ্ধার হয়েছে।

পুলিশের উপর আক্রমণ, পুরুষশূন্য গ্রামে গেল বিজেপির প্রতিনিধি দল

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৩১ মে ঃ পুলিশের উপর হামলার ঘটনার পর থেকে পুরুষ শূন্য বীরভূমের মল্লারপুর থানার পাথাই গ্রাম। শুক্রবার সেই গ্রাম সরেজমিনে পরিদর্শন করলেন রাজ্য বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল। বিজেপির রাজ্যের সহ সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডলের নেতৃত্বে দশ জনের একটি প্রতিনিধি দল পাথাই গ্রামে পৌঁছান। গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঘটনার দিনের খোঁজখবর নেন তাঁরা। বিজেপির প্রতিনিধি দলের প্রধান শ্যামাপদ মণ্ডলের দাবি, পুলিশের অপরিকল্পিত ভূমিকা ও ব্যর্থতার কারণেই ঘটনার দিন গ্রামবাসীরা পুলিশের হাতে আক্রান্ত হন। পাল্টা আক্রান্ত হতে হয়েছে পুলিশকেও। তাঁর অভিযোগ, ঘটনার ১৫ দিন পরেও গ্রামের মানুষ আতঙ্কিত। গ্রামছাড়া হয়ে রয়েছেন পুরুষেরা। বহু নিরাপরাধ মানুষকে মিথ্যে মামলা দিয়ে গ্রেফতার করে জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ১৬ মে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে অশান্তির মীমাংসা করতে মল্লারপুর থানার পাথাই গ্রামে যায় পুলিশ। সেই সময় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পরেন গ্রামবাসীদের একাংশের। সংঘর্ষে তিন পুলিশ আধিকারিক সহ আটজন পুলিশ কর্মী জখম হন। পুলিশের পাশাপাশি জখম হন আটজন গ্রামবাসীও। তারপরই গ্রামে ধরপাকড় শুরু করে পুলিশ। ঘটনায় যুক্ত সন্দেহে এখনও পর্যন্ত ২১ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তারা জেল হেফাজতে রয়েছে। এদিন রাজ্য বিজেপির প্রতিনিধি দল পাথাই গ্রামে পৌঁছালে পুলিশি অত্যাচারের কথা তাদের কাছে জানান গ্রামের বাসিন্দারা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, নির্দোষীদের বাড়িতে ভাংচুর চালিয়ে মারধর করেছে পুলিশ। পুলিশের আতঙ্কে ঘটনার ১৫ দিন পরও গ্রামছাড়া হয়ে রয়েছেন পুরুষেরা। গ্রাম পুরুষহীন থাকায় কার্যত আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন পাথাই গ্রামের মহিলারা। শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থকেরা বাড়িতে রয়েছেন। অথচ বেছে বেছে বিজেপির সমর্থকদের গ্রামে ঢুকতে দিচ্ছে না পুলিশ। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের নির্দেশ মতো পুলিশ গ্রামে অত্যাচার চালাচ্ছে। এই দ্বিচারিতা আমরা মানব না। পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের দ্বারস্থ হয়ে এর বিধান চাইব। তৃণমূল নেতা প্রদীপ কুমার দাস বলেন, দুটি পরিবারের মধ্যে বিবাদ মেটাতে এসে পুলিশ আক্রান্ত হয়েছে। এখানে কোন দল দেখা হয়নি। গ্রামবাসীরা পুলিশের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। পুলিশ ভিডিও ফুটেজ দেখে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের মধ্যে সব দলের সদস্য রয়েছে। যারা অভিযুক্ত তারাই শুধু গ্রামছাড়া রয়েছে।

দুদিনে বলাগড় ব্লকে গঙ্গায় ছাড়া হলো ৬ লক্ষ মাছের চারা, মৎস্যজীবিদের জীবিকার স্বার্থে নয়া ব্যারাকপুর সিফরির

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৩১ মে ঃ কথায় আছে মাছে ভাতে বাঙালি, এক যে মাছের জোগান হত গ্রাম বাংলার নদ নদী খাল বিল থেকে। সেই মাছের যোগানে ভাটা পরেছে অনেকটাই। দেশীয় মাছের যোগান বা উপাদন হতো প্রাকৃতিক উপায়ে, মানুষের নিত্য চাহিদার ফলে অতিরিক্ত মাছ শিকার তার সঙ্গে মাছের পোনা ধরে নেওয়া ও জলাশয় ভরাট তার সাথে নদী সহ জলাশয় গুলিতে বর্জ্য পদার্থ ফেলায় দূষণ হওয়ার কারণে মাছের যোগান আর আগের মতো নেই। সারাদিন নদী খাল বিল গুলোতে জাল দিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করলেও জাল ভর্তি মাছ আর মেলে না ফলে বাজারে চাহিদার তুলনায় মাছের যোগান কম থাকায় সামান্য চুনো -পুঁটি কিনতে ও বাঙালির পকেটে টান পড়ে , যদিও বর্তমানে মাছের যোগান ঠিক রাখতে বাংলার মাছের বাজার গুলিতে ভিন রাজ্যের রুই কাতলা কিম্বা সামুদ্রিক মাছের পসরা অথবা পুকুরে চাষ করা মাছ সাজিয়ে বসে থাকেন মাছ ব্যবসায়ীরা। বাধ্য হয়েই বাঙালি ঐ মাছই কিনতে বাধ্য হয় কম দামে । তবে বিগত চার বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার - এর মৎস্য দপ্তর নিঃশব্দে বিপ্লব আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ভাগীরথী হুগলি নদীতে মাছের যোগান ঠিক রাখতে। গঙ্গার রুই- কাতলা - মৃগেল কালবোস স্বরপুটি সহ অন্যান্য প্রজাতির মাছ এর চারা নমামী গঙ্গা প্রকল্পের আওতায় এনে গঙ্গাকে দূষণ মুক্ত করতে সাথে গঙ্গা থেকে পূর্ণ বয়স্ক মাছ সংগ্রহ করে তার প্রজনন ঘটিয়ে সেই মাছের চারা আবার ওই নদীতেই আনুষ্ঠানিক ভাবে ছাড়া হচ্ছে নদীর জীব বৈচিত্র্য ঠিক রাখতে। এর ফলে ওই সমস্ত প্রজাতির মাছ যেমন নদীতে আবারও পাওয়া যাবে তেমনি নদীতে মাছ শিকার করে যাঁরা জীবন জীবিকা নির্বাহ করে উপকৃত হবেন তারা । রাষ্ট্রীয় র‍্যাঞ্চিং মিশন ৩ ২০২৪- এর আওতায় বৃহস্পতি ও শুক্রবার দুদিনে মোট ৬ লক্ষ রুই কাতলা মৃগেল সহ বর্তমানে বিলুপ্ত প্রায় স্বর পুঁটি মাছের চারা হুগলির বলাগড় এর সবুজদ্বীপ ও ক্ষত্রিয় নগর - এর গঙ্গায় ছাড়া হলো আনুষ্ঠানিক ভাবে। কেন্দ্রীয় অন্তর দেশীয় মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র ব্যারাকপুর এর আয়োজনে স্থানীয় মৎস্যজীবি পরিবারের মহিলাদের ও স্থানীয় শ্রীপুর বলাগড় মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির কর্ম কর্তা ও সদস্যদের নিয়ে লঞ্চে করে মাঝ নদীতে গিয়ে মাছের চারা ছাড়া হয়। দপ্তরের আধিকারিকরা জানান বিগত চার বছরে এই গঙ্গা নদীতে ৪ পর্বে এখনো পর্যন্ত মোট ১২ লক্ষ মাছ ছাড়া হয়েছে লক্ষ মাত্রা ধার্য করা হয়েছে ১ কোটি । নদীতে মাছ এর চারা ছাড়ায় খুশি স্থানীয় মৎস্যজীবী পরিবার গুলি । আগামী দু দিন স্থানীয় জেলেদের নদীতে মাছ ধরতে ও বারণ করা হলো কেন্দ্রীয় মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে। এই বিষয়ে ব্যারাকপুর কেন্দ্রীয় অন্তর দেশীয় মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বসন্ত কুমার দাস জানান। স্থানীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির ম্যানেজার নিখিল সরকার জানান। স্থানীয় মৎস্যজীবী পরিবার এর সদস্যা জানান।

৯১৯ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ ২১ গ্রাম ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩১ মে ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ৯১৯ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ ২১ গ্রাম ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার পুলিশ মাথাভাঙ্গার নিশিগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ। ঘটনাটি মাথাভাঙ্গা দুই নং ব্লকের নিশিগঞ্জ সংলগ্ন ছিটকি বাড়ি এলাকার। জানা গেছে নিশিগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাত ১০ টা নাগাদ কোচবিহার মাথাভাঙ্গা রাজ্য সড়কের ছিটকিবাড়ি এলাকায় একটি ১২ চাকার ট্রাক দাঁড় করিয়ে তল্লাশি চালালে তাতে ব্রাউন সুগার সহ ইয়াবা ট্যাবলেট মেলে। তারপর ট্রাক চালককে আটক করার পাশাপাশি ট্রাক এবং উদ্ধার হওয়া ব্রাউন সুগার ও ইয়াবা ট্যাবলেট গুলিকে নিশিগঞ্জ ফাঁড়িতে নিয়ে যায়। এই বিষয়ে আজ মাথাভাঙ্গা থানায় সাংবাদিক বৈঠক করেন মাথাভাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই। তিনি বলেন, গতকাল রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নিশিগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ ছিটকিবাড়ি এলাকায় একটি ১২ চাকার ট্রাক দাঁড় করিয়ে তল্লাশি চালালে তাতে ৯১৯ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ ২১ গ্রাম ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে। তারপর সেই ট্রাকের চালককেও আটক করা হয়। ট্রাকটি মেঘালয় থেকে মুর্শিদাবাদের দিকে যাচ্ছিল বলে প্রাথমিক অনুমান। উদ্ধার হওয়া ব্রাউন সুগার ও ইয়াবা ট্যাবলেটের আনুমানিক বাজার মূল্য ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা বলে তিনি জানান। এমনকি গ্রেপ্তার হওয়ার ট্রাক চালককে আদালতে তুলে পুলিশ রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করা হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

মৃত্যু হল আরও এক পরিযায়ী শ্রমিকের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩১ মে ঃ আবারও পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু। ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যু হল তাঁর। শোকের ছায়া পরিবারে। মালদার রতুয়া-২নং ব্লকের পুখুরিয়া অঞ্চলের নুরদ্দিপুর এলাকার ঘটনা। জানা গেছে, মৃত শ্রমিকের নাম উত্তম রবিদাস। বয়স ৪৩ বছর। বাড়ি পুখুরিয়ার নুরদ্দিপুর এলাকায়। তিনি মাস খানেক আগে বিহারের পাটনায় শ্রমিকের কাজ করতে যান। সেখানে এক ঠিকাদার সংস্থার অধীনে ইলেকট্রিকের কাজ করছিলেন। সেই কাজ করার সময় গত বুধবার ইলেক্ট্রিক শক লেগে তাঁর। এরপরই মর্মান্তিক মৃত্যু হয় বলে খবর। শুক্রবার সাত সকালে রবি দাসের কফিনবন্দী নিথর দেহ এসে পৌঁছায় পুখুরিয়ার গ্রামে পৌঁছায়। মৃতদেহ পৌঁছতেই পরিবারবর্গ কান্নায় ভেঙে পড়েন। গোটা এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। স্থানীয় এক এলাকাবাসী বলেন, ইলেকট্রিকের কাজে পাটনা গিয়েছিলেন। সেই সময় শক লেগে মারা যান। আজ কফিনবন্দি দেহ এসেছে গ্রামে। প্রসঙ্গত, মালদহে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা নতুন নয়। সম্প্রতি জেলা থেকে তিনজন পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু খবর প্রকাশ্যে এসেছে।

স্ট্রং রুম পরিদর্শনে বিজেপি প্রার্থী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩১ মে ঃ ইতিমধ্যে সংবাদ শিরোনামে উঠে আসা তমলুক লোকসভা নির্বাচনের স্ট্রং রুমের ঘটনার পর শুক্রবার বিকেলে জলপাইগুড়িতে অবস্থিত উত্তরবঙ্গ বিশ্ব বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসে থাকা তিন লোকসভা নির্বাচনের স্ট্রং রুম পরিদর্শনে যান বিদায়ী সাংসদ তথা বিজেপি প্রার্থী ডাঃ জয়ন্ত কুমার রায়। কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তায় থাকা ই ভি এম ভর্তি স্ট্রং রুম এর বাইরে থেকেই পরিদর্শন করে বিজেপি প্রার্থী ডাঃ জয়ন্ত কুমার রায় বলেন, এখানে যদিও এখন পর্যন্ত সব ঠিক আছে, তবে তমলুকের ঘটনা জানার পর অন্যান্য দিনের মতো আজও এসেছিলাম নিরাপত্তা ব্যাবস্থা সহ সি সি ক্যামেরা গুলো দেখতে, কারন এই রাজ্যের শাসক দলের ওপর কোনো আস্থা নেই।

চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু ব্যক্তির

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৩১ মে ঃ চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা নিউ ফরাক্কা স্টেশনে। পুলিশ জানিয়েছে মৃত ব্যক্তির নাম স্বপন দাস। বাড়ি মুর্শিদাবাদের সাদিকপুর গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার রাতে কিউল এক্সপ্রেসে চেপে নিউ ফরাক্কা স্টেশনে ৩ নম্বর প্লাটফর্মে ঢোকার সময় চলন্ত ট্রেন থেকে ওই ব্যক্তি পড়ে যান। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ছুটে আসে নিউ ফরাক্কা জিআরপি ও আরপিএফ। স্বপন দাসের দুই ছেলে। ছোট ছেলে গয়াতে কাজ করেন একটি বিস্কুট কারখানায়। তার সঙ্গে দেখা করে স্বপনবাবু এক্সপ্রেসে ট্রেনে ধরে বাড়ি ফিরছিলেন। নিউ ফরাক্কা স্টেশনে ট্রেন থেকে নামার সময় হঠাৎ ট্রেনের নিচে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর কাছে থাকা একটি ব্যাগ থেকে তাঁর পরিচয়পত্র পাওয়া যায়। রেল পুলিশের তরফে খবর দেওয়া হয় তাঁর পরিবারে। মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

গ্রিন করিডর করে টাকা আনা হয়েছে', সাংঘাতিক অভিযোগ বিজেপি বিধায়কের

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৩১ মে ঃ টাকা খরচ করে শাসকদল আলিপুরদুয়ার আসনটি কিনতে চাইছে বলে অভিযোগ তুললেন আলিপুরদুয়ারের বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিজ্ঞা। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলন করে মাদারিহাটের বিধায়ক তথা এবারের লোকসভা ভোটের প্রার্থী মনোজ টিজ্ঞা দাবি করেন, গণতন্ত্রকে হত্যা করার চেষ্টা চলছে। এই টাকা কলকাতা থেকে শিলিগুড়িতে এক ব্যবসায়ীর কাছে আসে। তারপর পুলিশ গ্রিন করিডর করে আলিপুরদুয়ারে আনে। ভোটের ফল প্রকাশের আর মাত্র তিনদিন বাকি। তার আগে এমন অভিযোগ ঘিরে হইচই জেলায়। যদিও তৃণমূলের দাবি, বিজেপি বুঝে গিয়েছে আলিপুরদুয়ার আসনটি হাতছাড়া হতে চলেছে এবার। তাই এসব মিথ্যা বলে সকলকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। শুক্রবার আলিপুরদুয়ারে বিজেপি দফতরে সাংবাদিক বৈঠক করেন মনোজ টিজ্ঞা। সেখানে তিনি বিস্ফোরক অভিযোগ করে বলেন, আলিপুরদুয়ারের এডিএম জেলা পরিষদ পঞ্চায়েতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে বেআইনি ভাবে পঞ্চায়েত, জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতিতে শাসক দলকে জেতানোর ক্ষেত্রে ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাই আগামী ৪ জুন উনি গণনাতে থাকলে সঠিকভাবে গণনা হবে না। একইসঙ্গে তিনি বলেন, কলকাতা থেকে টাকা আসছে। মনোজ টিজ্ঞা বলেন, আমাদের কাছে খবর আছে আলিপুরদুয়ারের এক ব্যবসায়ীর কাছে কলকাতা থেকে মোটা অঙ্কের টাকা এসেছে। এর আগে তৃণমূলের দুই নেতা কলকাতায় গিয়েছিলেন। এরপরই মঙ্গল-বুধবার নাগাদ পুলিশের সহযোগিতায় আলিপুরদুয়ারে টাকা আনা হয়েছে। আমাদের আশঙ্কা, এই টাকা ব্যবহার করে তৃণমূল আলিপুরদুয়ার আসনটি জেতার চেষ্টা করছে। যদিও তৃণমূলের জেলা সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর মজুমদারের বক্তব্য, আসলে বিজেপি আলিপুরদুয়ারে হারবে বুঝেই এসব কথা বলছে। আমি বিজেপির নেতাদের মনে করিয়ে দিতে চাই ইডি তো বিজেপির পকেটে থাকে। তাদের নেতাদের নির্দেশ শুনেই ওরা কাজ করে। তা এটাও জানাক ইডিকে। ওরা টাকা বাজেয়াপ্ত করুক। আসলে টাকার গল্পটা কিছুই নয়, এটা হচ্ছে হার স্বীকার করে নেওয়া। ওরা আলিপুরদুয়ারে হারতে চলেছে বুঝে আগাম একটা গীত গেয়ে রাখল।

ভোটের বাংলায় লাখ লাখ টাকা উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩১ মে ঃ ভোটের আগের সন্ধ্যায় হাওড়া থেকে বিপুল নগদ টাকা উদ্ধার হল। শনিবার এ রাজ্যের ৯ লোকসভা কেন্দ্রে ভোট। নির্বাচন রয়েছে কলকাতার দুই কেন্দ্রে। তার আগে শুক্রবার সন্ধ্যায় হাওড়া ব্রিজে নাকা চেকিং চালাচ্ছিল পুলিশ। সেই সময়ই বিপুল নগদ টাকা উদ্ধার করে পুলিশ। একটি বাইক থেকে এই টাকা উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, সব মিলিয়ে বাইক থেকে ৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা উদ্ধার হয়েছে। এই ঘটনায় চারজনকে আটকও করা হয়েছে। ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে গোলাবাড়ি থানার পুলিশ। ভোটের আগে টাকা পাচারের অভিযোগ প্রতিবারই ওঠে। শাসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে বিরোধী শিবির। আবার বিরোধীদেরও নিশানা করে ক্ষমতার মসনদে আসীন দল। এবারও তেমনটাই চলেছে এবং চলছে। শুক্রবারই আলিপুরদুয়ারের বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিজ্ঞা দাবি করেন, আলিপুরদুয়ারে জিততে শাসকদল টাকা আনছে কলকাতা থেকে। পাল্টা শাসকশিবিরও সে অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে দাবি করে, হারার ভয়ে এসব গান গাইছে বিরোধীরা। তবে ষষ্ঠ দফায় ভোটের আগেও মেদিনীপুরের ঘাটাল দাসপুরের খুকুড়দায় নাকা চেকিংয়ের সময় লক্ষ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছিল। যে গাড়ি থেকে সেদিন ২৪ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছিল সেটি দাসপুরের বিজেপি নেতা প্রশান্ত বেরার ছিল বলে জানা যায়। এ ঘটনা ঘিরে কম জলঘোলা হয়নি। আবারও সপ্তম দফার আগে মিলল টাকা।

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার নোটিস নং. টিআরডি-ডব্লুসি-টি-২০২৪-২৫-০৯, তারিখ ঃ ৩০.০৫.২০২৪। সিনি. ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/ টিআরডি/পূর্বরেলওয়ে, আসানসোল, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য বৈধ বৈদ্যুতিক ঠিকাদারি লাইসেন্স এবং সুপারভাইজারি লাইসেন্স এবং নিম্নলিখিত কাজ আর্থিকভাবে সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় টেন্ডারদাতাদের নিকট থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ- **টেন্ডার কেস নং. টিআরডি-ডব্লুসি-টি-২০২৪-২৫-০৯; কাজের নাম ঃ** আসানসোল ডিভিসনে এক (০১) বছরের জন্য ১২টি টাওয়ার ওয়াগনের বার্ষিক সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি; **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹২,৭৫,২৩,৯৫০.৯০/-; **বায়না অর্থঃ** ₹২,৮৭,৬০০/-; **খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ০১.০৭.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টায়; **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২(বারো) মাস। **কাজের দরপ্রস্তাবের বৈধতা ঃ** খোলার তারিখ থেকে ৪৫ দিন। সম্পূর্ণ বিশদ রেলওয়ের যে ওয়েবসাইট ঃ **ireps.gov.in** থেকে দেখা যাবে। ASN-66/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

KAUSHAL INVESTMENTS LIMITED

Regd. Off: 3, Bentinck Street, 4th Floor, Room No. D8, Kolkata-700001
CIN : L65993WB1981PLC033363; EMAIL : info@kaushalinvest.com
WEBSITE : www.kaushalinvest.com

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

(₹. in Lakhs)

Sl No	Particulars (Refer Notes Below)	Quarter Ended 31.03.24 Audited	Quarter Ended 31.12.23 Unaudited	Quarter Ended 31.03.23 Audited	Year Ended 31.03.24 Audited	Year Ended 31.03.23 Audited
1	Total Income from Operations	5.31	0.45	3.92	7.95	6.56
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items#)	3.78	(2.14)	1.24	(5.63)	(3.81)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(3.96)	(2.14)	1.24	(13.37)	(3.81)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items#)	(3.96)	(2.14)	1.24	(13.37)	(3.81)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(3.88)	(2.14)	(0.46)	(13.29)	1.00
6	Equity Share Capital	314.00	314.00	314.00	314.00	314.00
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted:	(0.13)	(0.07)	0.04	(0.43)	(0.12)

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of the Audited Financial Results for the Quarter and Year ended on March 31, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and year ended Audited Financial Results is available on the Stock Exchange at www.cse-india.com and also on the websites of the company at www.kaushalinvest.com.
2 The above Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors on May 30, 2024.

FOR KAUSHAL INVESTMENT LIMITED
Sd/-
Mr. Jitendra Kumar Goyal
Director
DIN: 00468744

Place : Kolkata
Date : 30.05.2024

স্বস্তিক প্লাইউড লিমিটেড

CIN: L20291WB1985 PLC038657
রেজিঃ অফিসঃ শ্যাম টাওয়ারস, ০৩-৩১৯, ডিএইচ৬ / ১১, স্ট্রীট নং ৩১৯, অ্যাকশন এরিয়া-আইডি, কলকাতা, নিউ টাউন-৭০০১৫৬
ইমেলঃ complianceswastikplywood.net, টেলিফোনঃ ০৩৩ ৪০০৭ ৪০০৭

পোস্টাল ব্যালট এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১১০ অনুসারে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২২ এবং ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক জারি করা সার্কুলারগুলি, শ্রী বিনয় খৈতানের নিয়োগের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন। কোম্পানির একজন স্বাধীন অ-নির্বাহী পরিচালক হিসাবে, ৩০ মে, ২০২৪ তারিখের নোটিশে নির্ধারিত, ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়ার মাধ্যমে ('রিমোট ই-ভোটিং') পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে পাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই বিষয়ে, সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহ পোস্টাল ব্যালট নোটিশ পাঠানো ৩১ মে, ২০২৪ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির কর্পোরেট ওয়েবসাইট www.swastikplywood.net, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস লিমিটেডের ই-ভোটিং ওয়েবসাইট www.evotingindia.com, CSE লিমিটেড www.cse-india.com-এ পাওয়া যাচ্ছে যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তাগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, সদস্যদের শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে রেজোলিউশনে তাদের ভোট দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যা ৩ জুন, ২০২৪-এ সকাল ৯.০০ এ শুরু হবে এবং বিকাল ৫.০০ টায় শেষ হবে। ০২ জুলাই, ২০২৪ এ যখন দূরবর্তী ই-ভোটিং CDSL দ্বারা ব্লক করা হবে। শুধুমাত্র সেই সদস্যদের যাদের নাম কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরিদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণকৃত সুবিধাজনক মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, অর্থাৎ ২৪ মে, ২০২৪ তারিখে, তারা তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী।
যে সদস্যরা কোম্পানিতে বা ডিপোজিটরির সাথে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি এবং পোস্টাল ব্যালট নোটিশ পেতে চান এবংঅথবা দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে চান তারা তাদের নাম এবং ডিপি আইডি উল্লেখ করে তাদের ই-মেইল ঠিকানা পাঠাতে পারেন এবং complianceswastikplywood.net-এ ই-মেইলের মাধ্যমে ক্লায়েন্ট আইডিফোলিও নম্বর।
কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন এবং CDSL-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটের ডাউনলোড বিভাগের অধীনে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন। দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর ফলাফল বুধবার, ০৩ জুলাই, ২০২৪-এ বিকাল ৫.০০ মিনিটে ঘোষণা করা হবে। ঘোষিত ফলাফল, স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সহ কোম্পানির কর্পোরেট ওয়েবসাইটে 'বিনিয়োগকারী সম্পর্ক' বিভাগের অধীনে এবং CDSL-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটে অবিলম্বে পাওয়া যাবে। এই ধরনের ফলাফল কোম্পানি CSE-তেও পাঠিয়ে দেবে।

স্বস্তিক প্লাইউড লিমিটেডের জন্য
সুরজ কুমার সিনহা
কোম্পানি সচিব
এসিএস৬৪৪০৯

স্থান-কলকাতা
তারিখ-০১।০৬।২০২৪

TIRRIHANNAH COMPANY LIMITED

CIN No : L6599WB1908PLC1838
Regd. Office : 5, Kiran Shankar Roy Road, Kolkata-700 001
Tel: (+91-033) 22487093 Email ID:tirrihanna.co @gmail.com

Extract of Statement of Standalone Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2024

(In Rupees)

SL No	Particulars	Quarter ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter ended 31.12.2023 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2023 (Audited)	Year ended 31.03.2024 (Audited)	Year ended 31.03.2023 (Audited)
1	Total income from operations (net)	19,662,840.59	41,034,914.28	45,010,242.84	136,658,666.21	209,283,096.23
2	Net Profit/ (Loss) for the quarter/year (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary Items)	(15,412,670.23)	9,836,792.62	(2,535,442.45)	(23,421,816.17)	6,517,487.31
3	Net Profit/(Loss) for the quarter/ year before tax(after Exceptional and/ or Extraordinary Items)	(15,412,670.23)	9,836,792.62	(2,535,442.45)	(23,421,816.17)	6,517,487.31
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax(after Exceptional and/ or Extraordinary Items)	(15,412,670.23)	9,836,792.62	(2,535,442.45)	(23,421,816.17)	6,517,487.31
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(15,412,670.23)	9,836,792.62	(2,535,442.45)	(23,421,816.17)	6,517,487.31
6	Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	31,868,750.00	31,868,750.00	31,868,750.00	31,868,750.00	31,868,750.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	(27,030,688.00)	1,600,912.54	(29,333,307.55)	(35,039,834.17)	(11,618,021.04)
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -					
	Basic :	(4.84)	3.09	(0.80)	(7.35)	2.05
	Diluted :	(4.84)	3.09	(0.80)	(7.35)	2.05

Note : a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites www.tirrihannah.co.in and https://www.cse-india.com/.

For and on behalf of the Board of Directors
UMESH KANKANI
Whole Time Director
(DIN - 00652561)

Place : Kolkata
Date : 30.05.2024

ক্রিপটন ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড

CIN: L25199WB1990PLC048791
রেজি. অফিসঃ প্লট নং. ৩১ ও ৩২, ফলতা স্পেশাল ইকোনামিক জোন, সেক্টর ১, ২৪ পরগণা (দক্ষিণ), পিন-৭৪৩ ৫০৪
হেড অফিসঃ ৪১০, বরদান বিল্ডিং, ২৫ এ, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০১৬, ই-মেলঃ krypton@kryptongroup.com

৩১শে মার্চ, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র এবং একত্রিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

(টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	স্বতন্ত্র: ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	স্বতন্ত্র: ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	স্বতন্ত্র: ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	স্বতন্ত্র: বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৪ (পরীক্ষিত)	স্বতন্ত্র: বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৩ (পরীক্ষিত)	একত্রিত: ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	একত্রিত: ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	একত্রিত: ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	একত্রিত: বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৪ (পরীক্ষিত)	একত্রিত: বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৩ (পরীক্ষিত)
১.	রাজস্ব থেকে আয়	১,৩৮২.৬৮	১,১২৩.৯৬	৯৮৩.৯১	৪,১৩৭.৩৭	৩,২৩৬.৮৬	১,৩৮০.৬৬	১,১৯৯.৯৬	১,০০৮.৪২	৪,২৭৪.৪০	৩,৩২৭.৭০
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেম)	৭২.৬৮	৫৬.১১	২১.৪৫	২১১.১৮	১০৬.৭৭	৭৯.৯২	৪৯.১৮	২৪.০৩	১৭২.০৮	৯৫.১৪
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগে সময়ের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	৭২.৬৮	৫৬.১১	২১.৪৫	২১১.১৮	১০৬.৭৭	৭৯.৯২	৪৯.১৮	২৪.০৩	১৭২.০৮	৯৫.১৪
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	১৮.২৫	৫৩.১১	২২.৫৭	১৫২.৭৫	১১১.৮৯	২৫.৪৯	৪৬.১৮	২৫.১৫	১১৩.৬৫	১০০.২৬
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সম্মিলিত মুনাফা / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	১৫.১০	৫৩.১১	২৪.৬৬	১৪৯.৬০	১১৩.৯৮	৩৫.৯০	৪৬.৭৬	২৮.৯৫	১১৬.৯৬	১০৪.১৫
৬.	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১
৭.	সংরক্ষণ পূর্ববর্তী হিসাব বছরের ব্যালেন্স শীটে দেখানো হিসাবে পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত সংরক্ষিত	-	-	-	১,৬৪৫.৯৫	১,৪৯৬.৩৫	-	-	-	১,৭৪৬.০৯	১,৬২৪.৮২
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) মূল এবং মিশ্র (বার্ষিকী নয়)	০.১০	০.৩৬	০.১৭	১.০২	০.৭৮	০.২৪	০.৩২	০.২০	০.৮০	০.৭১

কোম্পানির কোন ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ আইটেম নেই।

মন্তব্যঃ
(১) উপরেরটি SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক / বার্ষিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক / বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস হল স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.kryptongroup.com) উপলব্ধ।

বোর্ডের আদেশানুসারে,
(জয় সিং বারদিয়া)
পরিচালক
DIN: 00467932

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৩০ মে, ২০২৪

SCINTILLA COMMERCIAL & CREDIT LIMITED

CIN : L65191WB1990PLC048276
Regd.Off: "Mercantile Building",Block-E,2nd Floor, 9/12, Lalbazar Street,Kolkata-700001
Corp. off.: Jajodia Tower, 3, Bentinck Street, Room No. D-8, 4th Floor, Kolkata-700001
E-MAIL: info@scintilla.co.in, WEBSITE: www.scintilla.co.in

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

(₹ in Lakhs)

Particulars	Standalone: Quarter Ended 31.03.2024 Audited	Standalone: Quarter Ended 31.12.2023 Unaudited	Standalone: Quarter Ended 31.03.2023 Audited	Standalone: Year Ended 31.03.2024 Audited	Standalone: Year Ended 31.03.2023 Audited	Consolidated: Quarter Ended 31.03.2024 Audited	Consolidated: Quarter Ended 31.12.2023 Unaudited	Consolidated: Quarter Ended 31.03.2023 Audited	Consolidated: Year Ended 31.03.2024 Audited	Consolidated: Year Ended 31.03.2023 Audited
Total Income from Operations	18.21	16.91	18.16	59.48	53.26	18.21	16.91	18.16	59.48	53.26
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	(32.26)	10.32	(10.60)	(18.00)	3.43	(32.26)	6.28	(14.17)	(18.00)	0.34
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(32.26)	10.32	(10.60)	(18.00)	3.43	(236.14)	6.28	(14.17)	(221.88)	0.34
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(27.55)	7.72	(7.80)	(16.88)	2.70	(229.82)	3.68	(11.72)	(219.15)	(0.74)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(29.80)	7.72	(7.80)	(19.13)	2.70	(232.07)	3.68	(11.72)	(221.40)	(0.74)
Equity Share Capital	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)										
Basic & Diluted	(0.27)	0.08	(0.08)	(0.17)	0.03	(2.29)	0.04	(0.12)	(2.19)	(0.01)

Note:
The above is an extract of the detailed format of the Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and Year ended Audited Standalone and Consolidated Financial Results is available on the Stock Exchange at www.bseindia.com & www.cse-india.com and also on the websites of the company at www.scintilla.co.in.
The above results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 30th May, 2024

For SCINTILLA COMMERCIAL & CREDIT LTD
SD/-
JITENDRA KUMAR GOYAL
Managing Director
DIN:00468744

Place : Kolkata
Date : 30.05.2024

সুনীলের বিদায়ী ম্যাচে গোলের পাস বাড়াতে চান ছাংতে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মেঃ বুধবারই কলকাতায় পা রেখেছিল ভারতীয় ফুটবল দল। বৃহস্পতিবার থেকে কুয়েত ম্যাচের জন্য অনুশীলনে নেমে পড়ে ইগর স্টিমাচের ছেলেরা। ৬ তারিখ প্রাক বিশ্বকাপের ম্যাচ। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন ভরানোর ডাক দিয়েছেন ভারতীয় দলের হেডস্যার ইগর স্টিমাচ। গ্রুপ পর্যায়ে সুবিধাজনক জায়গায় নেই ব্লু টাইগার্স। কুয়েত ম্যাচ থেকেই ঘুরে দাঁড়াতে চান লিস্টন, মহেশরা। তবে সব ছাপিয়ে এই ম্যাচের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু একজনই। তিনি সুনীল ছেত্রী। বিদায়ী ম্যাচে তাঁকে জয় উপহার দিতে চান সতীর্থরা। কুয়েত ম্যাচে ভক্তদের মতো ক্যাপ্টেনের পা থেকে গোল দেখতে চাইছেন সতীর্থরাও। লালিনজুয়ালা ছাংতে ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যতের মুখ হয়ে উঠতে পারেন। কুয়েত ম্যাচে সুনীলকে গোলের পাস বাড়াতে চান ছাংতে। মিজো ফুটবলারের কথায়, ''সুনীল ভাইকে আমি সম্মানের চোখে দেখি। ২০১৫ সালে ভারতীয় দলে প্রথম ডাক পাওয়ার পর আমার সঙ্গে আলাদা ভাবে কথা বলে। ওর মতো হওয়া একদমই সহজ নয়। ফুটবলার সুনীল কিংবা ব্যক্তি সুনীল-একেবারে অনন্য। কুয়েত ম্যাচ জিতে ওকে আমরা সম্মান দিতে চাই। সুনীল ভাইয়ের পা থেকে গোল দেখতে চাই। এর চেয়ে ভালো বিদায়ী ম্যাচ হতে পারে না। ওকে গোলের পাস বাড়াতে চাই। সেটা আজীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।''

ফেভারিট ধরেও ভারতকে সতর্কবার্তা বিশ্বজয়ী ক্যাপ্টেনের

সিডনি, ৩১ মেঃ টি-২০ বিশ্বকাপের দামামা বেজে গিয়েছে। ভারতের বিশ্বকাপ টিমে ৪ জন স্পিনার রয়েছেন। তা দেখে দেশ-বিদেশের প্রাক্তন ক্রিকেটাররা তাঁদের নানা মতামত পেশ করেছেন। এ বার অস্ট্রেলিয়ার এক প্রাক্তন অধিনায়ক জানালেন, বিশ্বকাপের জন্য চার স্পিনার নিয়ে ঝুঁকি বাড়িয়েছে রোহিত অ্যান্ড কোং। কিন্তু তারপরও ভারতকেই ফেভারিট বলেছেন অজি তারকা। বিশ্বকাপের টিম ঘোষণার পর রোহিত শর্মা প্রেস কনফারেন্সে জানিয়েছিলেন, পরিকল্পনা করেই চার স্পিনার ও ৩ পেসার রাখা হয়েছে টিমে। কুলদীপ যাদব ও যুজবেন্দ্র চাহাল ভারতের দুই রিস্ট স্পিনারের পাশাপাশি স্পিন বিভাগের কাজ সামলাবেন রবীন্দ্র জাডেজা ও অক্ষর প্যাটেল। জাডেজা ও অক্ষর বাঁ-হাতি স্পিনার। পাশাপাশি তাঁরা অলরাউন্ডারও। প্রাক্তন অজি ক্যাপ্টেন মাইকেল ক্লার্কের মনে হয়েছে ভারত বিশ্বকাপ টিমে ৪ স্পিনার নিয়ে ঝুঁকি নিয়েছে। তিনি বলেন, ''আমার মনে হয় স্পিন বিভাগে বেশি নজর দিয়ে ভারত ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে। অস্ট্রেলিয়ার থেকে ভারতের দল অনেক আলাদা। ক্যারিবিয়ান দীপপুঞ্জে নিজের খেলার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি স্পিনের বিরুদ্ধে খেলার ওপর হার-জিত অনেকটাই নির্ভর করে। বিশ্বকাপ জয়ের ক্ষেত্রে ভারত অনেক টিমের দুঃশ্চিন্তার কারণ হতে চলেছে।'' পাশাপাশি ক্লার্ক ভারতকেই ফেভারিট হিসেবে দেখছেন। তাঁর মতে, ভারত প্রচুর পরিমাণ ক্রিকেট খেলেছে। এবং টিম ইন্ডিয়ার প্রস্তুতিও ভালো হয়েছে। এ বারের টি-২০ বিশ্বকাপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজে অনুষ্ঠিত হবে। ক্লার্কের মতে, ভারতের থেকে সেখানকার পরিবেশ অনেকটা আলাদা হলেও অল্প মিল রয়েছে। তাই বিশ্বকাপে রোহিতরাই সেরা। এ বার দেখার রোহিত অ্যান্ড কোং আইসিসি ট্রফির খরা কাটাতে পারে কিনা। তার জন্য এ বারের টি-২০ বিশ্বকাপ জিততে হবে ভারতীয় দলকে। টিম ইন্ডিয়ার বিশ্বকাপ যাত্রা শুরু হবে ৫ জুন। প্রতিপক্ষ আয়ারল্যান্ড।

বিশ্বকাপের আগে বিপাকে রোহিতরা

নিউ ইয়র্কের মাঠ-খাবারে মন ভরছে না মেন ইন ব্লুর

নিউ ইয়র্ক, ৩১ মেঃ মার্কিন মুলুক এ বারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের যুগ্ম আয়োজক। ক্রিকেট মহলের মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বকাপ আয়োজন করার দায়িত্ব

পাওয়ায় প্রমাণিত হয়েছে যে সারা বিশ্বে ধীরে ধীরে ক্রিকেটের প্রসার হয়েছে। কয়েকদিন আগে আমেরিকায় পৌঁছে গিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। বিশ্বকাপের আগে সেখানে অনুশীলনও শুরু করেছে রোহিত অ্যান্ড কোং। এরই মাঝে সেখানকার অনুশীলন কাঠামোর দিকে আঙুল তুলেছে মেন ইন ব্লু। বিশ্বকাপের আগে তড়িঘড়ি নাসাউ কাউন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম তৈরি হয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশের ওয়ার্ম আপ ম্যাচের পাশাপাশি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের ৩টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামে। কোথাও যেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুশীলন পরিকাঠামোতে ফুটে উঠছে এ যাত্রায় কোনও রকমে উতরে দিতে পারলে বাঁচি। নিউজ ১৮'র রিপোর্ট অনুযায়ী রোহিত শর্মা, রাহুল দ্রাবিড়দের নিউ ইয়র্কের অনুশীলন মাঠ থেকে শুরু করে খাবার কিছুই পছন্দ হচ্ছে না। বিশ্বকাপের আগে তাই এ বার বিপাকে মেন ইন ব্লু। আর মাত্র ১দিন পর টুর্নামেন্টের শুভ সূচনা। জানা গিয়েছে, তার আগে মন মতো অনুশীলন করতে পারেননি ভারতীয় ক্রিকেটাররা। নিউ ইয়র্কের ক্যান্টিয়াগ পার্কে অনুশীলন করেছে টিম ইন্ডিয়া। সেখানকার অনুশীলন বন্দোবস্ত মনে ধরেনি ভারতীয় শিবিরের। সূত্রের খবর অনুযায়ী, 'সবই যেন জোড়াতালি দেওয়া-সে পিচ হোক বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা। বলা যায় এখানকার সবকিছুই বেশ গড়পড়তা। ভারতীয় টিমের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে চিন্তার ভাব ফুটে উঠেছে।' আইসিসির কাছে কি এই বিষয়ে অভিযোগ জানিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট টিম? এই প্রসঙ্গে আইসিসির রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'ক্যান্টিয়াগ পার্কে অনুশীলন পরিকাঠামো নিয়ে কোনও টিমের তরফ থেকে আমাদের কাছে কোনও আপত্তি জানানো হয়নি।' উল্লেখ্য, গ্রুপ এ'তে ভারত নাসাউ স্টেডিয়ামে খেলবে আয়ারল্যান্ড, পাকিস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। তারপর ভারতীয় টিম ফ্লোরিডায় চলে যাবে। এবং কানাডার বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ খেলবে টিম ইন্ডিয়া।

আবার অঘটন, এ বার কোরিয়ানদের হারিয়ে চমকে দিলেন তৃষা-গায়েত্রী

সিঙ্গপুর, ৩১ মেঃ রীতিমতো হইচই ফেলে দেওয়া পারফরম্যান্স। একধাপ এগিয়ে বলা উচিত, প্রতি ম্যাচেই চমকে দিচ্ছেন ভারতীয় জুটি। বছর কয়েক ধরে ব্যাডমিন্টনের দুনিয়ায় ভারতের দুই ছেলে সাত্ত্বিক ও চিরাগ জুটি বেঁধে অবিশ্বাস্য পারফর্ম করেছেন। প্যারিস অলিম্পিকে তাঁদের পদকের তালিকায় ধরা হচ্ছে। তাঁদেরই মতো উত্থান হচ্ছে ভারতীয় দুই মেয়ের। ব্যাডমিন্টন ডাবলসে প্রায় প্রতি টুর্নামেন্টেই তাঁরা উন্নতি করছেন। সাফল্য পাচ্ছেন। তাবড় তাবড় প্রতিপক্ষকে হারিয়ে চমকে দিচ্ছেন। সিঙ্গাপুর ওপেনেও তাই দেখা যাচ্ছে। একের পর এক অঘটন ঘটিয়ে চলেছেন তৃষা জলি ও গায়েত্রী গোপীচাঁদ। ভারতের দুই মেয়ে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে হারিয়েছিলেন বিশ্বের ২ নম্বর জুটিতে। এ বার তাঁদের আগ্রাসনের শিকার বিশ্বের ৬ নম্বর জুটি। কিম সো ইয়ং এবং কং হি ইয়ংকে হারিয়ে চমকে দিলেন তৃষা ও গায়েত্রী। কোরিয়ান জুটির বিরুদ্ধে প্রথম গেমে ১৮-২১এ হেরে বসেছিলেন তৃষা-গায়েত্রী। কিন্তু দ্বিতীয় গেমে প্রবল ভাবে ফেরেন। ২১-১৯ জিতে নেন গেমটা। তৃতীয় গেমে আরও হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়।

প্রবল চাপে পড়েও মুঠো আলগা করেননি তাঁরা। শেষ পর্যন্ত ২৪-২২এ গেমটা জিতে নেন তৃষা-গায়েত্রী। নেটে অবিশ্বাস্য খেলেছেন গায়েত্রী। ইনি আবার প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন শাটলার এবং ভারতের কোচ পুলেল্লা গোপীচাঁদের মেয়ে। সিঙ্গাপুর ওপেন থেকে একে একে বিদায় নিয়েছেন ভারতীয় শাটলাররা। কিন্তু তৃষা ও গায়েত্রীকে আটকানো যাচ্ছে না। শেষ আটে পা রাখার পর তাঁরা যেন আরও তুঙ্গে রয়েছেন। লক্ষ্য রাখছেন খেতাবে। আর তা মুঠোয় ধরতে হলে দরকার আরও দুটো ম্যাচ জয়। দুই ভারতীয় মেয়ে তার জন্য তৈরি। এরই মধ্যে খারাপ খবর ভারতীয় টিমে। প্যারিস অলিম্পিকের পর কোচের পদ ছাড়তে চান মাতিয়াস বোয়ে। ড্যানিশ কোচের হাত ধরেই দুরন্ত উত্থান হয়েছে সাত্ত্বিক ও চিরাগের। তাঁরা সারা বিশ্বে নিজেদের চিনিয়েওছেন মাতিয়াসের হাত ধরে। সেই তাঁর না থাকা ভারতীয় টিমের জন্য খারাপ খবর।

নিলাম নিয়ে চর্চা শুরু, রিটেন সংখ্যা বাড়ানোর দাবি তুলে দিল টিমগুলো

মুম্বই, ৩১ মেঃ আইপিএলের বিউগল থামতে না থামতে আরও এক আইপিএলের আয়োজন শুরু হয়ে গেল। আরও ভালো করে বললে, পরের আইপিএলের আগে হবে মেগা নিলাম। তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়ে গেল বোর্ড কর্তাদের মধ্যে। মেগা নিলামে খোলনলচে পাল্টে যেতে পারে বিভিন্ন টিমগুলোর। যা শোনা যাচ্ছে, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার মতো প্লেয়াররা অন্য টিমের দিকের পা বাড়াতে পারেন। আর তার জন্য তাঁদের দেখা যাবে নিলামে। ফলে, আগামী মরসুমের আগে মেগা নিলাম নিয়ে চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে। নিলামের আগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, রিটেনশন নিয়ম কী হবে আইপিএলের? যা শোনা যাচ্ছে তাতে ৩১ নিয়মই রাখতে আগ্রহী বিসিসিআই। অর্থাৎ, মোট চারজনকে রিটেন করা যাবে। যা অন্যান্য বার হয়ে থাকে। কিন্তু অনেক টিম চাইছে, ওই নিয়ম এ বার পাল্টানো হোক। ৪-এর বদলে ৬ কিংবা ৮ করা যেতে পারে। তাতে কিন্তু নিলামের আকর্ষণ কমে যেতে পারে। সেই আশঙ্কা বোর্ডের মাথায় থাকছে। যে কারণে ৪-এই আটকে থাকতে চাইছে বোর্ড। টিমগুলোর ক্ষেত্রে একটা সমস্যাও দেখা দিয়েছে। ৪ প্লেয়ার রিটেন করলে অনেক ক্ষেত্রেই

টিমের তারকা প্লেয়ারকে ছেড়ে দিতে হতে পারে। যেমন বিরাট কোহলি। আরসিবির সঙ্গে ২০০৮ সাল থেকে জড়িয়ে। তাঁকে বাদ দিলে আরসিবির ফ্যানবেসও কমে যেতে পারে। বোর্ড কিন্তু এ নিয়েও ভাবনা চিন্তা করে বলছে, 'আইপিএলের ফ্যানবেসের সঙ্গে ইপিএলের তুলনা হতে পারে না। কিন্তু সেখানে তো প্লেয়াররা এক টিম থেকে অন্য টিমে চলে যায়। এখনও হাতে অনেক সময় আছে এ সব নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার।' টিমের কর্তারা কিন্তু কিন্তু চাইছেন রিটেনশন সংখ্যা বাড়ানো হোক। এক কর্তার কথায়, 'পঞ্জাব টিমকে ধরা যাক, এ বার ওরা প্লে-অফে ওঠেনি ঠিকই, কিন্তু ভালো পারফর্ম করেছে। একটা টিম তৈরি করেছে, যাদের নিয়ে এগোতে পারলে পঞ্জাব আগামী দিনে ভালো পারফর্ম করবে। সেই কারণেই রিটেনশন সংখ্যা বাড়ানো দরকার।'

মার্তিনেজকে নিয়ে রোমেরো

'দিবু তো একটা পাগল, অসহ্যকর'

বুয়েনস আইরেস, ৩১ মেঃ এমিলিয়ানো মার্তিনেজ ও ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো-দুজনই খেলেন প্রিমিয়ার লিগে। এমিলিয়ানো অ্যাস্টন ভিলায়, রোমেরো টটেনহামে। লিগে অন্তত দুবার একে অপরের মুখোমুখি হন তাঁরা। প্রিমিয়ার লিগের মরসুম শেষে দুজনই এখন আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের হয়ে খেলার অপেক্ষায়। বছরের বেশির ভাগ সময় প্রতিপক্ষ আর কয়েক সপ্তাহের জন্য সতীর্থ হয়ে ওঠা এমিলিয়ানো রোমেরোর চোখে 'পাগলাটে'। প্রতিপক্ষ হিসেবে 'অসহ্যকর'। আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম ডিস্পোর্তসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমন মন্তব্য করেছেন রোমেরো। লিগ মরসুম শেষে আর্জেন্টিনায় ফেরা রোমেরো জাতীয় দলের সাফল্য, মেসির সঙ্গে খেলা এবং অন্য সতীর্থদের নিয়ে কথা বলেন। দিবু নামে পরিচিত এমিলিয়ানোর কথা উঠলে রোমেরো হাসতে হাসতে বলেন, ''দিবু তো একটা পাগল। প্রতিপক্ষ হিসেবে অসহ্যকর। এই মুহূর্তে নিজের সেরা সময় কাটাচ্ছে। আর্জেন্টাইন হিসেবে ব্যাপারটা উপভোগ করি। সে এমন একজন মানুষ, যে নিচ থেকে উঠে এসে এখন বিশ্বসেরা গোলকিপার। দেখতে ভালো লাগে। মানুষ হিসেবেও অসাধারণ।'' রোমেরো আর্জেন্টিনার সেই দলের সদস্য, যারা ২০২১ ও ২০২২ সালের মধ্যে কোপা আমেরিকা, ফিনালিসিমা ও ফিফা বিশ্বকাপ জিতেছে। এবার দলটির লক্ষ্য আরেকটি কোপা আমেরিকা জয়।

আগামী মাসে যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবলের সর্বোচ্চ টুর্নামেন্টটি। আর্জেন্টিনা দলটি যথারীতি এবারও স্বপ্ন বুনছে লিওনেল মেসিকে ঘিরে। ২৬ বছর বয়সী রোমেরোও জানালেন সে কথাই, ''সে তার চমৎকার ক্যারিয়ারে যে ট্রফিগুলো মিস করছিল, সেগুলো অর্জনে আমরা অংশ ছিলাম। তার হাতে ট্রফি তুলতে দেখাটা ছিল আরও বেশি চমৎকার। সে যত দিন থাকবে, তত দিনই আমরা উপভোগ করব।'' আর্জেন্টিনা জাতীয় দলে খেলার সময় রোমেরোর রুমমেট হিসেবে থাকেন লিসান্দ্রো মার্তিনেজ। গত সপ্তাহে লিসান্দ্রোর দল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এফএ কাপ জিতেছে সিটিকে হারিয়ে। একজন আর্জেন্টাইনের এই সাফল্যেও খুশি রোমেরো, ''সে বারবার চোটে পড়েছে, তবে হাল ছাড়েনি। মাঠে ফিরে দারুণ খেলেছে। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে ওর মতো খেলোয়াড় নেই।'' এবারের প্রিমিয়ার লিগ সিটি জিতলেও মরসুমের বড় একটা সময় শীর্ষে ছিল লিভারপুল, যে দলে খেলেন আরেক আর্জেন্টাইন অ্যালেক্সিস ম্যাক-অ্যালিস্টার। এই মিডফিল্ডারকে নিয়ে রোমেরো বলেন, ''ওদের মরসুমটা চমৎকার কাটছিল। কিন্তু শেষ দিকে কয়েকটা চোটের কারণে অবস্থান ধরে রাখতে পারেনি। তবে এরপরও, অ্যালেক্সিসের দারুণ ভূমিকা ছিল। আমি খুব খুশি।'' কোপা আমেরিকার শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে আর্জেন্টিনার প্রথম ম্যাচ ২০ জুন কানাডার বিপক্ষে। 'এ' গ্রুপে অপর দুই প্রতিপক্ষ পেরু ও চিলি।

পাকিস্তানকে গুঁড়িয়ে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সারল ইংল্যান্ড, ১৫৭-র জবাবে ৭ উইকেটে জয় বাটলারদের

ওভাল, ৩১ মেঃ বোলিং, ফিল্ডিং, ব্যাটিং-বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতির শেষ সুযোগে তিন বিভাগেই বেশ তৃপ্তি নিয়ে আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের উদ্দেশে যাত্রা করে ইংল্যান্ড। গতকাল রাতে ওভালে সিরিজের চতুর্থ ও শেষ প্রস্তুতি ম্যাচে পাকিস্তানকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে জস বাটলারের দল। হেডিংলি ও কার্ডিফে দুটি ম্যাচ ভেসে গেছে বৃষ্টিতে, বাকি দুটিতেই জিতল ইংল্যান্ড। ২০২২ সালের অক্টোবরের পর এটিই ইংল্যান্ডের প্রথম কোনো দ্বিপক্ষীয় সিরিজ জয়। রাতে বোলারদের সমন্বিত পারফরম্যান্সে ওভালের ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে পাকিস্তানকে ১৫৭ রানে আটকে দেয় ইংল্যান্ড। ছয় বোলারই পেয়েছেন উইকেটের দেখা, ২৭ রানে ২ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা লেগ স্পিনার আদিল রশিদ। ম্যাচসেরার পুরস্কার নিতে এসে আরেকটি ট্রফি জয়ের আশার কথাই শুনিয়েছেন আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ বোলার, 'লক্ষ্য হচ্ছে সেখানে গিয়ে আরেকটি ট্রফি জেতা। সঠিক মানসিকতা থাকতে হবে, বাকিটা এমনিতেই হয়ে যাবে।' বৃষ্টি চোখ রাঙিয়েছে গতকালও। টসে জিতে বোলিং নেয় ইংল্যান্ড। কিন্তু ওপেনিংয়ে ফেরা বাবর আজম ও মহম্মদ রিজওয়ানের জুটিতে শুরুটা বেশ ভালোই হয়েছিল পাকিস্তানের। ৫.৫ ওভারে দুজন যোগ করেন ৫৯ রান। পাওয়ারপ্লের শেষ বলে জোফরা আর্চারকে কাট করতে গিয়ে ওয়াইড স্লিপে ধরা পড়েন বাবর, পাকিস্তান প্রথম ধাক্কা খায় সেখানেই। ঠিক পরের ওভারে অধিনায়ককে অনুসরণ করেন রিজওয়ান। তিনে নামা উসমান খান এক প্রান্তে ছিলেন, কিন্তু পাকিস্তানের

মিডল অর্ডার সুবিধা করতে পারেনি মোটেও। ফখর জামান, শাদাব খান, আজম খান-তিনজন মিলে ১৫ বল খেলে করতে পারেন মাত্র ৯ রান। শাদাব ও আজমের অবশ্য সেখানে অবদান শূন্য। আজম পরে উইকেটকিপিংয়েও সহজ দুটি ক্যাচ ফেলেছেন, সব মিলিয়ে ওভালে আরেকটি ভুলে যাওয়ার মতো দিন কেটেছে এ উইকেটকিপার ব্যাটসম্যানের। তবে পাকিস্তানের ভালো করতে গেলে যে মিডল অর্ডারকে এগিয়ে আসতে হবে, আরেকবার মনে করিয়ে দিয়েছেন বাবর, 'ছয় ওভার পর আমরা ভালো করছিলাম, এরপর আমি আউট হয়ে গেলাম। মিডল অর্ডারকে এগিয়ে আসতে হবে। বিশ্বকাপের আগে এসব ঠিক করতে হবে।' ১৫৮ রানের লক্ষ্যে ফিল সল্ট ও জস বাটলারের ওপেনিং জুটি পাওয়ারপ্লেতেই তোলে ৭৮ রান। সপ্তম ওভারে ২৪ বলে ৪৫ রান করে সল্ট থামলে ভাঙে সে জুটি। সল্টসহ টপ অর্ডারের তিনজনকেই ফেরান হারিস রউফ, পাকিস্তানও নিতে পারে এই ৩ উইকেট। সল্ট, বাটলারের পর রানের দেখা পেয়েছেন উইল জ্যাকস, জনি বেয়ারস্টো ও হ্যারি ব্রুকও। সব মিলিয়ে ইংল্যান্ডের প্রস্তুতিটা হয়েছে বেশ ভালোই। বাটলার পরে বলেছেন, 'আরও দুটি ম্যাচ খেলতে পারলে দারুণ হতো। তবে বেশ অভিজ্ঞতা আছে আর অনেকেই আইপিএলেও খেলেছে। ফলে ক্রিকেটের কমতি নেই।' যে দুটি ম্যাচ হলো, তার একটিতেও খেলেননি গত বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড় স্যাম কারেন। গতকাল একসঙ্গে খেলেছেন জফরা আর্চার ও মার্ক উড। বাটলার বলেছেন, 'দল নির্বাচন কঠিন, তবে এমন জায়গায় থাকাটাও দারুণ। উড ও আর্চারকে একসঙ্গে খেলতে দেখা সত্যিই রোমাঞ্চকর ব্যাপার ছিল।'

'কেউ ১৪ বার চ্যাম্পিয়ন হলে ভাগ্যবান বলতে পারেন না'

লন্ডন, ৩১ মেঃ রিয়াল মাদ্রিদ কি চ্যাম্পিয়নস লিগের সবচেয়ে ভাগ্যবান দল? রেফারি আর প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের ভুলের কারণে রিয়ালকে বিভিন্ন সময়ে ম্যাচে সুবিধা পেতে দেখা গেছে। যে কারণে স্প্যানিশ ক্লাবটির চ্যাম্পিয়নস লিগ সাফল্যের পেছনে কেউ কেউ ভাগ্যের ছোঁয়াও দেখেন। তবে অ্যান্টনিও রুডিগারকে কথাটা বলে দেখুন। যুক্তি দিয়েই রিয়ালের শিরোপা-ভাগ্যের দাবি উড়িয়ে দেবেন। ৩১ বছর বয়সী এই ডিফেন্ডারের মতে, একটি দল বারবার ভাগ্যের ছোঁয়ায় জিততে পারে না। ১৪ বার জেতার অর্থ ভাগ্য নয়, সামর্থ্যের জোর। শনিবার লন্ডনের ওয়েম্বলিতে ১৫তম ইউরোপিয়ান ট্রফির জন্য খেলবে রুডিগারের রিয়াল মাদ্রিদ, প্রতিপক্ষ যেখানে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড। রুডিগার ২০১১-১২ থেকে শীর্ষ পর্যায়ে খেললেও প্রথমবার লিগ জিতেছেন এ বছর এসে। রিয়ালের আগে জার্মানির স্টুটগার্ট, ইতালির রোমা এবং ইংল্যান্ডের চেলসির হয়ে খেলেছিলেন তিনি। ২০২১ সালে চেলসির হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতা রুডিগার পরের বছর যোগ দেন রিয়ালে। 'এল মুন্দো'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রিয়ালের মতো সফল দলের অংশ হওয়া এবং সামনের চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল নিয়ে কথা বলেন তিনি। সেখানে বলেন, ''রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ফাইনাল খেলছি, এই মুহূর্তটারই স্বপ্ন দেখতাম আমি। রিয়াল অনেকবারই চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছে। কিন্তু এরপরও ব্যাপারটা বিশেষ

ছবিটি রিয়াল মাদ্রিদের লা লিগা জয়ের। ১ জুন চ্যাম্পিয়নস লিগ ট্রফির জন্য নামবে দলটি।

কিছু। এখানে এটা আমার প্রথম চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল, সময়টা বেশ উপভোগ করছি।'' ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে ফাইনালের আগে রিয়ালের ভেতরের পরিবেশ কেমন, সেটা জানাতে গিয়ে রুডিগার যোগ করেন, ''সবাই ধীরস্থির এবং ফাইনাল নিয়ে মনোযোগী। এখন অতি উত্তেজনায় ভোগার সময় নয়। এখানে যারা আছে, তারা আগে থেকেই জানে এ ধরনের ম্যাচের আগে কেমন থাকতে হয়। আগেও অনেকবার খেলেছে। যেটা পরে যারা আসে তাদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। জীবন হচ্ছে ভারসাম্য রাখার বিষয়, উত্তেজনা এবং শান্ত থাকার মাঝামাঝি অবস্থান করা।'' ইউরোপে রিয়ালের শিরোপাই সবচেয়ে বেশি। দ্বিতীয় স্থানে থাকা এসি মিলানের ট্রফি স্প্যানিশ ক্লাবটির অর্ধেক-৭টি। রিয়ালের সাফল্যের ক্ষেত্রে ভাগ্যের ছোঁয়াও আছে কি না, এমন জিজ্ঞেস করা হলে রুডিগারের তৎক্ষণাৎ জবাব, ''না, না…। কেউ যদি ১৪ বার চ্যাম্পিয়ন হয়, তখন আপনি ভাগ্যের কথা বলতে পারেন না। রাস্তাঘাটে মানুষের মুখে এখন একটাই কথা, ১৫তম ট্রফিটা হয়ে যাক। এটাই রিয়ালের ডিএনএ। জেতা, জিততে থাকা। আমি যখন এই ক্লাবে সই করি, আমি অনুভব করছিলাম যে এই ক্লাবটা শুধু জিততেই চায়। আমার কাছে জীবনের মানেও জিততে থাকা।'' রিয়াল মাদ্রিদে প্রথম বছরে লা লিগা বা চ্যাম্পিয়নস লিগ জিততে পারেননি রুডিগার। এ বছর লিগ এসেছে ঠিকই, চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল নিয়ে ভয় আছে কি না জিজ্ঞেস করা হলে রুডিগার বলেন, ''ফাইনাল নিয়ে ভয়? ভয় তো শুধু স্রষ্টার জন্য। দিন শেষে আমরা সবাই মানুষ, আর একজন মানুষ হিসেবে আরেকজন মানুষকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি একজন মুসলিম। প্রবল বিশ্বাসী মানুষ। সুতরাং, ভয় করি শুধু স্রষ্টাকে, যিনি সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন।''

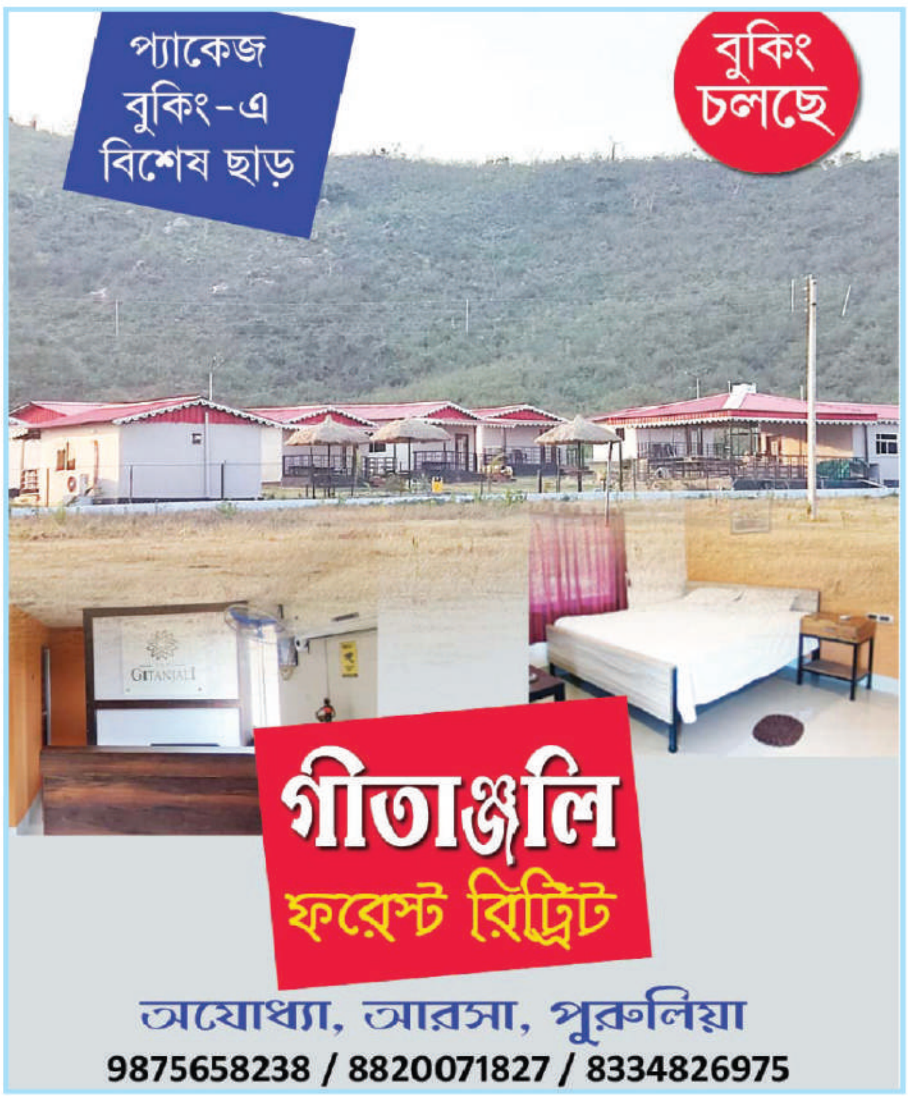

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com